R-451

Micro

চণ্ডকৌশিক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সান্যাল এণ্ড কোং

কলিকাতা।

B/B
4368

Micro

চণ্ডকৌশিক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা।

২৫।১ নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৮

মূল্য ৸০ আনা।

পাত্রগণ।

পুরুষবর্গ।

ক।
শ্চন্দ্র।

বিশ্বা
।
চণ্ডাল ও কাপালিক-বেশধারী)
ও বটু।
,—হরিশ্চন্দ্রের বালক পুত্র।
(শিবের অনুচর)

ঋষি, বেতাল ও অনুচর প্রভৃতি।

স্ত্রীবর্গ।

হরিশ্চন্দ্রের মহিষী।
—শৈব্যার দাসী।
—প্রতীহারী।

[illegible] ক।

[illegible] ঃ।

নান্দী।

যে দেব ত্রৈগুণ্য-ভেদে করেন সমস্ত লোক
স্বজন পালন সংহার ;
যাঁর মহা বিশ্ব-ব্যাপী অষ্টবিধ-মূরতিতে
পরিব্যাপ্ত জগৎ-সংসার ;
নাহি যার পূজ্য কেহ ;— সে শম্ভুর নৃত্য-কালে
বলয়-রূপিণী-ফণী-ফণার ফুৎকারে
পূজায় যে পুষ্পাঞ্জলি পদতলে বিকীরিত
—পালন করুক তাহা তোমা সবাকারে॥

অপিচ :—

“নয়নে অরুণ-রঙ্গ ললাটে ভ্রুকুটি-ভঙ্গ
অধরেতে ঈষৎ স্ফুরণ।
সুন্দরি ! ও-মুখ-শোভা ম্লান করে শশি-প্রভা ;
—মান ভাঙি কিবা প্রয়োজন ?

মানিনি লো! তব কোপ বরঞ্চ বৰ্দ্ধিত হোক্”
—কহে হাসি’ এইরূপ শিব।
দেবী তাহে হৃষ্ট-মন শিবে করে আলিঙ্গন,
—এতে হোক্ তোমাদের শুভ॥
যোগানন্দ মন্দীভূত, গৌরী-মুখ-দরশনে
বিলাস-উল্লাস।
কভু ভয়ে উৎকণ্ঠিত, চিত্তের বিকারে কভু,
মৃদু মন্দ হাস॥
ধনু আকর্ষিলে স্মর, দগধ করিয়া তারে
করুণায় বিগলিত মন;
রতির ক্রন্দন শুনি’, নেত্র হতে বারি-ধারা
অজস্র হয়গো বরিষণ;
—এ হেন শম্ভুর দৃষ্টি তরল সে অশ্রুজলে
তোমাদের করুক রক্ষণ॥

নান্দীর পর সূত্রধার।

সূত্রধার।—অতি বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। যে রাজসিংহ দুষ্ট অমাত্যদের অসংখ্য কূট-বুদ্ধি-জাল সবেগে অতিক্রম করেন; যাঁর এক ভ্রূকুটী- ইঙ্গিতে ক্ষুদ্র শত্রুরূপ অসংখ্য কণ্টক সমূলে নির্ম্মূলিত হয়; যাঁর ভুজ-দণ্ডরূপ মন্দরে মন্থিত হয়ে সমর-সাগর হতে রাজলক্ষ্মী সমুত্থিত হয়, এবং সমুত্থিত হয়ে স্বয়ং যাঁকে পতিত্বে বরণ করে; —তাঁর যশো-গাথা পুরাবেত্তাগণ এইরূপ কীর্ত্তন করেন:—

স্বভাবত সুদুর্ব্বোধ গভীর চাণক্য-নীতি
করিয়া আশ্রয়,
নন্দগণে পরাভবি’ চন্দ্রগুপ্ত পুষ্পপুর
করেন বিজয়।

কর্ণাট-প্রদেশে আজি করিতেছে আধিপত্য
সেই নন্দ কুলোদ্ভব
কোন এক নন্দ ;
তাহার নিধন-তরে চন্দ্রগুপ্ত হয়ে পুন
আসে রাজা "মহীপাল"
নাহি কোন সন্দ।

সেই মহারাজ মহীপাল আমাকে আজ্ঞা করেছেন—

পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ।

পারি।—মহাশয়! সেই রাজা কি আজ্ঞা করেচেন?

সূত্র।—এই আজ্ঞা করেছেন;—"প্রসিদ্ধ বিজয়-প্রকোষ্ঠের প্রপৌত্র কবিবর ক্ষেমীশ্বরের কৃত চণ্ডকৌশিক নামক অভিনব নাটক তোমরা অভিনয় কর।" সেই প্রসিদ্ধ কবি, নাট্য-বেদ-বিশারদ বিদ্যা-কলা-বিৎ লোক-ব্যবহারজ্ঞ সভাসদ্দের এইরূপ বলেচেন :—

একেবারে দোষ-শূন্য কিম্বা গুণ-বিবর্জ্জিত
এ জগতে কিছু নাহি হয়গো দর্শন।
অতএব বলি শুন, দোষগুলি ঢাকা দিয়া
গুণগুলি প্রকাশিয়া কহ বুধগণ॥

আচ্ছা, পারিপার্শ্বিক, নটেরা এখনও কেন তবে সঙ্গীতের সহিত ভিনয় আরম্ভ কর্‌চে না?

রি।—(সভয়ে অধোমুখ হইয়া) সেই গ্রহণের সময় যে দ্বিজবরকে দক্ষিণা দেবেন বলে' আপনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তিনি তা' না পাওয়ায় এখন সেই নিমিত্ত অত্যন্ত কুপিত হয়ে আছেন। আর এইজন্য নটেরাও অত্যন্ত ভাবিত হয়ে পড়েচে।

।—(ভীত ও চিন্তিত হইয়া পরে সহর্ষে) দেখ মারিষ!

বিদূ।—আমার তো মনে হয়, দেবী রাগ কর্‌বেন।

রাজা।—তাই বটে, কোন সন্দেহই নেই। দেবীর কোপের কারণও যথেষ্ট আছে।

"সচিবেরা ইহারে কি
রাজকার্য্যে রাখিল ধরিয়া ?
অথবা সে সখাদের
সখ্য-রসে গেল কি মজিয়া ?
কিম্বা বুঝি গিয়াছে সে
অন্য কোন প্রিয়া-সন্নিধানে
—তাই বুঝি ধূর্ত্ত এবে
নাহি আসে আমার এখানে।"

—এইরূপ প্রিয়া মোর কোপ-কষায়িত নেত্রে
গলিতাশ্রু-ধৌত-আননে
নিশ্বসিয়া মুহুর্মুহু, আমারে বঞ্চক বলি'
কত কি ভাবিছে মনে মনে ॥

অপিচ :—

বেশ-ভূষা করি রঙ্গে যাপিল প্রদোষ-কাল
হয়ে অতি উৎসুক-অন্তর।
তার পর চাহি' চাহি' আমার পথের পানে
কাটাইল দ্বিতীয় প্রহর।
"সে শঠ না এল" বলি' বিহ্বল হইয়া করি'
অশ্রু বিসর্জ্জন,
বেশ-ভূষা তেয়াগিয়া শয্যোপান্তে করি' মুহু
পার্শ্ব-বিবর্ত্তন,

মিলনে হতাশ হয়ে, নিশা-শেষ কোনরূপে,
করিল যাপন ॥

(চিন্তা করিয়া) আহা! নিশ্চয় সে নতভ্রূ :—

কেহ আসিতেছে দেখি', মম আগমন-আশে,
বৃথা ব্যস্ত হয়ে, উঠে অভ্যর্থনা-তরে ;
অমনি গো সখিগণ মুখ ঢাকি' সঙ্গোপনে
মুচকিয়া হাসাহাসি করে পরস্পরে।
তখন সে প্রিয়া মোর তাদের সম্মুখে
লজ্জায় কাতর হয়ে থাকে অধোমুখে ॥

বিদূ।—(হাস্য-সহকারে) মহারাজ! গতানুশোচনা করে' কেন বৃথা ক্লেশ পাচ্চেন? আসুন আমরা সেখানে গিয়ে দেবীকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করিগে।

রাজা।—তুমি ঠিক বলেছ, এসো তবে সেইখানেই যাওয়া যাক্।

(পরিক্রমণ করিতে করিতে নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

কিন্তু এখন দেখা করবার সময় নয়—সে সময় চলে গেছে; তাই এখন আমার যেতে কষ্ট বোধ হচ্চে।

ছিন্ন-ছিন্ন কথা মোর কহিতেছিল সে যবে
পুনঃ পুনঃ করিয়া যোজনা,
আমার পথের পানে অবিরত ছিল চাহি'
যখন সে হরিণ-নয়না,
তৃণমাত্র নড়িলেও আমি আসিতেছি বলি'
করিতেছিল গো কলপনা,
সে সময়ে অলক্ষিতে যাইয়া পশ্চাতে তার
সাদরে গো করিতাম
যদি আলিঙ্গন,

কিম্বা এই করদ্বয়ে নব-নীলাম্বুজ-নিভ
নেত্র দুটী করিতাম
যদি আবরণ
—তা হলে হইত তাহা
সময়-মতন ॥

বিদূ।—(পরিক্রমণ ও নেপথ্যামুখে অবলোকন করিয়া মহারাজ! দেখুন দেখুন, চারুমতি দেবীর নিকট সাজসজ্জার সামগ্রী সব এনে রেখেছে, আর দেবী ঐখানে বসে তার সঙ্গে কি কথা কচ্চেন।

রাজা।—(দেখিয়া সহর্ষে) কি আশ্চর্য্য!

কৃশাঙ্গী প্রেয়সী মোর শর-গৌর গণ্ডদ্বয়ে
পত্র-লেখা করিয়াছে এবে পরিহার।
আকর্ণ-বিস্তৃত নেত্রে নাহিক অঞ্জন আজি,
আলুলিত স্বভাব-কুঞ্চিত কেশ-ভার।
ধূসর ও-বিম্বাধর; আশ্চর্য্য! তথাপি কিবা
বিমল লাবণ্য,—তবু নাহি অলঙ্কার ॥

দৃশ্য।—প্রাসাদ-অন্তঃপুর।

চিন্তিতা শৈব্যা ও চারুমতী আসীনা।

শৈব্যা।—(খেদ-সহকারে) ওলো চারুমতি! এ সব নিয়ে যা; এ সব সাজ-সজ্জায় আর কি হবে? দুঃখ-কষ্টে আমার হৃদয় এখন জ্বলচে।

বিদূ।—আহা! এঁর দেখ্‌ছি অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে।

রাজা।—সাধু দেবি সাধু! তোমার যেরূপ স্বভাব-সুন্দর দেহের গঠন, তাতে সাজ-সজ্জা তোমার অবহেলার বিষয় হতেই পারে।

যে তাম্বুল-রাগ, তব অধর-লোলুপ
যে অঞ্জন, নয়ন-চুম্বন-উৎসুক,
যে হার চাহে গো তব কণ্ঠ আলিঙ্গন,
তাহাদের সে সমস্ত নিজ প্রয়োজন,
তোমার তাহারা নহে অঙ্গের ভূষণ ॥

বিদূ।—মহারাজ! আসুন, এইবার নিকটে যাওয়া যাক্।

রাজা।—দেখ সখা! এই খানে লুকিয়ে থেকে ওদের কি গোপনীয় কথাবার্ত্তা হচ্চে শোনা যাক্। (তথা অবস্থান)

শৈব্যা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া সাশ্রু-নয়নে) দেখ্ চারুমতি! মহারাজ প্রথমে আশ্বাস দিয়ে শেষে কিনা আমাকে বঞ্চনা করলেন? আমার অদৃষ্টের পায়ে গড় করি—তাকে আর বিশ্বাস নেই।

রাজা।—ওগো মানিনি!

ভাস্কর যখন হয় জলদে আবৃত
তখন নলিনী যদি হয়গো বঞ্চিত,
সেতো নহে নলিনীর প্রকৃত বঞ্চনা,
ভানুরেও তাহে কেবা দেয় গো গঞ্জনা?

চারু।—ঠাকুরাণি! দুঃখ করে' আর কি হবে? রাজারা যে বহু-বল্লভ সে তো জানাই আছে।

বিদূ।—(সরোষে) আরে বেটি দাসি! তার চেয়ে বল্না কেন, রাজারা বহু কার্য্যে আসক্ত। কেন মিছে মহারাজাকে ওঁর অভিমান ও তিরস্কারের পাত্র করিস্ বল দিকি?

রাজা।—সখা! এতে রাগ কোরো না। দেখ:—

মান-গ্রন্থি দৃঢ়রূপে বাঁধিবার বিধি যত
জানে সখিগণ।

ধন্যগো পুরুষ সেই প্রিয়ার যে হয় মিথ্যা
গঞ্জনা-ভাজন।

শৈব্যা।—(রোদন)

চারু।—ঠাকুরাণি! শান্ত হও, শান্ত হও। তুমি অত্যন্ত ভাল মানুষ কিনা, তাই তোমার কাছ থেকে বেশি আদর পেয়ে, মহারাজের এত বৃদ্ধি হয়েচে।' আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তা হলে আমি বলি, দেখেও কিছু দেখ্‌বে না, মিষ্টি কথায় আলাপ কর্‌বে, অথচ সারাদিন তিরস্কার করে' কষ্ট দিতেও ছাড়বে না।

শৈব্যা।—তুই যা বল্লি আমি সব করব, কিন্তু তাঁকে দেখে আমার দুষ্ট হৃদয় যদি বশে থাকে. তবেই তো।

রাজা।—(সত্বর নিকটে আসিয়া) প্রিয়ে!

আমারি অধীন হয়ে
যে মোরে রেখেছে বশে,
আপনারে নাহি পারে
বশে কি রাখিতে সে?

বিদূ।—কল্যাণ হোক!

উভয়ে।—(ভয়ে ভয়ে নিকটে আগমন)

শৈব্যা।—(স্বগত) একি? মহারাজ যে। আচ্ছা এইরূপ তবে বলি; (প্রকাশ্যে) মহারাজের জয় হোক।

চারু।—(আশঙ্কা-সহকারে স্বগত) একি! মহারাজ? আ ছিছি! মহারাজ তবে দেখ্‌চি আমার সব কথাই শুন্‌তে পেয়েচেন। আচ্ছা এখন তবে এইরূপ বলা যাক (প্রকাশ্যে) জয় মহারাজের জয়! (আসন আনিয়া) এই আসন, এইখানে মহারাজ বসুন।

(সকলে উপবেশন)

রাজা।—(অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া) প্রিয়ে! প্রভাত-কমলের অন্ত-

র্গত ভ্রমরীর মত তৃষিতা হয়ে, আড়চোখে আমার পানে এক একবার চাচ্চ আবার অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্চ, এর কারণ কি বল দিকি ?
আর দেখ সুন্দরি !

ভূষণের অনাদরে যদিও গো হইয়াছে
আরো তব সৌন্দর্য্য বিকাশ,
তথাপি গো উহাতেই হৃদয়-নিহিত তব
কোপ যে গো হতেছে প্রকাশ ॥

ব্যা।—(অসূয়া-সহকারে অবলোকন) নিদ্রায় অলস অবশ অঙ্গ, রাত্রি জাগরণে চোক-দুটি ঢুলুঢুলু রক্তবর্ণ—এতে মহারাজকে বেশ দেখাচ্চে। (অভিমান-ভরে অবস্থান।

রা।—(অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া সানুনয়ে) প্রিয়ে ! প্রসন্ন হও, আমার উপর রাগ কোরো না।

কুটিল ভ্রূলতা কেন
পড়িয়াছে ললাটে লুটিয়া,
মদনের বৈজয়ন্তী
রূপ ভ্রান্তি মনে উৎপাদিয়া ;
সহসা কেন গো চণ্ডি
বিম্বাধর হতেছে স্ফুরণ,
বিকচ বন্ধুক-বন্ধু
মৃদু-বায়ে কম্পিত যেমন ॥

(অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া)

মানিনি ! প্রসন্ন হও
কেন কোপ কর অকারণে ?

আমি নহি তাহা, যাহা

তুমি মোরে ভাবিতেছ মনে।

দণ্ড মোরে দেও প্রিয়ে!

যাহা হয় উচিত বিধান;

দোষাদোষ নির্দ্ধারণে

কুলপতি সাক্ষাৎ প্রমাণ॥

প্রতীহারীর প্রবেশ।

প্রতী।—জয় মহারাজের জয়! কুলপতির ওখান-থেকে একজন তাপস এসেছেন।

রাজা।—হেম-প্রভা! তাঁকে সাদরে অবিলম্বে নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

(প্রস্থান)

শান্তিজল হস্তে তাপসের প্রবেশ।

তাপস।—(সবিস্ময়ে) অহো! আজ একি কাণ্ড?

না হলেও পৌর্ণমাসী অসময়ে কেন এই

চন্দ্রের গ্রহণ?

কেন এই সুভীষণ ঘোরতর দিগ্‌দাহ

—কেন ভূকম্পন?

কেন এই উল্কাপাত? কেন সূর্য্য-চারিদিকে

মণ্ডল-পরিধি?

এসব উৎপাত হতে ভাবী ফল না জানি কি

ঘটাবেন বিধি॥

কিন্তু না, গুরুদেব যখন এই বিষয়ে চিন্তা করচেন, তখন এর পরিণাম নিশ্চয়ই শুভজনক হবে।

করুক তব কল্যাণ —করুক আনন্দ দান
সকল আপদ নাশ
করুক গো তোমা-সবাকার॥

(বারি সিঞ্চন)

রাজা।—(শান্তিজল স্পর্শ করিয়া) একি!

এ যে সেই শান্তি-বারি ক্ষত্রিয়-বীজের যাহা
অঙ্কুর-জনক
—যাহার প্রসাদে ধরে, সূর্য্যবংশী নৃপগণ
উন্নত মস্তক॥

তাপস।—ও গো শৈব্যা! গুরুদেব কুলপতির আদেশ, তুমিও আজ গৃহদেবতা ও ব্রাহ্মণদের বিশেষরূপে পূজা-অর্চ্চনা করবে।

শৈব্যা।—(অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া) যে আজ্ঞে।

তাপস।—রাজন্! তোমার কল্যাণ হোক। গুরুদেব এখন বহুবিধ অনুষ্ঠান আরম্ভ করেচেন—আমি এখন যাই তাঁর সেবা করিগে।

(প্রস্থান)

শৈব্যা।—(অপ্রতিভ হইয়া চুপি চুপি) ওলো চারুমতি! গুরুদেব কুলপতিই মহারাজকে নিশাজাগরণের আদেশ করেছিলেন। আমি অতি দুর্জ্জন কুটিল-হৃদয়, তাই ওরূপ কুৎসিৎ সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়েছিল। আচ্ছা এইরূপ তবে বলি। (প্রকাশ্যে) নাথ! আমার উপর রাগ কোরো না।

রাজা।—(সানুনয়ে)

মিথ্যা-দোষে কলুষিত দেখ এ হৃদয়;
যদি প্রিয়ে রাখো মোর এই অনুনয়,
এস তব কণ্ঠে হার দেই পরাইয়া,
কপোলেতে পত্রাবলি দেই বিরচিয়া॥

্যা।—(লজ্জিতা)

।—(তথা করিয়া) প্রিয়ে !

তব গণ্ড রোমাঞ্চিত—ঝরে স্বেদ-জল,
থরথর বিকম্পিত মোর করতল।
দুয়েতেই শ্রম ব্যর্থ—উদ্যম নিষ্ফল॥
পরাইতে কণ্ঠে ওই
স্তন-তরঙ্গিত হার
—পরশ-জনিত কম্প
এখনো যাইনি তার ?

া।—নাথ ! গুরুদেব কুলপতি যেরূপ আজ্ঞা করেচেন সেই সব অনুষ্ঠান আমি এখন করতে যা'চ্চি।

।—হাঁ দেবি, যাও করগে।

(তাপস ও শৈব্যার প্রস্থান)

সখা ! আমার চিত্ত যেরূপ উৎকণ্ঠিত, তাতে এখন কি করে' কাটান যায় বল দিকি ?

—মহারাজ ! আপনি দেবীর কথা ভেবে সময় কাটান, আমিও ভোজনের কথা ভেবে সময় কাটাই।

বনচরের প্রবেশ।

—জয় মহারাজের জয়।

বিকট মুখাগ্রে যার মুথা-ক্ষেত্র হয়ে বিদলিত,
তৎ-লগ্ন সুরভিত পরিমল হয় গো বিকীর্ণ
নিজ নিঃশ্বাস-মারুতে ; দন্তে যার—ঈষৎ-চর্ব্বিত
কসেরু-বিচূর্ণ-রাশি ইতস্ততঃ হয় গো বিক্ষিপ্ত ;
—যেন শক্র করি' জয় যশোদিক হয় আচ্ছাদিত,
কিম্বা যেন নবঘন বরিষণ করে শিলা-বৃষ্টি ;

সদর্প গম্ভীর ঘোর ঘরঘর যাহার শবদে
অরণ্যের সিংহ যত ধায় রড়ে করিয়া গর্জ্জন ;
শুনি' সে গর্জ্জন পুন ক্রোধে যার কর্ণ-শুক্তি-পুট
উর্দ্ধে হয় উত্তোলিত ; দীপ্যমান রোষ-শিখা-রূপে
জিহ্বা-লতা যার রহে প্রসারিত ; যার জটা ভার
সুবিকট বিদ্যুতের ছটা-সম পিঙ্গল-বরণ ;
কান্তি যার সমুজ্জ্বল সুশানিত করবাল-সম,
নীলকান্ত-সম নীল ; কি, তমাল কজ্জ্বল-শ্যামল।
জ্বলে নেত্র সুপিঙ্গল ;—মসীবৎ মাংসল শরীর ;
স্ফুলিঙ্গাবশেষ-সম দন্ত দুটি যাহার লক্ষিত ;
—ঠিক্ যেন করাল সে মুখ-রাহুগ্রাস-ভয়-বশে
সান্দ্র চন্দ্র কলা দুটি, চন্দ্র হতে হইয়া বাহির
নৈশ তিমিরের গাত্রে ভয়-ত্রাসে রহে সংকুচিত
—এ হেন বরাহ এক সমুত্থিত যূথ-অধিপতি
মৃগয়া কানন-মাঝে ;—যেন সেই মহান্ বরাহ
যার দন্তে হয় ধৃত সমগ্র এ পৃথিবী-মণ্ডল ॥

এখন মহারাজের যেরূপ আদেশ হয়। আদেশ পেলেই আমি এখনি সেখানে যাই।

রাজা।—(সহর্ষে) আ বাঁচলেম ; এখন সময় কাটাবার একটা স্থান পাওয়া গেল।

বিদূ।—(সহর্ষে) যেখানে অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে, কাঁটা-বন শর-বন মাড়িয়ে যেতে হবে, উঁচুনীচু স্থান ডিঙতে হবে, যেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণায় জল্‌তে হবে—যে স্থান এইসব দোষে ভরপুর, সেই যদি আপনার আরামের স্থান হল, তা হলে আপনার আয়াসের স্থান না জানি কি!

।—দেখ সখা! মৃগয়া রাজাদের বড় উপকারী;
দেখ:—

চিত্ত উদবিগ্ন হ'লে
সদ্য তারে করে বিনোদন;
চল-লক্ষ্যে স্থৈর্য্য আনে,
দেহে করে লঘুতা অর্পণ;
শীকারে উৎপন্ন হয়
রণ-যোগ্য উৎসাহ-উদ্যম;
মিথ্যা করি' লোকে বলে
মৃগয়ারে নৃপতি-ব্যসন॥

তবে চল, আমরা সেইখানে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—অরণ্য।

নেপথ্যে।—ওগো বরাহ-অন্বেষণকারী বনচরেরা!

ওই সে বরাহ দেখ, অদূরে পঙ্কের রাশি
করয়ে মর্দ্দন।
বিদলে' কমল বন, মৃণার অঙ্কুর সব
করয়ে ভক্ষণ।
মুস্তা-ক্ষেতে তোলে মাটি, সেতু ভাঙি জলাশয়ে
করয়ে গমন।
ধরা'-যায়-যায় হয়ে গহন বনের মাঝে
করয়ে প্রবেশ।
সৈন্য ধায় পিছে পিছে, দুর্গম কান্তার-মাঝে
পশে অবশেষ॥

এখন তবে চারিদিককার বন ঘিরে ফেল।

অরণ্য উপান্ত-দেশে বন-রোধ-দক্ষ জালী
জাল-বন্ধ দিক বিছাইয়া;
শৃঙ্খল মোচন করি' ব্যাধগণ কুক্কুরেরে
বন-মধ্যে দিউক ছাড়িয়া;
পাশ-হস্ত সাদীদের শ্রমক্লান্ত অশ্বগণে
সমাকীর্ণ হোক সব বন,
লগুড় লইয়া হস্তে মহিষ-আরোহী সৈন্য
বিকম্পিত করুক কানন॥

[ভ]ীষণ-উজ্জ্বল বেশে ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া বিঘ্নরাজের প্রবেশ।

[বিঘ্ন]।—(আশঙ্কার সহিত)

আমি যে গো করিয়াছি শম্ভুরো সমাধি ধ্যানে
বিঘ্ন উৎপাদন ;
দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠানে, শিব-শিবা-কেলি-মাঝে
ব্যাঘাত বিষম ;
—ত্রিলোকের আমি সেই হিত-সিদ্ধি-নাশ-প্রিয়
বিঘ্ন সনাতন॥
হরি হর প্রজাপতি এঁদেরো দুঃসাধ্য যেই
সৃষ্টিস্থিতি লয়
—উগ্রতপা বিশ্বামিত্র সাধন করেন হেথা
সেই বিদ্যাত্রয়॥
আদিম বরাহ-রূপে
উদ্ধার করিলা যথা হরি,
আমিও গো উদ্ধারিব
ত্রিলোকে বরাহ-রূপ ধরি'॥

(পশ্চাতে অবলোকন করিয়া সভয়ে) অহো! জগতের কল্যাণে, [প]রের পৌরুষে বিঘ্ন উৎপাদন করতে আমি বিলক্ষণ পটু ; আর [কা]র্য্যে আমার সাহসও অপরিসীম—নিজ শরীরের প্রতি আমার মাত্র দৃক্‌পাত নেই। তাই, সাক্ষাৎ কৃতান্তের দন্ত-মধ্যে থেকেও, [ক]োন প্রকারে শরের মুখ এড়িয়ে, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে এই অরণ্য-[প্রদে]শে তো এনে ফেলেচি। এখন তবে এঁকে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যাওয়া যাক্।

কেননা সেই প্রসিদ্ধ তীব্রতপা, স্বর্গান্তরের আদি-স্রষ্টা, ত্রিশঙ্কু-[র]ক্ষক ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ কৌশিক বিশ্বামিত্র সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-বিধায়িনী

ত্রিগুণময়ী বিদ্যার সিদ্ধি লাভার্থ, কি এক দুষ্কর সাধনায় এখন নিযুক্ত আছেন।

বিধিই করেন সৃষ্টি—না হরি, না হর ;
হরি-ই পালেন বিশ্ব—না হরি ঈশ্বর ;
হর-ই করেন ধ্বংস এ তিন ভুবনে।
একজনে সর্ব্বসিদ্ধি লভিবে কেমনে ?

(চিন্তা করিয়া অথবা এই পরম নিষ্ঠাবান তপস্বীর পক্ষে অসম্ভবই বা কি ? কিন্তু তিনি যখন বশিষ্ঠের প্রতি ক্রোধ-পরতন্ত্র হয়ে এই মঙ্গল-বিরোধী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচেন, তখন জানিনে এর কি ফল হবে।

নেপথ্যে।—ঘোর গহন বনে প্রচ্ছন্ন হয়েচিস্ মনে করে' তোর ভারি গর্ব্ব হয়েচে দেখ্‌চি—আচ্ছা রোস্ বরাহাধম রোস্!

ক্ষণে ক্ষণে হয়ে দৃষ্ট, ক্ষণে দৃষ্টি-পথ হতে
হয়ে অন্তর্হিত,
মায়ারে আশ্রয় করি', সকৌতুকে দূরে মোরে
করেচিস্ নীত।
মোর দৃষ্টি-পথ-মাঝে তুই যদি পড়িস আবার,
ওরে দুষ্ট! পদ্মবন দলিবারে না পারিবি আর॥

বিঘ্ন।—(শুনিয়া সহর্ষে) এই যে, এইবার নিকটে এসেচে দেখ্‌চি। এখন তবে এখান থেকে বেরিয়ে, মায়া-বরাহ হয়ে দেখা দি। (সত্বর পরিভ্রমণ করিয়া প্রস্থান)

রথোপবিষ্ট ধনুর্ধারী রাজা ও সারথির প্রবেশ।

রাজা।—(পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া, সম্মুখ ভাগে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) সারথি! সারথি! বেশী দূরে যেও না!

:—

মুখের গরাস হতে খলিত মৃণাল দেখ
বনভূমি ছায়।
আলোড়িত সর হতে নিঃসৃত সলিল-ধারা
তীরেরে ভিজায়।
শ্রমোদ্গীর্ণ মুখ-ফেণে, নব তৃণ-ভূমিগুলি
চিত্রিত-বরণ;
মুস্তা-পরিমল-গন্ধী সুরভি-নিঃশ্বাসে হেথা
ঘন সমীরণ॥

নিপুণভাবে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) সারথি! সারথি! ওই সেই দেখ দেখ :—

হেলায় ফিরায়ে স্কন্ধ বেগ-ভরে মুলাঙ্কুর
করি' উন্মূলন।
সুচঞ্চল-নাল-লগ্ন নলিনীরে বক্ত্র-মধ্যে
করিয়া ধারণ
—সুপ্রসন্ন নাভি-পদ্ম পঙ্কজ-আনন সেই
বরাহাবতার
দন্ত-মধ্যে ধরি' যেন ত্রিভুবন, উদ্ধারিতে
আসে পুনর্ব্বার॥

আনন্দে) এই যে আমাকে দেখে আমার দিকেই আসচে।

(শর সন্ধান

—(সকৌতুকে অবলোকন করিয়া) মহারাজ! দেখুন দেখুন :—

র্ব্ব ভরে আসি' কাছে বাণের সন্ধান দেখি'
অমনি সে যায় গো ফিরিয়া;

আয়ত সম্মুখ পদ ভয়ে আকুঞ্চিত করি'

শরীরার্দ্ধ লয় আকর্ষিয়া ;

শ্বাসের আধিক্য-হেতু ওষ্ঠ-প্রান্ত-গহ্বর

হয়েছে বিদীর্ণ ;

তা-হতে মৃণালাঙ্কুর স্খলিত হইয়া পড়ি'

হতেছে বিকীর্ণ।

লজ্জা পরিত্যাগ করি'

হয়ে অপ্রতিভানন

নিজ দংষ্ট্র তোমারে গো

করে যেন সমর্পণ॥

রাজা।—(বাণ ছুঁড়িয়া নিকটে গিয়া চারিদিকে অবলোকন করত সবিস্ময়ে) একি হল ! বরাহটা চলে গেলে পর আমি যে অসময়ে বাণটা ছাড়্‌লেম।

ক্ষণে অন্তর্হিত হয়,

ক্ষণে নেত্র-সুগোচর ;

ক্ষণে যায় দূরে চলি,

ক্ষণে সে নিকটতর ;

সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্বে চারিদিকে মুহুর্মুহু

করিছে ভ্রমণ।

বিদ্যুৎ-চপল ও যে কেমনে গো লক্ষ্য ওরে

করে মোর মন ?

(নিপুণরূপে অবলোকন করিয়া, দূর হতে দেখিয়া সানন্দে) একি ! এই অরণ্য অতিক্রম করে' পরিষ্কৃত ভূমিতে যে উঠে পড়ল। সারথি ! সারথি ! অশ্বদের শীঘ্র চালাও, দেখ আবার কোথায় এখন যাচ্ছে।

সারথি।—(রথ-চালন) মহারাজ ! দেখুন, দেখুন !

রথ-বেগে, ধূলিজাল- -পরিপূর্ণ বায়ু থাকে
পশ্চাতে পড়িয়া,
সনমুখে মন মোর লক্ষ্যটিরে অনুসরে'
সত্বর হইয়া।
নিশ্চল নিষ্কম্প অতি ধ্বজ-পট যার ওই
আকাশের মেঘ-ছুঁয়ে যায়
—সেই তব রথ দেখ —যেথা ধায় তব বাণ—
তুল্য বেগে চলিছে সেথায়॥

—(সবিস্ময়ে) তাই তো—
ব্যোমচারী পবনেরে
জিনিয়াছে রথ-অশ্বগণ
বেগে জলনিধিরেও
করিয়াছে দেখ অতিক্রম।
এ বড় আশ্চর্য্য কিন্তু শ্যামল বরাহ সেই
—দলিত-অঞ্জন প্রায়—
যত যাই দূরে আমি বরাহ সে আরো যেন
দূর হতে দূরে ধায়;
সূর্য্যের সম্মুখ হতে যেন অন্ধকার-রাশি
ভয়ে পলাইয়া যায়॥

সম্মুখে অবলোকন করিয়া সখেদে) একি! এই মহারণ্য অতিক্রম
কোথায় না জানি সে অদৃশ্য হল? তার যে কোন পদ-চিহ্নও
াচ্চে না। আচ্ছা তবে, এই স্নিগ্ধচ্ছায় বনশ্রেণীটি একবার অন্বেষণ
দেখি। (তথা করিয়া সানন্দে) হয়েছে! নিশ্চয় সে বরাহটা
নের উপকণ্ঠে আছে। দেখনা কেন:—

কুশভূমে তৃণগুলি কোথায় হয়েছে ছিন্ন,
কোথাও আমূল উৎপাটিত।
কুসুম-চয়ন-তরে কোথাও সদয়াকৃষ্ট-
অগ্র-শাখা লতা আনমিত।
এই সব শাখীদের পূর্ব্বে বল্কল ছিল
—ক্ষতচিহ্ন তাই গাত্রোপরে।
এই সব তরু-হতে ক্ষীর ঝরে—সদ্য-ছিন্ন
হইয়াছে ইন্ধনের তরে॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া ও সকৌতুকে শুনিয়া) মহারাজ! দেখুন, দেখুন! বরাহটা এখন আশ্রমের নিকটে বিচরণ করচে, ওকে এখন অন্বেষণ করা বৃথা।

কদম্ব-কোটরে শুক অভ্যাগত জনে করে
স্বাগত ভাষণ।
হব্যগন্ধী সমীরণ —ঘ্রাণ-তৃপ্তিকর—করে
হৃদয় হরণ।
এই সব মৃগকুল ইহারে হেরিয়া, হয়ে
চকিত-নয়ান,
তটোপান্তে কুশ যার —হেন নির্ঝরিণী-জল
করিতেছে পান॥

এই বরাহটা এখন আশ্রমের নিকটে বিচরণ করচে—ওকে অন্বেষণ করে আর কি হবে? এখন অশ্বেরা জলপান করে' বিশ্রাম করুক। আমি ততক্ষণ কেবল ধনুমাত্র হাতে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করে' মুনিকে অভিবাদন করিগে। পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজা না করে' গেলে অমঙ্গল ঘটে এইরূপ প্রবাদ আছে। (রথ হইতে অবতরণ)

(প্রস্থান)

—(চি ... বনবাসিগণের কি অপার
...ীয় সুখ !- ... নই। কেননা :—

বাসনা-বির... ...স্পৃহা কভু

মমতা-রহিত বলি’ ...

শোক ন...

অহঙ্কার পরিত্যাগে ...

হয় অপগত,

লভিয়া পরম শান্তি ...

আহা সুখী কত !

...বিনয়ে পরিক্রমণ করিয়া, সভয়ে) ওঃ !
... অবিনয়ীজনের পক্ষে কি দুর্দর্শনীয় ! আমি
দেখিনি, তাই অপরাধীর মত আমার মনে যেন এ
...চ্চে। অথবা, তপোময় ব্রহ্ম-তেজের কি অজেয় প্রভ...
...ার সমস্ত তেজই পরাভূত হয়। কেন না :—

(ভয়ে ভয়ে পরিক্রমণ)

সৌম্য শান্ত রমণীয়

হইলেও এই সব বন

হেথা আসি’ পদে পদে

ভয়াকুল হয় মোর মন ;

সর্ব্ব তেজ খর্ব্ব হেথা ব্রহ্মতেজে—যাহা সর্ব্ব

তেজের কারণ ;

স্বজনক জল এলে অগ্নি যথা মৃদুভাব
করয়ে ধারণ ॥

(ভয়ে ভয়ে পরিক্রমণ)

নেপথ্যে ।—আপনারা রক্ষা করুন রক্ষা করুন । দেখুন বিনা অপরাধে এই অনাথা অসহায়া অভাগিনীদের অগ্নিমধ্যে নিঃক্ষেপ করচে । রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ।

রাজা ।—(শুনিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে) অহহ ! অনতিদূরে ভয়ার্ত্তা রমণী-দের বিলাপ ক্রন্দন শোনা যাচ্চে না ? (আশ্চর্য্য হইয়া) একি ! এ হচ্চে তপোবন, এখানে এরূপ দুষ্ট লোক থাকা কি সম্ভব ? আচ্ছা, নিকটে গিয়ে দেখি । (তথা করণ)

নেপথ্যে ।—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ইত্যাদি ।

রাজা —(শুনিয়া আবেগ-সহকারে) ভয়ার্ত্তাদের অভয় দিচ্চি—ভয় নাই, ভয় নাই । (সক্রোধে) আঃ !

কে না জানি করে এই তপোবন-বিপরীত
দারুণ অহিতকর নিষ্ঠুরাচরণ
এই বাণে স্কন্ধ তার ছিন্ন করি', সর্ব্ব অঙ্গ
জ্বলন্ত অনল-মাঝে করিব ক্ষেপণ ॥

(পরিক্রমণ করিয়া, নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কে ও হোম-সামগ্রীর সন্নিধানে অগ্নি-শালায় বসে আছে, আর অগ্নি মধ্যে তিনটী দিব্যরূপী নারী ভয়ার্ত্তা হয়ে বিলাপ করচে ?—নিশ্চয় তাপস-বেশধারী কোন পাষণ্ড হবে ;

দৃশ্য ।—অগ্নিশালা । বিশ্বামিত্র হোমে প্রবৃত্ত ও
হোমাগ্নির মধ্যে অবস্থিত বিদ্যাত্রয় ।

বিদ্যাত্রয় ।—(ভয়াকুল হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে) রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ইত্যাদি ।

বিশ্বা।—(আশ্চর্য্য হইয়া) অহো! কি আশ্চর্য্য!

মন্ত্রপূত হবি মোর একান্তে অনল এই
করিছে বহন;
প্রদক্ষিণ-শিখা হয়ে কার্য্যসিদ্ধি তথাপি না
করিছে সূচন।
ক্রিয়ার প্রভাবে হেথা
ত্রিবিদ্যা যদিও আবির্ভূত,
কিন্তু যে তবুও ওরা
না হতেছে মোর বশীভূত॥

(ধ্যান মগ্ন)

বিদ্যাত্রয়।—(পূর্ব্বোক্তরূপে) রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ইত্যাদি।

রাজা।—(সত্বর নিকটে আসিয়া) ভয়ার্ত্তদের অভয় দিচ্চি—ভয় নাই, ভয় নাই। রোস্ দুরাত্মা পাষণ্ডাধম! রোস্ ছদ্মবেশী রাক্ষস! এ কি সব তোর মায়াজাল?

পরা বল্কল বাস, অক্ষসূত্র বালা হাতে,
জটাজাল দেখি যে মাথায়।
মহাতপা জিতেন্দ্রিয় শান্ত-আত্মা-মুনি-বেশ
—বল্ দেখি—সেই বা কোথায়
আর কোথা তোর এই জঘন্য ও অকরুণ
নারী-বধ-পাপ-বুদ্ধি হায়!
যেই কার্য্য করেছিস তুই ওরে খল!
ভোগ কর্ এবে তার সমুচিত ফল॥

বিশ্বা।—(ধ্যানে বিরত হইয়া সক্রোধে)

শ্রুতি-কটু ভর্ৎসনা -ঘরষণ-জাত এই
মোর কোপানল

সমাধি-ব্যাঘাত হেতু অন্তঃক্ষোভ-বায়ু-

হইয়া প্রোজ্জ্বল,

হরিশ্চন্দ্র-দারুকাষ্ঠে

জলি উঠি' প্রলয়াগ্নি-সম

ত্রৈলোক্য-দহন-তৃষ্ণা

করিবে গো এবে নিবারণ

বিদ্যাত্রয়।—(সহর্ষে) আ! আমাদের কি সৌভাগ্য;
হরিশ্চন্দ্রের জয়!

(বিদ্যাত্র

বিশ্বা।—(দেখিয়া সক্রোধে) কি?—এই দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র
পথের অন্তরায় হল? রোস্ ক্ষত্রিয়াধম, রোস্!

হরি হও, চন্দ্র হও,

কিম্বা হও অর্দ্ধেন্দু-শেখর,

বিদ্যা-নাশে মোর যেই

কোপাগ্নি বর্দ্ধিত ঘোরতর

—তাহে তুই ওরে মূঢ়!

হ'বি নাকি ইন্ধন নশ্বর?

কান্তা-কেলি-পরায়ণ ভূত-দয়া-বশে

এমন যে হর

তিনিও সমাধি-ভঙ্গে বিকট ভ্রূকুটি

—মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর—

আকৃষ্ট শরাসন স্মরেরে সম্মুখে

করিলা যেমন

কৌশিকও তোরে মূঢ় নেত্রানলে সেই

করিবে দহন॥

(সভয়ে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ ! ইনি সেই মহর্ষি কৌশিক
বিশ্বামিত্র, আর তাঁরা সেই ভগবতী বিদ্যাত্রয় ? পাপাত্মা, আমি
র সিদ্ধিপথে অন্তরায় হয়ে কি অবিবেচনার কাজই করেচি—
নিশ্চয় আমি ওঁর প্রজ্বলিতাকোপানলে ভস্মীভূত হব।
সক্রোধে)

ধ বিবর্দ্ধিত মোর —ত্রিবিদ্যা সাধন-কার্য্যে
হইয়া ব্যাঘাত ;
শাপ দান-তরে হইতেছে প্রধাবিত
দক্ষিণ এ হাত ;
র এ বাম হস্ত চির-ত্যক্ত নিজ জাতি
করিয়া স্মরণ
হয়েচে এবে ক্ষত্রোচিত শরাসন
করিতে গ্রহণ ॥

(উত্থান)

(পদতলে পতিত হইয়া) মহর্ষি ! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।
বিলাপে প্রতারিত হয়ে অজ্ঞানে আমি এ কাজ করেচি—
ক্ষমা করুন।
াত্মন্ ! কি ? অজ্ঞানে এ কাজ করেচিস্ বলে আমি ক্ষমা
ওরেরে ক্ষুদ্র ! আমি কে, তুই কি তা জানিস নে ?

বিনীত যেই বিপ্র ব্রাহ্মণত্ব নিজ বলে
করিল গ্রহণ ;
বশিষ্ঠের সুত —তাহার কাননে যে গো
ধূমকেতু সম ;

স্বর্গান্তর সৃষ্টিকালে জগৎ হইয়া ভীত
দেখিয়াছিল গো যারে
যমের মতন ;
চণ্ডাল সে ত্রিশঙ্কুরে যজ্ঞ করাইল যে গো
—সেই কৌশিকেরে তুমি
চেননা রাজন্ ?

রাজা।—মহর্ষি! প্রসন্ন হোন্, প্রসন্ন হোন্—আমাকে এরূপ মনে করবেন না।

করিল দুর্ভিক্ষে যে গো
জীবিকা আপনি আহরণ ;
নৃপতি-সদনে যে গো
দান কভু করেনি গ্রহণ ;
যার "আড়ীবক"-যুদ্ধে
জীবলোক হইল কম্পিত ;
—তপ-তেজ-নিধি তার
কাহার না আছে গো বিদিত ?

কিন্তু আমি ভীরু জনের কাতর বিলাপ- শুনেই ঐরূপ করতে উদ্যত হয়েছিলেম ; স্বধর্ম্মে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হয়ে আপনাকে আমি জানতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করুন, এই আমার নিবেদন।

বিশ্বা।—দুরাত্মন্! বল দেখি, তোমার সে ধর্ম্মটা কি ?

রাজা।—মহর্ষি!

দান, ত্রাণ সংগ্রাম—তিন ক্ষাত্র-আচরণ
পুরাণ মুনিরা বলে—এই ধর্ম্ম সনাতন ॥

বিশ্বা।—কি বল্লে ?—

"দান ত্রাণ সংগ্রাম" ইত্যাদি

রাজা।—হাঁ মহর্ষি।

বিশ্বা।—আচ্ছা তা হলে বল, কাকেইবা দান করতে হয়, কাকেই বা ত্রাণ করতে হয়, আর কার সঙ্গেই বা সংগ্রাম করতে হয়?

রাজা।—মহর্ষি! শ্রবণ করুন।

বিশ্বা।—বল।

রাজা।—

গুণবান ব্রাহ্মণেরে করিবেক দান,
বিপন্ন ভয়ার্ত্ত জনে করিবেক ত্রাণ,
অরাতি জনের সাথে করিবে সংগ্রাম॥

বিশ্বা।—মহাত্মন্! তা যদি মনে করেন, তা হলে আমার বিদ্যা-তপের উপযুক্ত আমাকে কিঞ্চিৎ দান করুন।

রাজা।—(সহর্ষে) তা হলে তো সূর্য্য-বংশীয়েরা অনুগৃহীত হবে। এখন তবে মহর্ষি প্রসন্ন হোন্, প্রসন্ন হোন্।

তব দক্ষিণার তরে পর্য্যাপ্ত নাহি হয়
সকল ভুবন।
সরবস্ব দান তাই নিবেদিতে হয় মোর
সঙ্কুচিত মন।
সর্ব্ব ধনে পরিপূর্ণ
তুমি ওগো কুশিক-নন্দন;
সমস্ত এ বসুমতী
তোমারে গো করিনু অর্পণ॥

বিশ্বা।—(আশ্চর্য্য হইয়া স্বগত) আচ্ছা তবে এইরূপ বলি।

(প্রকাশ্যে)

রাজন্! কল্যাণ হোক্! পণ্ডিতেরা বলেন, দক্ষিণা-রহিত দান দানই নয়। অতএব এক্ষণে দক্ষিণা দিতে আজ্ঞা হোক্।

রাজা।—(লজ্জিত হইয়া স্বগত) এস্থলে কি করা যায়? (অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া সহর্ষে) তবে এইরূপ বলি।

(প্রকাশ্যে)

মহর্ষি!

আহরণ করি আনি' করিব সুবর্ণ লক্ষ
দক্ষিণা অর্পণ,
অদ্য হতে এক মাস করিতে হইবে মোরে
ক্ষমা বিতরণ॥

বিশ্বা।—আচ্ছা এই একমাস কাল সময় দিলেম; কিন্তু দেখ, এই পৃথিবী ছাড়া আর কোন স্থান হতে তোমার দাতব্য সংগ্রহ করতে হবে।

রাজা।—(সভয়ে স্বগত) এর প্রতিবিধান কিসে হয়? (চিন্তা করিয়া সহর্ষে) হয়েচে! প্রতিবিধানের উপায় ঠাওরেচি। ভগবান শিবের আশ্রিত একটী পরম ক্ষেত্র আছে:—

ধরাতল-ফণী-ফণা —তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে
আছে বারানসী,
অন্তরীক্ষ-পুরী বলি' করেন বর্ণনা যারে
যত মুনিঋষি।
কেশ-অগ্রভাগ যেই তা-হতে সহস্র সূক্ষ্ম
অণু-পরিমাণ
শাস্ত্রদর্শী সুধী সবে দেখেন বিশ্বাস-নেত্রে
যার ব্যবধান॥

অতএব, সেই খানেই দক্ষিণার সুবর্ণ সংগ্রহ করে' দান করা যাবে। (প্রকাশ্যে) মহর্ষি! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করলেম। (অঙ্গ হইতে আভরণ খুলিয়া) মহর্ষি!

এই সব শ্রীসম্পদ —সমস্ত বসুধা যাহা
শাসিত আমার,
এই সব অস্ত্রচয়, নৃপতির চিহ্ন এই
মুকুট মাথার,
সমর্পিনু তব পদে কুশিক-নন্দন
অনুগ্রহ করি' এবে করহ দর্শন ॥

(পদতলে পতিত হইয়া উত্থান ও সহর্ষে স্বগত) বহু পরিশ্রমে যে রাজ্যভার এতদিন বহন করেচি, সৌভাগ্যক্রমে আজ তা সফল হল। (সানন্দে)

মুনির যে মন্যু আমি
বজ্র বলি' ভেবেছিনু মনে
কুসুম-মাল্যের সম
পড়ে মোর মস্তকে এক্ষণে ॥

ভগবতি বসুন্ধরে! তোমাকে স্পর্শ করে' এই কথা আমি বলচি:—

লোক-ধাত্রী দেবি ওগো! সূর্য্যবংশী নৃপতিরা
যশের সহিত তোমা
করিল রক্ষণ;
দুর্লভ পাত্রের লোভে নির্দ্দয় হইয়া অতি
তোমারে যে করিনু গো
আমি বিসর্জ্জন,
এই এক দুরাচারে তব কাছে অপরাধী
—মোরে তুমি কর এবে
ক্ষমা বিতরণ ॥

এখন তবে অযোধ্যায় গিয়ে, মহর্ষির নিকট যা প্রতিশ্রুত হয়েচি তা সম্পাদন করিগে। পরে দক্ষিণা উপার্জ্জনের জন্য বারাণসী নগরেই

যাওয়া যাবে। (প্রকাশ্য) মহর্ষি! এখন এখান থেকে অযোধ্যায় গিয়ে কার্য্য শেষ করে', পরে ফিরে এসে দক্ষিণা উপার্জ্জনের জন্য বারাণসীতে আমি যাব—এখন আপনার অনুমতি লয়ে বিদায় হই।

বিশ্বা।—(আশ্চর্য্য হইয়া স্বগত) অহো! দুরাত্মার কি স্থৈর্য্য, কি মহানুভাবতা! রে দুরাত্মন্! কিরূপ তোর দান-বীরত্ব, শীঘ্রই তা' দেখা যাবে।

যাবৎ না দেখি আমি, রাজ্য হতে সত্য হতে
হয়েছিস তুই ওরে ভ্রষ্ট বিচলিত,
তাবৎ না হবে শান্ত এই তীব্র রোষানল
—তব দুরাচার হতে যাহা উদ্দীপিত॥

(প্রকাশ্যে) রাজন্! তাই হোক! তাতে আর আপত্তি কি।

(প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

বীভৎস-বেশে পাপ-পুরুষের প্রবেশ।

পাপ।—(বিকটরূপে পরিক্রমণ ও উচ্চ হাস্য করিয়া)

আরম্ভে মধুর আমি, আধি-ব্যাধি শোক-দুঃখ
আমি মাঝ-খানে ;
নরক-যন্ত্রণা বহু —নিদারুণ সুভীষণ—
আমি পরিণামে ॥

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া, সভয়ে সরিয়া গিয়া) হা জননি! গেলেম গেলেম! মলেম, মলেম! এই পোড়া নগরী—যার নামও আমি মুখে উচ্চারণ করতে পারিনে—আমাকে উচ্ছিন্ন করচে,—আমাকে বধ করচে। রোস্‌ এই তো প্রবেশ পথ ; কিন্তু এই নগরীকে আমি তো এখান থেকে দেখ্‌তে পাচ্চিনে। আচ্ছা ভাল, আমি এখানে একান্তে বসে থাকি। আমি যে জন্মান্তর-সঞ্চিত মূর্ত্তিমান পাপ—আমাকে পরিত্যাগ করে’ যারা এই নগরীর মধ্যে প্রবেশ করেচে, তারা যখন সেখান থেকে আবার বেরিয়ে আস্‌বে, তখন আবার আমি তাদের শরীরে গিয়ে সংলগ্ন হব।

নেপথ্যে।—

শিব-পদাম্বুজ-চিহ্ন এ মোর মাথায়
—এতদূর কৃপা দেব করেন আমায় ;
ভবানীরো পুত্র-প্রীতি আমার উপরে,
বহুশাস্ত্র-জ্ঞান, আর তপো-নিষ্ঠা তরে।

তবুও তো এই দেহ
স্নায়ু-অস্থি-গ্রন্থিময়
ত্বকেতে নিবদ্ধ হয়ে
জরজর অতিশয়।
প্রাক্তনের পরিণাম—প্রকৃতি-নিয়ম
সত্যই না পারে কেহ করিতে লঙ্ঘন।

পাপ।—(সগর্ব্বে) আঃ! দুরাচার হরিশ্চন্দ্র যদি এই নগরীর রাজা না হয়, তা হলে সে তো আমার হয়েই আছে। কেও কথা কচ্চে? একি! ভগবান ত্রিলোচনের আসন্ন-পরিচারক ভৃঙ্গী যে এই দিকে আস্‌চে দেখ্‌চি—এই বেলা তবে এখান থেকে সরে পড়া যাক্।

(প্রস্থান)

ভৃঙ্গীর প্রবেশ।

ভৃঙ্গী।—"শিব-পদাম্বুজ-চিহ্ন"—ইত্যাদি। (চিন্তা করিয়া) তা না হলে, দেব কেন হরিশ্চন্দ্রেরও দশা-বিপর্য্যয়ের কথা দেবীর কাছে বল্‌বেন।

অদ্ভুত চরিত যাঁর মহাদেব যখন গো
করেন বর্ণনা,
বলিতে বলিতে তাঁর পুলকে বিচ্ছিন্ন হয়
অঙ্গ-ভস্ম-কণা।
ভুরু দুটি তুলি' উর্দ্ধে,
ত্রিনয়ন করি' বিস্ফারিত,
নাড়েন মস্তক তাঁর
—অর্দ্ধ ইন্দু হয় বিচলিত।

এখন সেই হরিশ্চন্দ্র বারাণসী নগরে প্রবেশ করবেন—তাই দেব শশাঙ্ক-শেখর ও ভবানী উভয়েই পর্য্যুৎসুক হয়ে আছেন। আমিও তবে ভগবানের পূজা শেষ করে' সজ্জিত হয়ে থাকি। (প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

সচিন্তভাবে রাজার প্রবেশ।

রাজা।—

প্রীতি-ভরে দান করি' এই পৃথ্বী দ্বিজোত্তমে
হইয়াছে সুপ্রসন্ন এবে মোর মন ;
কিন্তু উদ্‌বিগ্ন পুন, দৈব-কৃত সেই ঋণ
—মহতী দক্ষিণা কথা করিয়া স্মরণ।
কর্ত্তব্য নহে মোর
তাঁর রাজ্যে ধনার্জ্জন করা ;
তাই, সে শম্ভুর স্থান
—যাহা নহে এই বসুন্ধরা—
সেই বারাণসী-ধামে করিয়া গমন
করিতে হইবে এবে দক্ষিণা অর্জ্জন॥

(সচিন্তিত ভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ! কি কষ্ট, কি কষ্ট!

দারা, পুত্র, নিজ দেহ —ত্যাগ-মধ্যে এই তিন
অবশিষ্ট আছয়ে এখন ;
আজি হল শেষ দিন, প্রতিজ্ঞা অপরিত্যাজ্য,
মুনি তাহে অতীব কোপন।
না শুধি' ব্রাহ্মণ-ঋণ
এ জীবন ত্যজি বা কেমনে,
কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে
সব শূন্য দেখি যে নয়নে॥

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) এ কি! এই যে বারাণসী। ভগবতি বারাণসি! তোমাকে নমস্কার। (চিন্তা করিয়া সবিস্ময়ে)

যাহারে কামনা করে সেই সব বেদাধ্যায়ী
ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী সজ্জন
—শম-দম-অবিরোধী ব্রহ্মচর্য্য তপস্যাদি
যারা সবে করিয়া সাধন
নাশিয়াছে মোহ-তম; দেহান্ত সময়ে যেথা
মুক্তি-জ্ঞান-কথা হর শোনান সবায়;
প্রাণ-ত্যাগ হ'লে পরে জীবের পুনর্জ্জন্ম
আর কভু না ঘটে যেথায়॥

অপিচ:—

দৃঢ় ভব-পাশ হতে
জীব মুক্ত হয় গো হেথায়;
হেথায় ব্রহ্মার শির
হর-হস্ত হতে পড়ি' যায়;
নাহি ত্যজি' সেই পাপ তবু তাহা হতে মুক্ত
হৈলা ভগবান;
বারাণসী-ক্ষেত্রে তাই পত্নীর সহিত তাঁর
চির-অধিষ্ঠান॥

যাই—এখন মুনির ঋণ হতে কোন উপায়ে আমাকে মুক্ত হতে হবে। (চিন্তা করিয়া)

কুবেরে করিয়া জয়
করিব কি ধন আহরণ?
আমা সম ত্যক্ত-শ্রীর
জয়েই বা কি ফল এখন?

ভিক্ষা-দৈন্য—সুলভ সে দ্বিজাতির-মাঝে,
ক্ষত্রিয় হইয়া ভিক্ষা নাহি মোর সাজে।
মূল ধন না থাকিলে বাণিজ্য না হয় ;
নির্ধনের কিসে হবে ধনের সঞ্চয় ?
সবেতেই কালাপেক্ষা হয় প্রয়োজন,
কিন্তু অপেক্ষিতে হেথা আমি যে অক্ষম॥

আমার মত হতভাগ্য এখন তবে কি করবে ? (উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সহর্ষে) হয়েছে ! আমি এখন তবে :—

পালিব শাশ্বত সত্য
আপনারে করিয়া বিক্রয়,
সত্য অরক্ষিত হলে
অরক্ষিত রহে লোক-দ্বয়।

(মনস্থির করিয়া) দেবী দীর্ঘ পথ চলে' শ্রান্ত হয়ে বৎস রোহিতাশ্বের জন্য অপেক্ষা করচেন। তিনি না আস্‌তে আসতেই—আমি ততক্ষণ আমার কাজটা শেষ করি। (উর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এ কি ! সূর্য্যদেব যে মধ্যাহ্নে আরোহণ করেচেন দেখচি।

তপনের তীক্ষ্ণ তাপ　　প্রচণ্ড কৌশিক-সম
ঘোরতর করিছে দহন।
চারিদিকে পথ সব　　—এ মোর মানস-সম—
সেই তাপ করিছে বহন।
এ ছায়ারো—দৈব-বশে—　　দেখ এবে দীন দশা,
তাই ছায়া, দেবীর মতন
শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহ হয়ে　　তরুদের তলে আসি'
করিয়াছে আশ্রয় গ্রহণ॥

প্রতিশ্রুত দক্ষিণার সময় তো আসন্ন—অথবা হরিশ্চন্দ্ররই আসন্ন কাল উপস্থিত। হায় হায়! এই হতভাগ্যের সর্ব্বনাশ হল। (ভূতলে পতন—পরে উত্থিত হইয়া হতাশ ভাবে) হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র!

ওরে শঠ! পূর্ব্বে তুই দিজোত্তমে দক্ষিণার
দিইয়া বচন,
না পূরণ করি' তাহা, না করিয়া পরিশোধ
ব্রাহ্মণের ধন,
সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়ে কোথায় এখন তুই
করিস্ গমন?

এখন তবে বণিক্-বীথীতে উপস্থিত হয়ে, আমার কাজটা শেষ করি; সেই মুনি এখনি এসে পড়বেন। (সত্বর পরিক্রমণ করিয়া একান্তে অবস্থান)

কুপিত কৌশিক বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

কৌ।—

হস্তগত বিদ্যা-নাশে
বৃদ্ধি হয় মোর যেই ক্রোধ
দুর্ব্বুদ্ধি সে রাজার
শিষ্টাচারে হয় তার রোধ।
বৃষ্টি-ধারা-সিক্ত বনে শুষ্ক ইন্ধনের মাঝে
অগ্নি যথা জ্বলে বেগ-ভরে
—সেইরূপ আমারেও দহিতেছে কোপানল
গূঢ় ভাবে থাকিয়া অন্তরে॥

(সক্রোধে) রে দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র!

যাবৎ না দেখি তোরে রাজ্য-সম সত্য হতে
হলি বিচলিত

তাবৎ-শোনরে বলি— কিছুতেই মোর ক্রোধ
হবে না শমিত॥

(দেখিয়া সবিস্ময়ে) এই যে, সেই দুরাত্মা—অথবা মহাত্মা—এই-খানেই উপস্থিত। আচ্ছা, এইবার নিকটে যাই। (তথা করিয়া সক্রোধে) আঃ! এখনও আমার স্বর্ণ দক্ষিণাটা পেলেম না?

রাজা।—(সভয়ে) এ কি! মহর্ষি কৌশিক যে! মহর্ষি! অভিবাদন করি।

কৌ।—(সক্রোধে) ধিক্ অনার্য্য! কি?—এখনও অলীক মিষ্ট কথায় আমাকে বঞ্চনা করতে চাস্?

রাজা।—(হাতে কান ঢাকিয়া) মহর্ষি! মার্জ্জনা করুন! মার্জ্জনা করুন!

কৌ।—(সক্রোধে) রে দুরাত্মন্! তুই কেবল অলীক দান করে' আপনার পৌরুষ প্রকাশ করেছিস্?—রোস্—রোস্।

পূর্ণ হইলেও মাস দক্ষিণা আমারে তুই
না করিলি দান।
শুদ্ধ মিষ্ট বাক্য লয়ে হইয়াছিস তুই এবে
হেথা অধিষ্ঠান?
প্রতিশ্রুত ধন তুই না করিলি দান মোরে,
হ'ল তাই ক্রোধ মোর
পুনঃ প্রজ্জ্বলিত;
ঘোর শাপানল মোর হইয়া বিমুক্ত এবে
এখনিরে তোর পরে
হবে নিপতিত॥

(শাপ-জল গ্রহণ)

রাজা।—(সভয়ে পদতলে পতিত হইয়া) মহর্ষি! প্রসন্ন হোন্, প্রসন্ন হোন্, মার্জ্জনা করুন, মার্জ্জনা করুন!

সূর্য্যাস্ত-কাল-পূর্ব্বে যদি না শুধি গো আমি
দক্ষিণার ঋণ,
দিও শাপ, কোরো বধ— যাহা ইচ্ছা তব, আমি
তোমারি অধীন ॥

মহর্ষি! প্রসন্ন হোন্—আমি এখনি বণিক্-বীথীতে যাচ্চি।

কৌ।—(শাপ-জল পরিহার করিয়া) আচ্ছা, তুমি সেই খানে গিয়েই দিও। আমি দ্বিতীয় স্নান সমাপন করে' এখনি আস্‌চি।

(প্রস্থান)

রাজা।—(হতাশ ভাবে স্বগত)

অহো!

ইহলোকে পরলোকে একমাত্র যাহা অতি
ভয়ের কারণ
—ধিক্ ধিক্ সেই ঋণে —পরিণামে ফল যার
অতীব ভীষণ;
যেনা দেখিয়াছে কভু "মহাজন"-ক্রুদ্ধ মুখ
—সেই মহাজন ॥

(পরিক্রমণ করিয়া সহর্ষে দেখিয়া) এই যে বণিক্-বীথী। (মস্তকে তৃণ দিয়া ধৈর্য্য-সহকারে) ওগো সাধুগণ!

কোন কার্য্য-অনুরোধে
অন্য কোন না দেখি' উপায়,
লক্ষ সুবর্ণের পণে
বিকাইব আমি আপনায় ॥

অতএব আপনারা আমাকে গ্রহণ করুন। (আকাশে) কি বল্‌চেন?—কেন আমি এই দারুণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েচি, এই কথা জিজ্ঞাসা করচেন?—এ কথা কেন পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করচেন?—এর উত্তরে

এই মাত্র বল্‌তে পারি—বিচিত্র এ সংসার। (অন্যত্র গিয়া পুনর্ব্বার "কোন কার্য্য অনুরোধে" ইত্যাদি) (আকাশে) কি বল্‌চেন?—আমার কিরূপ শক্তি, আমার কি কর্ম্ম, কি বিষয় আমি জানি—এই জিজ্ঞাসা করচেন? (স্মরণ করিয়া)

যে আদেশ করিবেন প্রভু গো আমারে
পালন করিব তাই আমি অবিচারে।
প্রভুর আদেশ-বাক্য না করা লঙ্ঘন
—ইহাই ভৃত্যের পক্ষে পরম ধরম॥

(শুনিয়া) কি বল্‌চেন?—"বড় বেশী মূল্য হয়েচে, আর কিছু বল" —এই কথা বলচেন? (খেদ-সহকারে) ও গো সাধুগণ, আমরা এক কথার লোক—পুনঃপুনঃ বলতে জানি না—আচ্ছা আপনি তবে যান।

(পুনর্ব্বার অন্যত্র যাইয়া "কোন কার্য্য অনুরোধে" ইত্যাদি)

নেপথ্যে।—নাথ! অত স্বার্থপর হয়ো না। এই মন্দভাগিনীকে প্রথমে সুখের ভাগিনী করে' এখন কেন তাকে সে ভাগ দিতে পরাঙ্মুখ হচ্চ বল দিকি?

রাজা।—(অপ্রতিভ হইয়া) একি! দেবী এসেচেন যে! তবে, আর অভিলাষ পূর্ণ হল না।

বালক পুত্রের সহিত দুর্ব্বলা শৈব্যার প্রবেশ।

শৈ।—(পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়া মন্দমন্দ পরিক্রমণ করত) আপনারা আমাকে ক্রয় করুন। যা বলা হয়েছে তার অর্দ্ধমূল্য পণে এই দাসীকে ক্রয় করুন।

বালক।—আপনারা আমাকেও ক্রয় করুন।

রাজা।—(দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত) ওঃ! কি কষ্ট কি কষ্ট!

বৃষ্টি-ধারা-বিন্দু যথা তৃণাগ্রে তরল
—ত্যজিয়াছে লক্ষ্মী মোরে হইয়া চপল।
সখারাও ত্যজিয়াছে
অশ্রু-সিক্ত করুণ আননে,
পাই নাই সান্ত্বনা তো
প্রজাদেরো আশ্বাস-বচনে।
দারা-পুত্র এবে দেখ
করিতেছে নিজেরে বিক্রয়
—ইহা দেখি' তবু তো গো
না ফাটিল এ ক্রূর হৃদয় ;
তাই মনে ভাবি, ইহা
বজ্র-সারে গঠিত নিশ্চয়॥

শৈ।—(আকাশে কর্ণপাত করিয়া) আপনারা কি বলচেন ? কি নিয়মে আমি কাজ করব—এই জিজ্ঞাসা করচেন ? পর-পুরুষের ভজনা, আর পরোচ্ছিষ্ট ভোজন—এই দুইটি করতে পারব না, এ ছাড়া আর সব কাজই করব ;—এই আমার নিয়ম। কি বলচেন ? কে আমাকে এই নিয়মে ক্রয় করবে—এই কথা বলচেন ? তবে যান, আপনাদের তা হলে আমাকে নিয়ে কোন কাজ হবে না। আচ্ছা, কোনও দ্বিজবর দীন-বৎসল সাধু সজ্জন আমাকে বোধ হয় ক্রয় করবেন।

উপাধ্যায় ও বটুর প্রবেশ।

উপা।—বৎস কৌণ্ডিন্য ! সত্যই কি বাজারে দাসী বিক্রয় হচ্চে ?
বটু।—আমি কি উপাধ্যায়-মহাশয়কে মিথ্যা কথা বলচি ?
উপা।—আচ্ছা তবে সেইখানেই যাওয়া যাক।

বটু।—যে আজ্ঞে। আসুন উপাধ্যায় মহাশয় আসুন।

উপা।—(পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া সবিস্ময়ে) আহা! কি সুন্দর এই পণ্য-বীথিকা!

স্ববর্ণের রাশি দেখি'
মনে হয় সুমেরুর খনি;
হেরিয়া ও-রত্ন-রাশি
মনে হয় সিন্ধু-বেলা-ভূমি;
নব ঘন-সম সব
মত্ত হস্তী হেরিয়া নয়নে,
দেখিতেছি বিন্ধ্যাচল
—এইরূপ যেন হয় মনে।
এ বিপণি-কল্পলতা
—ধরিয়াছে পল্লব-অংশুক;
দেখিয়া কার না মন
লোভ-বশে হয় গো উৎসুক?

বটু।—উপাধ্যায়-মহাশয়! ঐ যেখানে খুব লোকের ভীড় হয়েচে, ঐ বোধ হয় বাজার; ঐখানে আপনাকে যেতে হবে। (নিকটে গিয়া) মহাশয়রা, সরে' যান্, সরে' যান্।

শৈ।—(বিহ্বল হইয়া) আপনারা আমাকে ক্রয় করুন। (ইত্যাদি)

বাল।—আমাকেও।

উপা।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে) এই কি সেই দাসী? ও গো! তুমি কি নিয়মে কাজ করবে বল দিকি।

শৈব্যা।—পর পুরুষ ভজনা, ও পরোচ্ছিষ্ট ভোজন—এ ছাড়া আর সব কাজই করব।

বাল।—আমিও।

উপা।—(সহর্ষে)—তোমার কাজের নিয়ম বড়ই উত্তম। আচ্ছা, এই নিয়মেই আমার গৃহে থাকো। দেখ, আমার পত্নী অগ্নি-সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকায় গৃহের কাজ ভাল করে' তত্ত্বাবধান করতে পারেন না। আচ্ছা এই সুবর্ণ নেও।

শৈব্যা।—(সহর্ষে) যে আজ্ঞে, অনুগৃহীত হলেম।

উপা।—(অনেকক্ষণ দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত)

মাথায় ঘোমটা দেওয়া, সহজ লজ্জার বশে
আনত শরীর ;
গমন মন্থন অতি চরণের অগ্রভাগে
দৃষ্টি রহে স্থির ;
মৃদুমন্দ সুমধুর অল্প কথা কয়,
অঙ্গনার উচ্চকুল ইথে ব্যক্ত হয় ॥

(সচিন্তভাবে) যার এরূপ আকার-প্রকার, তার অবস্থান্তর হওয়াটা ঠিক নয়। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করা যাক্। (প্রকাশ্যে) ওগো তোমার স্বামী কি জীবিত ?

রাজা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) জীবিত পত্নীর এই অবস্থান্তর চক্ষে দেখে সে কি আর জীবিত থাকতে পারে ?

উপা।—তিনি কি নিকটে আছেন ?

শৈব্যা।—(সাশ্রু নয়নে রাজাকে অবলোকন)

উপা—(দেখিয়া সবিস্ময়ে) কি!—ইনিই এর স্বামী! (অনেকক্ষণ দেখিয়া সখেদে)

বৃষ-সম স্কন্ধ যার, মত্তহস্তী-শুণ্ড-সম
যার স্থূল দীর্ঘ ভুজদ্বয়,
বিশাল যাহার বক্ষ, ভুবন রক্ষণ-কার্য্যে
সে তো হবে সক্ষম নিশ্চয়।

যে মস্তকে চূড়ামণি উচিত ভূষণ গণি
—তাহে কিনা দেখি তৃণচয়!
কিরূপে ঘটিল ইহা? —অহো! প্রতিকূল বিধি
কার পরে না হয় নির্দ্দয়?

(নিকটে গিয়া সাশ্রুলোচনে) মহাত্মন্! আমাকে আপনার দুঃখের ভাগী করুন। বলুন, কিজন্য আপনি এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচেন?

রাজা।—(চিন্তা করিয়া বিহ্বল-ভাবে স্বগত) এই সাধু লোকটির বাক্য অন্যথা করা উচিত হয় না। (প্রকাশ্যে) দেখুন সাধু! সবিস্তারে বল্‌বার এ দেশকাল নয়। তাই, সংক্ষেপে বল্‌চি শুনুন। ব্রাহ্মণের ঋণে পীড়িত হয়ে আমি এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েচি। এর পর, আর অধিক বল্‌তে আমাকে অনুরোধ কর্‌বেন না।

উপা।—সেই জন্য এই ধন দিচ্চি, গ্রহণ করুন।

রাজা।—(কর্ণে হাত দিয়া ঢাকিয়া) আমাদের মত লোকের এই ব্রাহ্মণ-বৃত্তি নিষিদ্ধ। আমার প্রতি যদি আপনার অনুকম্পাই হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে মূল্যের হিসাবে ধন দান করুন।

শৈব্যা।—(ভয়-ব্যস্ত ভাবে নিকটে আসিয়া সবিনয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) মহাশয় আমি আপনার কাছে প্রথমে এসেছিলেম, আমাকে ছেড়ে আর কাউকে গ্রহণ করবেন না। আমাকে অনুগৃহীত করুন, আমি আপনার শরণাগত হয়েচি।

উপা।—(সাশ্রুলোচনে) ও গো!

এ লক্ষার্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রা তোমাদের উভয়েরে
করিতেছি দান,
পরস্পরে যুক্তি করি' যাহা ভাল বুঝ তাই
করহ বিধান॥

(ধন অর্পণ)

শৈব্যা ।—(গ্রহণ করিয়া সহর্ষে) আ কি সৌভাগ্য ! নাথের প্রতিজ্ঞা-
ভার এখন অৰ্দ্ধমাত্র অবশিষ্ট রইল, আমিও কৃতার্থ হলেম ।

উপা ।—(স্বগত) এঁদের এই বিহ্বলাবস্থা অবলোকন করাটা আমার
উচিত হয় না ।

(প্রস্থানোদ্যত)

শৈব্যা ।—মহাশয় একটু অপেক্ষা করুন—আমি আমার স্বামীকে ভাল
ক'রে একবার দেখে নি ।

উপা ।—এই কৌণ্ডিন্য এইখানে রইলেন । (প্রস্থান)

উপা ।—(রাজার বস্ত্রাঞ্চলে সুবর্ণ বাঁধিয়া দিয়া) নাথ ! এই দ্বিজবরের
দাসী হতে আমাকে অনুমতি দেও ।

রাজা ।—(বিহ্বল হইয়া) আমি আর কি অনুমতি দেব—প্রবল বিধিই
অনুমতি দিচ্ছেন । (তিরস্কার-সহকারে স্বগত) হতবিধে !

দেবী-পদ দিয়া এঁরে পরগৃহদাসী পুন
করিলে এখন ;
চূড়ার রতন যে গো —তাহারে করিলে তুমি
চরণাভরণ ?

(অতীব করুণভাবে) ওঃ কি কষ্ট !

বিধি-হত মন্দবুদ্ধি একজনের দারাসুত
হইয়া বিক্রীত
সবিতারো শুভ্রমুখ এই কলঙ্কেতে ম্লান
হইল নিশ্চিত ॥

(মনস্থির করিয়া প্রকাশ্যে) প্রিয়ে !

সশিষ্য ব্রাহ্মণ এই
তব সেব্য জানিবে গো মনে ;

তাঁর পত্নীরেও তুমি
পরিচর্য্যা করিবে যতনে।
প্রাণেরে করিবে রক্ষা,
শিশুটীরে করিবে পালন;
যে আজ্ঞা করিবে দৈব
হবে তাই করিতে সাধন॥

শৈব্যা।—তাই করব।

(প্রস্থানোদ্যত হইয়া রাজাকে দেখিয়া বিহ্বল-চিত্ত)

বটু।—(সক্রোধে) এসো গো এসো, উপাধ্যায় অনেক দূর চলে গেছেন।

শৈব্যা।—(অনুনয়-সহকারে) একটু অপেক্ষা করুন—আমি নাথের মুখখানি ভাল করে' একবার দেখে নি।

রাজা।—(বিহ্বল হইয়া) প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও, ব্রাহ্মণের কষ্ট হচ্চে।

শৈব্যা।—(রাজাকে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে পরিক্রমণ)

বালক।—বাবা! মা কোথায় যাচ্চে?

রাজা।—(সখেদে) যেখানে তোর পিতার কলত্র দাসী হয়ে যাচ্চে সেইখানে।

বালক।—ওরে বটু! মাকে তুই কোথায় নিয়ে যাবি?

বটু।—(সক্রোধে) দূর হ, গর্ভদাস! (ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওন)

বালক।—(অধর-ভঙ্গী-সহকারে পিতা-মাতাকে দর্শন)

উভয়ে।—(সাশ্রু-লোচনে অবলোকন)

রাজা।—ওগো ব্রাহ্মণ! শিশুর অপরাধ ধরতে নেই—আপনার এরূপ করাটা ভাল হয় নি। (বালককে উঠাইয়া শির আঘ্রাণ ও আলিঙ্গন এবং বিহ্বল ভাবে)

ওরে বাছা! কোপ-ভরে
অধরোষ্ঠ করি' বিস্ফুরণ
দেখিছ কি এ পাপীর
মায়াহীন নিষ্ঠুর আনন?
মাংসাশী নিকৃষ্ট জীব
—নিজ বৎস প্রিয় নহে যার—
তারো তবু পত্নী প্রিয়,
আমি দেখ উভয়েরি বার॥

তবে এই চণ্ডালের পিছনে পিছনে কেন আস্‌ছিস্ বল্—তোর মায়ের সঙ্গে যা। (বিহ্বল হইয়া)

শৈব্যা।—নাথ! এই হতভাগিনীর উপর দয়া করে' মহর্ষি কি একটু কাজের শৈথিল্য করবেন না? (বালককে লইয়া পরিক্রমণ)

কৌশিক বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

কৌ।—আঃ! এখনও আমার দক্ষিণাটা দিলে না?

রাজা।—(শুনিয়া সভয়ে উঠিয়া) মহর্ষি! এখন এই অর্দ্ধেক গ্রহণ করুন!

কৌ।—আঃ! অর্দ্ধেকে কি হবে? যদি আপনি প্রতিশ্রুত দক্ষিণা আপনার দেয় মনে করেন, তাহলে সমস্তই দিন।

নেপথ্যে।—

ধিক্ তপে, ধিক্ ব্রতে, ধিক্ জ্ঞানে, ধিক্ তব
পাণ্ডিত্যে শোনো গো ব্রাহ্মণ!
হরিশচন্দ্রের যবে এই শোচনীয় দশা
করিলে গো তুমি সংঘটন॥

কৌ।—(শুনিয়া সক্রোধে) আঃ! কে আবার ধিক্ শব্দে আমাকে

তিরস্কার করচে? (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এই যে বিমানচারী বিশ্ব-দেবতারা এখানে উপস্থিত। (সক্রোধে কমণ্ডলু-জল স্পর্শ করিয়া শাপ-জল গ্রহণ করিয়া) ওরে আত্মজ্ঞান-বর্জ্জিত ক্ষত্রিয়-পক্ষপাতী ক্ষুদ্রেরা—তোদের ধিক্!

তোমরা যে পঞ্চজন —ক্ষত্রকুলে তোমাদের
হইবে জনম।
তবু দ্রোণাচার্য্য-সুত তোমাদের কুমারেরে
করিবে হনন॥

(পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) এই যে!

মম দৃষ্টিপাতে ওরা
ভয়ত্রাসে হইয়া কম্পিত
ঘণ্টানাদী রথ-হতে
ব্যোমগর্ভে হতেছে স্খলিত;
কিরীটের কোণগুলি
ধ্বজ-পটে আছে লগ্ন হয়ে,
কুণ্ডল পড়েছে খসি',
অধোমুখে এইরূপে ভয়ে
নভ-পথে ইতস্ততঃ
কে কোথায় পলাইছে ধেয়ে॥

রাজা।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া সভয়ে) অহো! এঁর কি তপঃ-প্রভাব! এই তপ-প্রভাব-বশতই হরিশ্চন্দ্র যে কষ্ট পাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! দেখুন মহর্ষি! আমার কথার আর অন্যথা হবে না

লহ এই অর্থ যাহা উপার্জ্জিনু বিকাইয়া
বনিতা তনয়;

বাকি অর্দ্ধ দিব আমি চণ্ডালের নিজ দেহ
করিয়া বিক্রয় ॥

কৌ।—(সক্রোধে) অর্দ্ধে কি হবে, প্রতিশ্রুত সমস্ত অর্থ একেবারেই দিতে হবে।

রাজা।—ওগো সাধুগণ! "কোন কার্য্য-অনুরোধে" ইত্যাদি।

চণ্ডাল-বেশে অনুচরের সহিত ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—(স্বগত)।

আমা হতে ত্রিভুবন হতেছে রক্ষিত,
সত্য করে মোরে রক্ষা ত্রিলোক-সহিত।
এ রাজার সত্য তাই পরীক্ষা করিতে
চণ্ডালের দেহ ধরি' এনু অবনীতে॥

(অনেকক্ষণ ধ্যান করিয়া সবিস্ময়ে) ধ্যান করে' দেখ্‌চি রাজর্ষি-হরিশ্চন্দ্রের সমতুল্য আর কেহই নাই। আচ্ছা, তাঁর কাছেই তবে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া প্রকাশ্যে) ওরে সারমেয়! অর্থের প্যাট্‌রাটা সঙ্গে নিয়েচিস্‌তো?

অনুচর।— মহত্তর! আপনি কি সুবর্ণাগার করবেন—না সুরা পান করবেন?

ধর্ম্ম।—ওরে! এ সব জিজ্ঞাসায় তোর কি প্রয়োজন? (পরিক্রমণ)

রাজা।—("কোন কার্য্য-অনুরোধে" ইত্যাদি। চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া সখেদে) হায় আমি কি হতভাগ্য! আমাকে কেহই কিন্‌তে চায় না?—হায়! আমার দশা কি হবে! (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

ধর্ম্ম।—(শুনিয়া দেখিয়া স্বগত) কি! এই মহাত্মা ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছেন? আচ্ছা এইরূপ করা যাক্ (ব্যস্তসমস্তভাবে নিকটে

আসিয়া প্রকাশ্যে) ওরে ওঠ্! আমিই তোকে কিন্‌ব—যে সুবর্ণ মূল্য চাচ্ছিস্, এইনে।

রাজা।—(সহর্ষে উঠিয়া) ওগো সাধু! আচ্ছা নিয়ে এসো ; (দেখিয়া সবিষাদে) বাপু! তুমি আমাকে কিন্‌তে চাচ্চ ?

ধর্ম্ম।—হাঁ, আমিই তোমাকে কিনতে চাচ্চি।

রাজা।— আচ্ছা, আপনি কে বলুন দিকি ?

ধর্ম্ম।—

সর্ব্ব শ্মশানের ওগো আমি অধিপতি,
দণ্ডাধ্যক্ষ পুরুষের সুবিশ্বস্ত অতি।
বধ্যস্থানে নিয়োজিত করেগো যাহায়
—জানিবে গো আমি সেই চণ্ডাল-মশায়॥

রাজা।—(আবেগ-ভরে নিকটে গিয়া কৌশিকের পদতলে পড়িয়া) মহর্ষি! প্রসন্ন হোন্—প্রসন্ন হোন্।

অঋণী হইব, বিপ্র! বরঞ্চ দাসত্ব তব
করিয়া স্বীকার ;
চণ্ডালের দাসত্ব করা দেখি নাই শুনি নাই
জীবনে আমার॥

কৌশি।—ধিক্ মূর্খ! তপস্বীরা নিজেই যে দাস ; তোমার দাসত্বে আমার কি কাজ হবে ?

রাজা।—(সানুনয়ে) মহর্ষি! যা আজ্ঞা করবেন, তাই করব।

কৌ।—শোনো বিশ্ব-দেবতারা শোনো! যা আমি আদেশ করব, তাই তুমি করবে ?

রাজা।—হাঁ; আমি করব।

কৌশি।—আচ্ছা তা হলে এই ক্রেতার নিকটেই আত্ম-বিক্রয় করে আমাকে দক্ষিণা-সুবর্ণ দান কর।

রাজা।—(বিহ্বল হইয়া স্বগত) ওহোহো! এখন উপায় কি? (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞে মহর্ষি। (চণ্ডালের নিকটে গিয়া) ওগো! স্বজাতি-শ্রেষ্ঠ! এই নিয়মে আমাকে ক্রয় কর।

চণ্ডাল।—কি তোমার নিয়ম?

রাজা।—শোনো :—

ভিক্ষান্নজীবী হয়ে তব স্পর্শ হতে দূরে
অবস্থিতি করিব গো আমি।
যহা যাহা আদেশিবে অবিচারে করিব তা
রথ্যাম্বর-ধারী ওগো স্বামি!

উভয়ে।—(সপরিতোষে) ওরে! আচ্ছা, এই নিয়মই ভাল; এই নে সুবর্ণ। (দূর হতে অর্পণ)

রাজা।—(গ্রহণ করিয়া সহর্ষে)

অঋণী হইয়া এবে ব্রাহ্মণের শাপ হতে
পেনু অব্যাহতি;
না হইয়া সত্যভ্রষ্ট চণ্ডালের দাসত্বও
শ্লাঘনীয় অতি॥

(কৌশিকের প্রতি সাম্নয়ে) মহর্ষি! এই সমস্ত ধন গ্রহণ করুন।

কৌশি।—(অপ্রতিভ হইয়া) সমস্ত ধনই দেবে?

রাজা।—(সানুনয়ে) মহর্ষি!—এই গ্রহণ করুন।

কৌশি।—(গ্রহণ করিয়া স্বগত) এর পর আমার আর কি বল্‌বার আছে?—এখন তবে যাই। (অপ্রতিভ ভাবে গ্রহণ)

রাজা।—(সবিনয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) মহর্ষি! আমার কাল-বিলম্বের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

কৌ।—আচ্ছা, মার্জ্জনা করলেম। (প্রস্থান)

রাজা।—(চণ্ডালের নিকট গিয়া) ওগো স্বজাতি-শ্রেষ্ঠ!—(এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া মুখ আবরণ) প্রভো! আজ্ঞা করুন এখন কি করতে হবে।

ধর্ম্ম।—(সপরিতোষে স্বগত) এমন কাজ করতে হবে যা' তুমি পূর্ব্বে কখন দেখনি, কিম্বা শোনো নি। (প্রকাশ্যে) ওরে! দক্ষিণ-শ্মশানে গিয়ে শবের বস্ত্রাদি অপহরণের জন্য রাত দিন জেগে থাক্‌তে হবে। আমি এখন স্বগৃহে চল্লেম।

রাজা।—যে আজ্ঞে প্রভু।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

দৃশ্য—রাজপথ।

সচিন্ত রাজা ও তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চণ্ডালদ্বয়ের প্রবেশ :

চণ্ডালদ্বয়।—আপনারা সরে' যান মহাশয়রা, সরে' যান ; ইনি বধ্য নন। তবে আর এখানে কি দেখ্‌চেন ? কি বল্‌চেন ?—কে ইনি, কোথায় বা এঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্চে—এই কথা জিজ্ঞাসা করচেন ? ইনি একজন তপস্বী, আমার প্রভু-মহাশয়ের কাছ থেকে বহু সুবর্ণ গ্রহণ করে' তাঁর দাসত্ব স্বীকার করেছেন, তাই রক্ষণ-কার্য্যের জন্য এঁকে দক্ষিণ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যাচ্চে।

রাজা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) কি কষ্ট ! আমার বিপদ-পরম্পরার আর শেষ নেই—উত্তরোত্তর আরও যেন দারুণ হয়ে উঠ্‌চে।

হইনু এখন আমি চণ্ডালের দাস,
করিতে হইবে ঘোর শ্মশানেতে বাস ;
শব-গাত্র হতে বস্ত্র
হরিতে হইবে অবিশ্রান্ত
ঘটায়ে বিপদ এত
তবু দৈব না হইল শান্ত ॥

(শোক-সহকারে) কথায় যে বলে, দুঃখের দ্বারাই দুঃখ অন্তর্হিত হয়, সে ঠিক কথা। পূর্ব্বে দক্ষিণার ঋণের জন্য আমার মহা দুঃখ উপস্থিত হয়েছিল—এখন আবার এই দুঃখে সেই দুঃখ তিরোহিত হ'ল। (বিহ্বল হইয়া)

কি নিমিত্ত করি শোক? —প্রজাগণ বন্ধুহারা
অনাথা বলিয়া?
—হইয়াছে ভৃত্যগণ অসহায়, সুবৎসল
প্রভু হারাইয়া?
প্রিয়া দ্বিজ-গৃহে দাসী তাই কিগো?—কিম্বা শিশু
বৎসের লাগিয়া?
কিম্বা চণ্ডালের গৃহে এপাপ-জীবন
দাসত্বে নিযুক্ত—তাই শোকের কারণ?
(স্মরণ করিয়া সখেদে)
দুরারাধ্য তপোনিধি বিশ্বামিত্রে কোনরূপে
প্রসন্ন করিনু যবে
শুধি' তাঁর ধার
অমনি বটুটা আসি' শিশুরে ফেলিল ঠেলি'
—দেখিনু সে অশ্রুময়
মুখানি তাহার;
তদবধি সেই দৃশ্য অন্তঃশল্য ব্রণসম
অন্তরে অন্তরে দহে
মোরে অনিবার॥

চণ্ডালদ্বয়।—আপনারা সরে' যান ইত্যাদি।

রাজা।—(চিন্তা করিয়া সখেদে স্বগত) ওহোহো! কি কষ্ট! যখন দেখ্‌লেম:—

গুরু-ভক্তি-বশে যবে হয়ে ত্বরান্বিত অতি
রোষে-রক্তবর্ণ-আঁখি সেই সে ব্রাহ্মণ
ভূমে নিক্ষেপিল বৎসে;— মাতার অঞ্চল ধরি'
কাঁদিতে লাগিল শিশু; দেবী গো তখন

অশ্রু-ছলছল-আঁখি কোনরূপে অশ্রু রুধি'
রহিল এ ক্রূর-পরে চাহি বহুক্ষণ ॥
(বিহ্বল হইয়া) হা দেবি !
যদি তুমি হও ওগো সূর্য্য-কুলোচিত বধূ
—শুভ্র চন্দ্রকুলে যদি তোমার জনম,
সুন্দরি ! কেমনে বল আমা হেন ভস্ম-স্তূপে
ঘৃতাহুতি-সম তুমি হইলে পতন ?
তা ছাড়া, রাজপুত্রি !
যে তুমি গো উপবনে নবমালিকার পুষ্পে
মালা গাঁথি হইতে গো শ্রান্ত,
সেই তুমি দাস্যবৃত্তি কেমনে করিবে বল
—অনভ্যস্ত তাহে যে নিতান্ত ॥
চণ্ডালদ্বয়।—ওরে ! দক্ষিণ শ্মসান কাছাকাছি হয়েছে, এইবার একটু তাড়াতাড়ি চল্।
রাজা—(দেখিয়া ধৈর্য্য-সহকারে) এই যে দক্ষিণ শ্মশান !
এই শকুনির দল সুদূর গগন-তলে
অভ্যস্ত মণ্ডল-গতি করি' শতবার,
পুচ্ছাগ্র তুলি ঊর্দ্ধে, নিশ্চল যুগল পক্ষ
স্থিরভাবে নভস্তলে করিয়া বিস্তার,
শব-মাংস-লোভবশে মুখ-গহ্বর হতে
বিগলিত লালা-রসে
চঞ্চুপুট করিয়া পূরিত,
শব-দেহ পরে আসি'
বেগ-ভরে হতেছে পতিত ॥
(নেপথ্যে কলরব)

রাজা।—(কর্ণপাত ও অবলোকন করিয়া) অহো! শ্মশানের কি ভীভৎস রুদ্রভাব!

এই শৃগালের দল কর্ণ-কটু প্রতিধ্বনি
উঠাইয়া করিছে চীৎকার।
যেন বধ্য-দুন্দুভির অশিব নিষ্ঠুর বাদ্য
ঘোর রবে ছায় চারিধার।
মড়ার মাথার খুলি তাপেতে ফুটিয়া উঠি'
তাহাতে মস্তিষ্ক সব হয় বিগলিত;
তাহে অভিষিক্ত হয়ে স্তিমিত জটিল-অগ্র
এইসব হুতাশন হয় প্রজ্জ্বলিত॥

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই শবও স্পৃহনীয় বলে' আমার এখন মনে হচ্চে। বাপু শব! সর্ব্বস্বাপহারী এই লোলুপ শ্বাপদকুল তোমার মাংস মনের সাধে উপভোগ করচে, তুমিই ধন্য।

মস্তকে বসিয়া কাক ঠোঁট দিয়া করে ভেদ
মুদিত নয়ন।
ওষ্ঠ-প্রান্তে বিনির্গত রসনাগ্র—শৃগাল তা'
করয়ে ভক্ষণ।
কুক্কুর করয়ে ছিন্ন উদরের অন্ত্রচয়,
গৃধ্রগণ তাহে ছিদ্র করে।
এই হিংস্র জীবগণ যা ইচ্ছা করেগো তাই
—শব ও গো! তোমার উপরে॥
অহো! এই শরীর কি অসার!
সেই কটি, সেই বক্ষ, সেই মুখ, সেই নেত্র
সেই ভ্রূদ্বয়

—সব্ই অপবিত্র এবে —রক্ত, বসা, মাংস-অস্থি
রস-লালাময় ;
—ভীরুদের ভয়প্রদ বিনীতাত্মা পণ্ডিতের
লজ্জার বিষয়।
তাই বলি, মূঢ় চিত্ত বিষয়ী অজ্ঞান !
কেন বৃথা এই দেহে ক্ষুদ্র অভিমান ?

চণ্ডালদ্বয়।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই তুঙ্গ-তরু-কুহর-বাসিনী ভগবতী চণ্ডী কাত্যায়নীকে প্রণাম করি। (তথা করণ)

চণ্ড-মুণ্ড-খণ্ডিনী মহিষাসুর মর্দ্দিনী
দেবি ওগো ! নমস্তে নমস্তে !
ভগবতি কাত্যায়নি গজ-চর্ম্ম-আচ্ছাদনি !
রক্ষ' মোরে চণ্ড শূল হস্তে ॥

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) অহো ! কাত্যায়নী দেখ্‌চি বিভৎস-উপচার-প্রিয়।

নির্‌মাল্য পচাধসা, মৃত-গো-মহিষ-কণ্ঠ-
বিলম্বিত ঘণ্টা কণ্ঠে ধরে ;
ঠন্‌ঠ্‌ঠন্ ঠন্‌ঠ্‌ঠন্ ঘোরতর শ্রুতিকটু
শব্দে তার শ্রবণ বিদরে।
পঞ্চাঙ্গুলি-রক্ত-রেখা- -আলপনা বিরচিত
তলদেশে যার
হেন তরু-স্তম্ভে বসি' বলি-লুব্ধ বায়সেরা
করিছে চীৎকার ॥
(অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া প্রণাম-সহকারে)
প্রেত-গতি-বিধায়িনি ! প্রেত-কায়া-বিলাসিনি !
—প্রিয় যার প্রেতের বিমান ;

প্রেতাস্থিতে আছ সাজি, ভৈরবী প্রেত-ভোজী
—তোমা আমি করিগো প্রণাম॥

(নেপথ্যে কলরব)

রাজা।—(শুনিয়া) অহো! দিবাবসান হওয়ায় বিহঙ্গেরা স্বনীড়ের জন্ত উৎসুক হয়ে, কলরব করতে করতে ঐ দেখ নানা দিক্ হতে উড়ে আস্‌চে। (পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি আশ্চর্য্য! দৈবগতি কেহই অতিক্রম করতে পারে না।

গগনাঙ্গনের দীপ এই সেই রবি
—কালরূপ ভুজঙ্গের শিখা-মণি-ছবি—
ক্ষণেক বাড়বানল মূরতি ধরিয়া
দীনভাবে জলধিতে পড়িছে ঢলিয়া॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে)

সন্ধ্যা সে বধ্যার সম
—অস্ত্রাঘাত-শোণিত-রঞ্জিত;
ম্লান সূর্য্যকর যেন
—স্বল্প অগ্নি চিতাগার-স্থিত;
নর-অস্থি, তারা-রূপে
বিকীরিত রহে নভস্তলে;
বিশদ নর-কপাল
সমুজ্জল—যেন ইন্দু জলে;
ঘন তমো ধূমজাল —নিশাচর রূপে যেন
ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায়;
অখিল জগৎ হ'ল কাল-কপালিকের এ
লীলা-ভূমি শ্মশানের প্রায়॥

চণ্ডালদ্বয়।—(দেখিয়া) এই যে!

বধ্য স্থানে বধ্য যথা করয়ে গমন,
তথা অস্ত যায় এবে জ্বলন্ত তপন ;
চণ্ডালের দল যথা আসে বধ্য-স্থানে
—সেইরূপ তমোজাল হেথা আসি' নামে॥

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া অশ্চর্য্যের সহিত) এই শ্মশান-বৃক্ষগুলি এখন অতি গম্ভীর ভীষণ ভাব ধারণ করেছে।

উড়ি' আসি' তরুস্কন্ধে বিশাল কোটর-দ্বারে
পেচকেরা করিছে কূজন ;
পাখা-নাড়া দিয়া গৃধ্র করিয়া অস্ফুট রব
তরু-শিরে করে আগমন ;
শাখা-অগ্রে লম্বমান গলদজ শবদের
ঘন ঘোর বসা-গন্ধ করিয়া আঘ্রাণ,
শ্বসিয়া অনল-শিখা শৃগাল ক্রন্দন-রবে
ছাইতেছে সমস্ত এ ভীষণ শ্মশান॥

একজন।—(জনান্তিকে) ওরে! এই দক্ষিণ-শ্মশানে নানা প্রকার বেতাল আছে, আয়, শীঘ্র এখান থেকে যাওয়া যাক।

অন্ত।—চল আমরা যাই।

উভয়ে।—(প্রকাশ্যে) ওরে, প্রভুর এই আজ্ঞা, তুই এই শ্মশানে ঘুরে ঘুরে বেড়াবি, আর এখানে থেকে সাবধানে কাজকর্ম্ম করবি।

রাজা।—(সহর্ষে) প্রভুর যা আদেশ তাই করা যাবে।

(নেপথ্যে কলরব)

চণ্ডালদ্বয়।—(সভয়ে) মাগো! কি ঘোর নৈশ কলরব! এইবার আমরা পালাই।

(প্রস্থান)

রাজা।—(স্তম্ভিতভাবে পরিক্রমণ করিয়া ও দেখিয়া) অহো! এই শব-স্থান কি বীভৎস-দর্শন!

পুরানো কূপের সম
গোলাকার কোটর-নয়ন;
ক্ষুদ্র মাথা, উচ্চ নাসা,
বক্র দন্ত, বিকট বদন;
শিরাময় জঙ্ঘাদ্বয়, বৃক্ষের কোটর-সম
নিম্ন উদর।
শিরাচ্ছন্ন সন্ধি-স্থান —হেন প্রেতগণ-বপু
অতি ভয়ঙ্কর॥

(সকৌতুকে অবলোকন করিয়া) অহো! এই পিশাচেরা ক্রীড়া-কলহেও খুব পটু দেখচি।

প্রেত-মাঝে কোন জন পিইতেছে ঘন রক্ত
অন্য-হতে চষক কাড়িয়া;
জ্বলজ্জিহ্ব অন্য প্রেত পর-বক্ত্র-বিগলিত
রক্ত পিয়ে চাটিয়া চাটিয়া।
শোণিতের কণা যাহা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ি'
ভূতলে গড়ায়
দীর্ঘ-গ্রীব প্রেত এক করে তাহা আস্বাদন
দীর্ঘ রসনায়॥

(সকৌতুকে অবলোকন করিয়া বিস্মিত)
মূর্খদের পরিহাসের ন্যায় এই পিশাচদেরও কেলি-কৌতুক দেখে চিত্ত-মাঝে বিরুদ্ধ রসের সঞ্চার হয়।

কিবা সে মধুর মৃদু অঙ্গ-ভঙ্গী কামিনীর
—কটাক্ষ সুন্দর;

আর কিবা এই রুদ্র প্রলয়ের উল্কা-দ্যুতি
দৃষ্টি পরস্পর ;
কিবা এই সুবিকট দন্তে দন্তে সংঘট্ট
জ্বলিত অনল সম চুম্বন-নিয়ম ;
কিবা গাঢ় আলিঙ্গন —ঠকাঠ্‌ক ঠকাঠক্
পঞ্জরে পঞ্জরে ঠেকি' শবদ বিষম ॥

(সদয় ভাবে অবলোকন করিয়া) ধিক্ । এ দৃশ্য বড়ই বিভৎস !

চিতানল হতে মুণ্ড আকর্ষিয়া, সাধ করি'
তার মাঝে বাহু-অস্থিখানা,
ঠাণ্ডা করিবার তরে ফুৎকারি' প্রলয়-বায়ে
গ্রাসয়ে সে মুণ্ড এক দানা ।
আনন দগধ হয়
খাইতে গিয়া তা' লোভ-বশে ;
সহিতে না পারি তাপ
উগরিয়া ফ্যালে অবশেষে ॥

(স্মরণ করিয়া) এদের দেখবার জন্য কুতূহলী হয়ে আর কি হবে ? এখন তবে প্রভুর আদেশ-মত শ্মশানের চারিদিকে ভ্রমণ করা যাক্ । (পরিক্রমণ করিয়া দেখিয়া) অহো ! নিশীথিনীর কি গভীর গাম্ভীর্য্য !

মুষ্টি-গ্রাহ্য অন্ধকার চারিদিকে দিগ্বিভাগ
করেছে বিলোপ ;
চরণ স্খলন হয় বিষম ভূমির পরে,
দৃষ্টি-হারা চোখ্ ।
নাহি অন্য কোন বর্ণ, অঞ্জনের গিরি হতে
অঞ্জন গলিত যেন বৃষ্টির ধারায় ;

চারিদিকে একতানে একটি নীলিমা ঘোর
বিরাজ করয়ে যেন নিজ মহিমায়॥

আচ্ছা, উচ্চৈঃস্বরে একবার আমি ডাক দিয়ে দেখি। কে আছ গো এখানে? শ্মশানাধিপতি আমার প্রভুর এই আদেশ, তোমরা সবাই শোনো :—

আমারে না জানাইয়া,
মৃতের কম্বল নাহি দিয়া,
কেহ না করিতে পাবে
শ্মশান-উচিত কোন ক্রিয়া॥

তাই আজ হতে :—

যাহা বলিলাম আমি অবস্থিত হয়ে হেথা
তোমরা গো করিবে পালন;
না পারি সহিতে আমি প্রভুর আদেশ যদি
একটুকু হয় ব্যতিক্রম।
চতুর্মুখ, দেবরাজ, বরুণ পবন-সম
থাকুক না যে কেন হেথায়,
তথাপি হইয়া তার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বি
এই বাহু যুঝিবে তাহায়॥

এ কি! কেহই যে উত্তর দেয় না। আচ্ছা, অন্যত্র গিয়ে বলি। (পরিক্রমণ করিয়া) কে আছ গো এখানে?

নেপথ্যে।—আমি আছি গো।

রাজা।—(স্থৈর্য্য-সহকারে) এই যে, উত্তর দিচ্চে। আচ্ছা এই শব্দের অনুসরণ করে' জানা যাক্ লোকটা কে। (পরিক্রমণ করিয়া নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এ কে?

খট্টাঙ্গ ধারণ করে,
ভস্মে অঙ্গ হয়েচে রঞ্জিত ;
নর-অস্থি-অলঙ্কারে
রমণীয় কান্তি উদ্ভাসিত ;
করে শোভে নৃ-কপাল
নৃ-কঙ্ক শোভে শিরদেশে ;
সাক্ষাৎ কি ভূতনাথ
আইলেন হেথা নিজ বেশে ?

(কাপালিক বেশে ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম।—আমি গো আমি।
অযাচিত-ভাবে আসি'
লোক-দ্বারে করি ভিক্ষাবৃত্তি,
নিস্তরঙ্গ পঞ্চেন্দ্রিয়
এবে মোর হয়েছে নিবৃত্তি।
সংসার মহাশ্মশান
—তাহারে গো করি' বিসর্জ্জন,
বীভৎস শ্মশানে এই
এবে দেখ করি বিচরণ ॥

(চিন্তা করিয়া) সেই ভগবান রুদ্র মহাব্রত সাধন করে' উচিত কাজই করেচিলেন। সংসার-বন্ধন-হীন স্বেচ্ছাচারীদের এই একমাত্র পবিত্র উৎকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু :—

দিনে একবার ভিক্ষা, এক তপ, এক ক্রিয়া
—সহজ সে সব ;
কিন্তু গো আত্মার মাঝে অদ্বৈত আত্মারে দেখা
সেইতো দুর্লভ॥

(চারিদিক অবলোকন করিয়া আশঙ্কার সহিত স্বগত)

আমা হতে হয় রক্ষা এসব ভুবন ;
ভুবনে, ও মোরে সত্য করয়ে রক্ষণ।
পরীক্ষিতে এ রাজার সত্য,সবিশেষ
আইনু হেথায় আমি ধরি' এই বেশ ॥

(চিন্তা করিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) আশ্চর্য্য! শোকগ্রস্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র দুঃখ-পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথবা, মহাত্মাদের প্রকৃতিই এইরূপ। কেননা :—

সুখ কিম্বা দুঃখ, কিম্বা সেই মত কোন বস্তু
নিয়ত কি আছে এ জগতে ?
বিবেকের ধ্বংশ-হেতু সুখ-দুঃখে বিজড়িত
হয় লোকে জীবনের পথে।
মহাত্মা-লোকের হেথা আছে কোন মনোবৃত্তি
সর্ব্ব-বিজয়িনী
—যাতে সুখে সুখ বোধ কিম্বা দুখে দুঃখ বোধ
না হয় কখনি ॥

আচ্ছা, তাঁরই নিকটে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া ও দেখিয়া শ্লাঘা-সহকারে) এই যে সেই মহাত্মা—এইবার নিকটে যাই। (তথা করিয়া) রাজন্! সফল-মনোরথ হোন্!

রাজা।—আপনি দেখচি একজন কঠোর-ব্রতী নিষ্ঠাচারী সাধু—আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করি।

কাপালিক।—আপনার নিকটে আমি ভিক্ষার্থী হয়ে এসেছি।

রাজা।—(লজ্জিত)

কাপা।—লজ্জিত হয়ো না ; যোগ-দৃষ্টিতে আমি তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত

অবগত আছি। তথাপি এরূপ অবস্থাতেও তোমার অভীষ্ট দানে দারিদ্র্য নাই জান্‌বে। দেখ :—

সাধুগণ সাধ্যমত যে-কোন-প্রকারে করে
পর-উপকার, পর-হিত ;
অমাবস্যাতেও ইন্দু বনস্পতিরে কভু
রসদানে না করে বঞ্চিত ॥

তাই বল্‌চি, মনোযোগ দিয়ে শোনো।

রাজা।—বলুন, আমি মন দিয়ে শুন্‌চি।

কাপা।—

গুটিকা, অঞ্জন, বজ্র, দৈত্যাঙ্গনা, রসায়ন
ধাতু-বাদ আছে বিধি যত
—সে সব বেতাল-সিদ্ধি শোনো ওগো মহারাজ,
আছে মোর করতলগত।
তাই বলি, দেখ ভাবি' বিঘ্ন-আচ্ছাদনে যেন
এ সমস্ত না হয় আবৃত ॥

অতএব, যাতে বিঘ্ন-সকল দূর হয় তাই আপনি আদেশ করুন।

রাজা।—দেখুন সাধক! যোগ-বলে আপনি তো জানেনই, আমার এ শরীর আমার অধীন নয়; তাই, যে কাজ আমার প্রভুর স্বার্থ বিরোধী নয়, সেই কাজই আমি করতে পারি।

কাপা।—রাজন্! এ কাজে এমন কি আছে যা আপনার প্রভুর স্বার্থ বিরোধী? দেখুন, আপনার আজ্ঞামাত্রেই আমার অভীষ্ট সাধ হতে পারে। এই স্থানের অনতিদূরে সিদ্ধরসের একটি মহানি আছে, সেইটি হস্তগত করবার জন্যই আমার এই উদ্যোগ। আপ এখানে সতর্ক হয়ে থাক্‌বেন, দেখ্‌বেন যেন বিঘ্ন-গুল এসে আম কাজের অন্তরায় না হয়। (প্রস্থা

রাজা।—(সগর্ব্বে চারিদিকে পরিক্রমণ করিয়া) দূর হ বিঘ্নেরা, আমাদের এই পরিসরের মধ্যে তোরা কখনই আস্‌তে পারিবিনে।

নেপথ্যে।—যে আজ্ঞা রাজন্!

স্বয়ম্বরা শ্রেয় বিদ্যাগণ
হইয়াছে আজি মুক্তদ্বার,
সিদ্ধিগণ দিবে যাহা চাও;
কে লঙ্ঘিবে আদেশ তোমার?

রাজা।—(সহর্ষে) কি আশ্চর্য্য! বিঘ্নেরা আমার কথা শুন্‌লে যে দেখ্‌চি; কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!

বিমানচারী বিদ্যাগণের প্রবেশ।

বিদ্যাগণ।—(সহসা নিকটে আসিয়া) রাজন্! হরিশ্চন্দ্র! তোমার কি সৌভাগ্য!

কৌশিক দারুণ মুনি যাহাদের তরে তিনি
করিলেন তব প্রতি ক্রূর আচরণ
সেই বিদ্যাগণ মোরা —তব বিপদের মূল—
হইয়াছি উপস্থিত হেথায় এখন॥

রাজা।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) কি?—বিশ্বামিত্রের মত উগ্রতপা ঋষিও যাঁদের বশ করতে পারেন নি, সেই ভগবতী ত্রিবিদ্যা কি এঁরা? (প্রকাশ্যে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) নমস্কার, ত্রিলোক-বিজয়িনী বিদ্যাদের নমস্কার!

বিদ্যাগণ।—রাজন্! আমরা আপনার অধীন, যা ইচ্ছা আমাদের আজ্ঞা করুন।

রাজা।—ভগবতিগণ! যদি আমাকে আপনাদের অনুগ্রহ-পাত্র বলে' মনে করে' থাকেন, তা হলে আমার প্রার্থনা, আপনারা কৌশিকের

নিকটে গিয়ে উপস্থিত হোন্; তা হলে মুনির নিকটে আমি নিজেকে নিরপরাধী বলে' সমর্থন করতে পারব।

বিদ্যাগণ।—(সবিস্ময়ে পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিয়া) রাজন্! তাই হোক্।

সিদ্ধি-রসনিধি স্কন্ধে লইয়া, বেতালগণকর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া কাপালিকের প্রবেশ।

কাপালিক।—(সহসা নিকটে আসিয়া) রাজন্! এই সিদ্ধিরস-মহানিধি আপনি সৌভাগ্যক্রমে লাভ করেছেন। অতএব, ভগবান রসেন্দ্রকে এখন আপনার কাজে লাগান।

যাহার প্রয়োগমাত্রে
এড়াইয়া মরণের হাত
অমর-লোকের মার্গ
অনায়াসে পাইয়া অচিরাৎ
সিদ্ধগণ বিচরণ
করে সেই মরু-শিরোপরি
যেথা প্রস্ফুটিত হয়
ইষ্ট-কল্প-দ্রুমের মঞ্জরী॥

রাজা।—না না, এ দাসব্রতের বিরুদ্ধ; এতে প্রভু বঞ্চিত হতে পারেন।

কাপা।—(সবিস্ময়ে স্বগত) অহো আশ্চর্য্য! আচ্ছা তবে এইরূপ বল যাক। (প্রকাশ্যে) তা যদি হয়, তা হলে সকলত্র দাসত্ব মোচনে মূল্য-স্বরূপ এই মহানিধিটি আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা।—তা কিরূপে হবে? কেননা, শাস্ত্রকারেরা দাস-ভাবকে ধন সম্পর্ক-হীন বলে' মনে করেন। তবে, এ ধন প্রভুর নিমিত্ত গ্রহ করা যেতে পারে—সেই জন্যই পরিত্যাগ করা উচিত নয়। আপনা যদি মত হয়, তা হলে প্রভুর জন্য এই গুপ্ত ধন আমি গ্রহণ করি

কাপা।—(সবিস্ময়ে স্বগত) অহো! কি ধৈর্য্য, কি জ্ঞান, কি মহানুভাবকতা! অথবা :—

বিচলিত হয় গিরি যুগান্ত-প্রলয়-বায়ে
হইয়া তাড়িত;
ধীরের অটল মন কষ্টে পড়িয়াও তবু
নহে বিচলিত॥

অতএব, আমার পুনঃ পুনঃ বলাতেও কোন ফল হবে না। (প্রকাশ্যে বেতালের প্রতি) বাপু! যাও, এই রাজার অভীষ্ট সাধন কর।

বেতাল।—(প্রণাম করিয়া) যে আজ্ঞে সাধক।

(প্রস্থান)

কাপা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) রাত্রি প্রায় প্রভাত হ'ল। এইবার তবে সাধন করা যাক্।

রাজা।—দেখুন সাধক এই দীন জনের প্রস্তাবটা যেন স্মরণ থাকে।

কাপা।—রাজন্! দেবতারা তোমার প্রস্তাব স্মরণে রাখ্‌বেন।

(প্রস্থান)

রাজা।—(পূর্ব্বদিক অবলোকন করিয়া প্রসন্ন ভাবে) এই যে!

ঘন তম ভেদ করি', প্রাতঃসন্ধ্যা অরুণেরে
পুরোভাগে করিয়া স্থাপন,
ঐ দেখ সূর্য্যদেব জগৎ-হিতের তরে
পূর্ব্বদিকে উদিছে এখন॥

আমিও তবে ভগবতী ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হয়ে প্রভুর আদেশ-অনুযায়ী কাজ করি।

(প্রস্থান)

ইতি শ্মশান-চরিত নামক চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

বিকৃত মলিন বেশে রাজার প্রবেশ।

রাজা।—(হতাশ ভাবে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) ওঃ! কি কষ্ট, কি কষ্ট!

শত্রুতা মুনিবরের, সুহৃদ্‌গণের ত্যাগ,
দারাপুত্রের বিক্রয়,
দাসত্ব এ চণ্ডালের —দুর্ব্বার পাপের ফল
এ সকল নিশ্চয়।
মূঢ়-আত্মা ক্রূর আমি এই সব ফল ভুগি
যে পাপের লাগি,
না জানি গো সেই পাপ কি ঘোর দারুণ, আহা!
তাই আমি ভাবি॥

(বিহ্বল-ভাবে) অহো! ভবিতব্যতা কি বলবতী! কেননা :—

ক্রুদ্ধ মুনি বিশ্বামিত্র
—তাঁর সেই কোপের প্রভাবে
নতগ্রীব হয়ে আমি
হারাইনু রাজ্য-লক্ষ্মী আগে;
পরে মুনি দয়া করি'
না লইলা যেই তিন নিধি
—সেই দারা, পুত্র, আত্মা
হরিল গো এ নিষ্ঠুর বিধি॥

(চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিহ্বল ভাবে) আহা !

কৃশাঙ্গী প্রেয়সী মোর বিধুরা হইয়া
প্রতি নিশি করে শোক আমার লাগিয়া ;
কি দিয়া দাসত্ব মোর করিবে মোচন
অনুদিন করে সে গো তাহারি চিন্তন ;
মিলনের আশে শুধু বেঁচে আছে প্রাণে,
এ মোর চণ্ডাল-দশা সে তো নাহি জানে ॥

শত-ধাত্রী কোলে লয়ে পারিত না করিতে গো
প্রশান্ত যাহায়
—সেই তুই কেমনে রে অকাতরে নিদ্রা যাস্
লুটায়ে ধরায় ?
শত নৃপ যার আজ্ঞা আনন্দিত মনে সদা
করিত পালন
—সেই তোরে আজ্ঞা করে এবে কিনা শাস্ত্রবিৎ
যত বটুগণ ॥

(অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া করুণভাবে)

এ মোর মস্তকোপরি সমস্ত বিপদ কেন
হোক্‌না পতন ;
আমি তো গো করিয়াছি সাদরে তাদের সবে
স্বাগত ভাষণ।

কার্য্য করি' সুস্থ মনে যাহারা গো আছে,
বিপদ সম্পদ তুল্য তাহাদের কাছে।
তোর লাগি ওরে বৎস এই দুঃখ আজ
—অঙ্কশায়ী শিশু তুই, না করিলি কাজ,

অথচ নিষ্ঠুর দৈব সর্পের মতন
অহেতু সহসা তোরে করিল দংশন ॥

(আশঙ্কার সহিত)
হউক পাপের শাস্তি —বাছাটির অমঙ্গল
হোক্ প্রতিহত ;
কিছু না করিল তবু ঘটালে এ দশা তার
নিষ্ঠুর বিধাত !
(বামাক্ষি ও দক্ষিণ বাহু স্পন্দনে হরষিত হইয়া)
নাচে মোর বাম চক্ষু দক্ষিণ এ বাহু মোর
হতেছে স্পন্দন।
বিপদ সম্পদ মোর উভয়ি ইহাতে যে গো
হতেছে সূচন ॥

(চিন্তা করিয়া) অথবা, বিপদ সম্পদের চিন্তা করে' আর কি হবে ? দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র দুই পর্য্যাপ্তরূপে ভোগ করেচে।

অতঃপর যে বিপদ
সেই তো গো সম্পদ আমার ;
মরণই তো এবে মোর
পাপ-মুক্তি-সম্পদ-দুয়ার ॥

তাড়াতাড়ি চণ্ডালের প্রবেশ।

চণ্ডাল।—ওরে ! পুত্রের—

রাজা।—(আশঙ্কার সহিত) বাপু ! পুত্রের কি হয়েছে ?

চণ্ডাল।—ওরে ! যেখানে প্রিয় পুত্রের পাশে শুয়ে একজন স্ত্রীলোক পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করতে করতে করুণস্বরে রোদন করচে, সেইখানে

শীঘ্র গিয়ে তার শুষ্ক কম্বলটি হস্তগত কর্‌গে। আমি এখন প্রভুর কাছে যাচ্চি।

(প্রস্থান)

রাজা।—(পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।—যাদুরে! বাছারে! তুই কোথায় গেলিরে?—উত্তর দে।

রাজা।—(শুনিয়া সকরুণ ভাবে) ওহোহো! কি দারুণ বিলাপ!

বিহ্বলভাবে শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা।—যাদুরে! বাছারে! তুই কোথায় গেলিরে?—উত্তর দে। পিতার মত তুইও কি এই হতভাগিনীকে ত্যাগ করে গেলি? এই কি তোর উচিত? (মূর্চ্ছা)

রাজা।—(শুনিয়া দেখিয়া বিহ্বলভাবে) কি?—এ হতভাগিনীও স্বামী-পরিত্যক্তা? অহো! সর্ব্বত্র সর্ব্ব-প্রকারেই হতবিধির নির্দ্দয়তা!

শৈব্যা।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া) সে কি এইখানে আছে?—কোথায় গেল আমার বাছা? (দেখিয়া পরিক্রমণ করিয়া) কেন রে বাছা আমার সঙ্গে কথা কচ্চিস্‌ নে? আমি এখানে একাকিনী, আমার বড় ভয় কচ্চে। দেখ্‌চিস্‌ নে, এ একটা মহাশ্মশান? (উন্মাদ-সহকারে) কি বল্‌চিস্‌? উপাধ্যায়ের জন্য ফুল তুল্‌তে গিয়ে কোটর থেকে বেরিয়ে একটা কাল-সাপে কাম্‌ড়েচে? (সভয়ে) কোথায় সেই কাল-সাপ?—আমাকে কেন কাম্‌ড়ায় না? (চারিদিকে অব-লোকন করিয়া) মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা।—কোথায় এখানে কাল-সাপ? (উপবেশন করিয়া করুণভাবে) ওঠ্‌রে যাদু ওঠ্‌! উপাধ্যায়ের অচ্ছিন্ন বিল্বপত্রগুলি নিয়ে আয়। তাঁর হোমের সময় পেরিয়ে যাচ্চে—সকল ব্রহ্মচারীদেরই ফিরে আস্‌বার এই সময়। কি?—(উঠাইতে উদ্যত হইয়া আবেগ-সহকারে) তবে কি তুই

আমাকে ফেলে দূরে চলে গেচিস্? হায় আমার কি হবে! আমার সর্ব্বনাশ হল রে! (মূর্চ্ছা)

রাজা।—(বিহ্বল হইয়া) কি কষ্ট! কি কষ্ট! এই কথাগুল নিষ্ঠুর বিধাতারও দুঃশ্রাব্য।

শৈব্যা।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিরস্কার-সহকারে) হা নাথ! দেখ, এই কোলের বাছার কি দশা হয়েচে। তোমার দেখ্‌চি মায়া-মমতা কিছুই নেই; নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি এখন কোথায় আছ বল দিকি? তুমি আমাকে এই আদেশ করেছিলে যে, "দেখো, বালকটিকে সযত্নে পালন কোরো"—আমি পাপীয়সী সে কথা কৈ আর রক্ষা করতে পাল্লেম?

রাজা।—(সবিশেষ করুণভাবে) অহো! এই বিলাপ কি মর্ম্মস্পৃক্!

শৈব্যা।—(পুত্রের প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ও দেখিয়া) বাছা রে! এই তোর চাঁদ-পারা উজ্জ্বল কপালটি, এই তোর সেই ধারে-ধারে-লাল স্নিগ্ধ পক্ষ্মল ধবল চোখ্ দুটি, এই তোর সেই সুগঠিত অস্থি-বদ্ধ কঠিন প্রশস্ত বক্ষ; তবে এই শরীরে পোড়া বিধি কিসের অলক্ষণ দেখ্‌লেন? আর আমার সেই সত্যব্রত নাথের চরিত্রে ও আমার চরিত্রেই বা কি দোষ দেখ্‌লেন? তবে দেখ্‌চি ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারেই অমূলক, লক্ষণাদি অপ্রামাণ্য, বিজ্ঞান-বেত্তারা মিথ্যাবাদী। কেননা, গণৎকারেরা—সামুদ্রিক-বেত্তারা আমাকে কতবার বলেছে, তোমার এই পুত্র বংশধর হবে, দীর্ঘায়ু চক্রবর্ত্তী রাজা হবে; তা, এই হতভাগিনীর কপাল-দোষে সবই যে মিথ্যে হল।

রাজা।—(আশঙ্কার সহিত) কি? আমার সম্বন্ধে কি কিছু বল্‌চে? (ভাল করিয়া দেখিয়া সাশ্রু-লোচনে) একি এ!

মস্তকটি ছত্রাকার প্রশস্ত ললাট-দেশ
নয়ন বিস্তৃত;

চক্রাঙ্কিত পদদ্বয়, করে পদ্ম-চিহ্ন, বাহু
আজানুলম্বিত ;
দেহ-মধ্য ক্ষীণ অতি সুবিশাল বক্ষস্থল,
স্থূল কটি, সংকীর্ণ উদর ;
নিশ্চয় গো এই শিশু নৃপ-কুলাঙ্কুর হবে,
— রাজ-চিহ্ন দেখি যে বিস্তর ॥

(স্মরণ করিয়া বিহ্বলভাবে) আমার রোহিতাশ্বেরও তো এইরূপ বয়স, তাই আমার হৃদয়ে শঙ্কা হচ্চে।—না না, তা কখনই নয়।

শৈব্যা।—(তিরস্কার-সহকারে আকাশে) মহর্ষি কৌশিক! তোমার মনস্কামনা এখন পূর্ণ হ'ল।

রাজা।—(আবেগ-সহকারে) কি ?—মহর্ষি কৌশিককে তিরস্কার করচে ? কেন তবে পরস্ত্রী বলে' সন্দেহ করৃচি? এ নিশ্চয়ই শৈব্যা। (অনেকক্ষণ দেখিয়া করুণভাবে) না, আর কোন সন্দেহই নেই। কেননা ;—

সেই করুণার্দ্র-বাণী বিস্ময় হলেও যাহা
ঈষৎ গম্ভীর ;
সেই সে ভ্রমর-নীল কুটিল লুলিত কেশ
শোভে ওই শির ;
সেই কৃশ অঙ্গুলি সহসা দেখিলে যাহা
অতি কষ্টে হয় অভিজ্ঞান ;
সেই কান্তি, যথা কোন পুরাণো মলিন চিত্র
রেখামাত্রে হয় অনুমান ॥

হা বৎস রোহিতাশ্ব! কোথায় তুমি ? উত্তর দেও। (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন, পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া রোহিতাশ্বের মুখ অবলোকন করিয়া)

হায় আমি কি হতভাগ্য! এর শৈশবের দন্তোদ্গমের সময়টা আমার মনে পড়চে।

মঙ্গল গুগ্‌গুল দিয়া রচিত হইত এর
আলুলিত সূক্ষ্ম জটাবলি;
মুখটি শোভিত যেন মধুপ-দলিত পদ্ম
—এবে সেই দ্যুতি গেছে চলি॥

হা বৎস রোহিতাশ্ব! সূর্য্যকুল-নবপল্লব! হা হরিশ্চন্দ্র-হৃদয়নন্দন! কুপিত কৌশিকের দক্ষিণা ঋণ পরিশোধের তুই তোরে প্রধান পণ্য!

যজ্ঞ-কার্য্যে না করিলে দেবের তর্পণ,
ধন আদি না করিলে অর্থীরে অর্পণ,
কুলোচিত সুখ ভোগ না হল তোমার,
যশের সৌরভ তব না হল বিস্তার;
ক্ষার-ভূমি-স্থিত বট-বীজের সমান
নিষ্ফল হইয়া চলি' গেলে স্বর্গধাম॥
মস্তক না হ'ল তব
সুপবিত্র অভিষেক-নীরে
—দানে হস্ত,—পদদ্বয়
অরপিয়া শত্রুজন-শিরে;
বাহু তব না হইল কিণাঙ্ক লাঞ্ছিত ওরে
টানি' ধনুর্গুণে,
প্রতিপদ-চন্দ্রসম হইয়া উদয় হ'লি
বিলুপ্ত গগনে॥

(চিন্তা করিয়া) এখন দেবী বিলাপ কচ্চেন, এখন কি ওঁর নিকটে গিয়ে আত্ম-পরিচয় দেব? না, হতভাগিনী এখন পুত্র-শোকে দগ্ধ

হচ্চেন, এখন আমার দশা-বিপর্য্যয়ের কথা ওঁর কাছে প্রকাশ করে' ওঁকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। (আপনাকে অবলোকন করিয়া) দুরাত্মা হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র!—এখনও কেন তোর মরণ হচ্চে না? এর পর আরও না জানি কি দেখ্‌তে হবে। (মূর্চ্ছিত হইয়া পরে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া) দুরাত্মা, হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র! এখনও যখন এই দগ্ধ প্রাণ বিসর্জ্জন করচিস নে, তবে কি আত্মঘাতীর নরক হতে আপনাকে রক্ষা করতে ইচ্ছা করচিস্‌?—ধিক্‌ মূর্খ!

বরঞ্চ গো "অন্ধ-তম"
নরকেতে হইব মগন,
পুত্র-মুখ ইন্দু যদি
নাহি পুন হয় গো দর্শন॥

অপিচ:—

অন্ধ-তম, আর সেই ভইরব পূয-বীচী,
ভয়ঙ্কর অসিপত্র-বন;
রউরব, শালমলী— এই সব নরকেও
নাহি হয় যন্ত্রণা তেমন
—তনয়-বিয়োগ-শোকে সুতীব্র যন্ত্রণা হৃদে
অবিরত হয় গো যেমন॥

আর বিলম্ব করে' কি হবে। আচ্ছা তবে ভাগীরথীর ধারে গিয়ে এই পুত্র-শোকানল নির্ব্বাণ করি। (ধীরে ধীরে পরিক্রমণ, পরে স্মরণ হওয়ায় সভয়ে) ওহো! আমি যে নিতান্ত পরাধীন, সে কথা ভুলে গিয়েছিলেম। (চিন্তা করিয়া বিহ্বলভাবে) ওঃ! কি কষ্ট কি কষ্ট!

ধন্য গো স্বাধীন জন, মরণে পায় সে শান্তি
—দুঃখের নির্ব্বাণ;

আত্মবিক্রয়ী যে পাখী স্বাধীন নহিক হয়
ত্যজিয়াও প্রাণ॥

(বিহ্বলভাবে) হায় ! আমি কি হতভাগ্য, আমার সে আশাও নাই।

ধৈর্য্যই এ দুঃখের
এক মাত্র ঔষধ উত্তম ;
অধোগতি হবে, যদি
প্রভু-আজ্ঞা করি অতিক্রম॥

(আত্ম-সংযম পূর্ব্বক) এখন তবে এই হৃদয়ের অসহ্য শোকাগ্নি বিবেক-বারিতে নির্ব্বাণ করে' প্রভু-আজ্ঞা পালন করি।

কেননা :—

অনাদি সে ব্যক্ত মধ্যে —অব্যক্ত আদি অন্তে
জানিবে গো বিভ্রমের বশে :
এই যে জগৎ দেখ— পঞ্চত্ব প্রকৃতি তার
—পঞ্চরূপে গঠিত হয় সে।
সংসার অর্ণবের বীচি-ভঙ্গ প্রবাহের
উর্ম্মিদল সম
জনিবে গো এই সব পুত্র কলত্রাদির
বিয়োগ মিলন।
জ্ঞানী জন, মোহ-ছড়া না জানেন অন্ত কোন
শোকের কারণ॥

শৈব্যা।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) এই পোড়া প্রাণ কেন এখন আমাকে ত্যাগ কর্‌চে না ? (অশ্রু মোচন করিয়া) আচ্ছা তবে এই শ্মশান-তরুতে আপনাকে বন্ধন করে' আত্মহত্যা করি।

রাজা।—(দেখিয়া ভয়-ব্যস্ত হইয়া) ওহোহো! আবার যে একটা ঘোর বিপদ্ উপস্থিত। আমি কি হত্যভাগ্য! এখন তবে আমি কি করি? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তবে এইরূপ বলি—(অন্ত দিকে গিয়া)—"ধন্য গো স্বাধীন জন" ইত্যাদি।

স্বকর্ম্ম-বিচিত্র-ফলে পরলোকে ভিন্ন পথে
হেথা হতে লোক সবে
করয়ে প্রয়াণ।
পরলোক-তত্ত্বজ্ঞেরা তাই ত্যজি' ভব-মায়া
মোহ-ক্ষেত্র এ ধরায়
করে তুচ্ছজ্ঞান॥

শৈব্যা।—(শুনিয়া সভয়ে পাশ-রজ্জু ত্যাগ করিয়া) হা ধিক্ হা ধিক্! মরণের মহোৎসবে মুগ্ধ হয়ে আমি আমার দাসত্বও বিস্মৃত হয়েচি। তা হলে জন্মান্তরেও যে আর আমি এই দাসত্ব হতে মুক্ত হব না; ভগবন্! দেব! স্বামীকেও যে তাহলে আর পাব না; ভগবান তাহলে যে আমার সর্ব্বনাশ করবেন। এখন তবে কিছু কালের জন্য এই ঘোর দশাবিপর্য্যয় সহ্য করি; এখন তবে দ্বিজবরের সমুচিত সেবা শুশ্রূষা করে' ব্রত উপবাস নিয়মে আপনার শরীরকে শোষণ করি—যাতে এই মনুষ্য-লোকে এই হতভাগিনীর আর জন্ম না হয়। (চিতা রচনা)।

রাজা।—(দেখিয়া সকরুণভাবে) এইযে! কুলোচিত অনুষ্ঠানে এখন উনি প্রবৃত্ত হয়েচেন। (স্বগত) সাধু দেবি! সাধু! এই অবস্থাতেও উনি কুল-মর্য্যাদা অতিক্রম করেন নি। আচ্ছা এখন তবে আমি নিকটে গিয়ে প্রভুর আজ্ঞা পালন করি। (তথা করিয়া বিহ্বলভাবে) দেবি! (এই বলিয়া মুখ ঢাকিয়া) মহাভাগে!

আমারে না জানাইয়া

মৃতের কম্বল না'হি দিয়া

কেহ না করিতে পাবে

শ্মশান-উচিত কোন ক্রিয়া ॥

এখন তবে মৃতের কম্বলখানা আমাকে দেও। (বাষ্পাচ্ছন্ন নেত্রে কর প্রসারণ)।

শৈব্যা।—(ভীত হইয়া) ওরে বাপু! একটু দূরে দাঁড়া—আমিই তোর কাছে নিয়ে যাচ্চি।

রাজা।—(লজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান)।

শৈব্যা।—(রোহিতাশ্বের শরীর হইতে বস্ত্র খুলিয়া অর্পণ করিতে গিয়া হস্ত দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) কি! যে হস্তে চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ দেখা যাচ্চে, সেই হস্ত কিনা এই রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত? (সরিয়া গিয়া প্রতি অঙ্গ ধীরে ধীরে অবলোকন করতঃ চিনিতে পারিয়া) কি?—নাথ? (সভয়ে) হা নাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর। (ভূতলে পতন)।

রাজা।—(সরিয়া গিয়া) দেবি! আমি চণ্ডাল-স্পর্শে দূষিত, আমাকে স্পর্শ কোরো না।—শান্ত হও, শান্ত হও।

শৈব্যা—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) হা ধিক্! হা ধিক্! একি এ!

রাজা—আর কি—স্বকর্ম্মের পরিণাম। দুঃখ করে' আর কি হবে?—ওটা নিয়ে এসো।

শৈব্যা।—(বিহ্বল হইয়া অর্পণ) (আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি) (উভয়ে পরস্পরের প্রতি অবলোকন)

রাজা—কি!—আকাশ হতে পুষ্প-বৃষ্টি?

(নেপথে)।—আহা! এ হরিশ্চন্দ্র নৃপতি ধীমান

—কিবা তার ক্ষমা, ধৈর্য্য, কিবা তার দান!

কিবা তার শীল, সত্য, কিবা তার জ্ঞান!

শৈব্যা।—(শুনিয়া শ্লাঘা সহকারে) নাথের গুণ-কীর্ত্তন করে' কে আমার হৃদয়কে এখন আশ্বস্ত করচে? নাথের যদি এইরূপ অবস্থান্তর হয়ে থাকে, তাহলে সমস্ত ধর্ম্মই অমূলক, সকলই অরণ্যে রোদন, সকল বিজ্ঞানই অন্ধকারে নৃত্য।

ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—মহাপতিব্রতে! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র! কি?—আমি অমূলক? —আমি অকারণ? দেখ:—

সত্য, দান, যজ্ঞ-কর্ম্মে, অন্য রাজাদের যাহা
দুর্লভ নিশ্চিত,
পবিত্র শাশ্বত সেই ব্রহ্ম-লোক দিতে আমি
হেথা উপস্থিত॥

আর বিষণ্ণ হয়ো না। বৎস রোহিতাশ্ব! ওঠো! ওঠো!

রাজা।—(দেখিয়া সহর্ষে) কি?—সেই ভগবান ধর্ম্ম? ভগবন্! অভিবাদন করি।

শৈব্যা।—ভগবন্! প্রণাম করি।

রোহিতাশ্ব।—(ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন)

ধর্ম্ম।—

হও বৎস সমাশ্বস্ত
—পিতা তব ধর্ম্মে সুরক্ষিত;
পাল' প্রজা দীর্ঘকাল
তুমি পুন হইয়া জীবিত॥

রোহিতাশ্ব।—(উঠিয়া) কি?—মা? কে তোমাকে এখানে নিয়ে এল?

শৈব্যা।—জাদু! আমার অদৃষ্ট।

ধর্ম্ম।—বৎস! এই ব্রহ্ম-লোকের অতিথি তোমার পিতা দেখ তোমার সম্মুখে।

রোহিতাশ্ব।—তাত! রক্ষা কর, রক্ষা কর। (ভূতলে পতন)

রাজা।—(নিকটে গিয়া) বৎস! আমি চণ্ডাল-স্পর্শে দূষিত, আমাকে স্পর্শ কোরো না।

ধর্ম্ম।—রাজন্!

তোমারে পত্নীরে যিনি করিলেন ক্রয়
সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ তিনি জানিবে নিশ্চয়।
চণ্ডাল বলিয়া যারে ভাবিতেছ মনে
তোমার রাজ্যও আছে তাঁহারি সদনে।
জানিতে এ গুহ্যতত্ত্ব শোনো গো রাজন্!
দিব্য চক্ষু তোমা এবে করিনু অর্পণ॥

কে আছে এখানে?

(একজন অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর।—আজ্ঞা করুন, ভগবন্!

ধর্ম্ম।—এই দিকে এসো।

অনুচর।—আজ্ঞে এসেছি।

ধর্ম্ম।—মহারাজ! আপনি বিমানে আরোহণ করে' দিব্য চক্ষু দিয়ে এই সমস্ত অবলোকন করুন।

রাজা।—যে আজ্ঞে ভগবন্! (দিব্য-বিমানে আরূঢ় হইয়া ধ্যান করত) ধিক্! কি ভ্রম! কি ভ্রম! বিদ্যাদের পেয়ে পরিতুষ্ট হয়ে মহর্ষি কৌশিক, সচিবদের হস্তে আমার রাজ্য যে ফিরিয়ে দিয়েছেন দেখ্‌চি।

ধর্ম্ম।—রাজন্! আপনার সত্য পরীক্ষা করবার জন্যই মুনি ঐরূপ করেছিলেন, রাজ্যার্থী হয়ে নয়।

আর কোন ভয় নাই। এই সমস্ত এখন বিশুদ্ধরূপে অবলোকন করুন।

রাজা।—(পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আনন্দে) দেবি! কি সৌভাগ্য!

তোমার গো ক্রেতা যিনি স্বভাব-দয়ালু সেই
দ্বি-জনমা দম্পতি শিব পারবতী;
মোরো ক্রেতা ধর্ম্ম নিজে সেই হেতু মম মোর
শল্য-বিমুক্ত হয়ে শান্ত সম্প্রতি॥

ধর্ম্ম।—এখন তবে পৃথিবী-রাজ্যে বৎস রোহিতাশ্বকে অভিষেক করা হোক্।

রাজা।—যে আজ্ঞে ভগবন্।

ধর্ম্ম।—আসন আসন, ছত্র ছত্র, চামর চামর, ভৃঙ্গার ভৃঙ্গার।

অনুচর।—

এনেছি এ সিংহাসন
দীপ্যমান মানিক্য-খচিত;
এই ছত্র, শরচ্চন্দ্র
প্রভা যেন করে বিকীরিত!
হেম-দণ্ড এ চামর
—প্রসারিত জোছনা-ধবল;
সপ্ত-সিন্ধু হতে এই
ভৃঙ্গারেতে আনিয়াছি জল॥

ধর্ম্ম ও হরিশ্চন্দ্র।—(রোহিতাশ্বের অভিষেক)

ধর্ম্ম।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! ঐ

দেখ বিমানচারী দেবতারাও রোহিতাশ্বের অভিষেক-মহোৎসবে অভিনন্দন করচেন।

এই সব নদীগণ তীর্থ-জলে পূর্ণ করি'
আছে ধরি' সহস্র কলশ ;
সুস্নিগ্ধ অতি ঘোর গম্ভীর দুন্দুভি নাদে
আচ্ছন্ন হল দিক দশ ;
বরষি' মন্দার রাশি নৃত্য করে ওই দেখ
সুরাঙ্গনাগণ ;
নিজ নিজ অংশ দিয়া লোকপালগণ করে
নৃপ আরাধন ॥
"তর্জন-তৎপর ক্রুদ্ধ কৌশিকের সাথে এবে
হইবে সাক্ষাৎ ;
এ অনাথগণে ছাড়ি' কোথা যাও এ সময়ে
—লহ সঙ্গে নাথ।"
এই কথা বলে যারা সাশ্রুনেত্রে ম্লানমুখে
—তাদের ফেলিয়া
কেমনে গো ব্রহ্মলোকে আত্মম্ভরী-সম আমি
যাইব চলিয়া ॥

[।—রাজন্! স্বকর্ম্মফলে যাদের বিচিত্র বিভিন্ন স্বভাব হয়েছে, সেই সমস্ত প্রজাদের ভাগ্যে ব্রহ্মলোক কি করে' ঘট্‌বে বল ?

জা।—

ক্ষণেক, ক্ষণার্দ্ধকাল প্রজাদের সঙ্গে থাকি'
তাহাদেরি লোকে আমি
করিব বিহার ;

মোর যে সঞ্চিত পুণ্য —কণামাত্র লভি' তার
লভুক গো সেই লোক
যাহা গো আমার॥

ধর্ম্ম।—(সবিস্ময়ে) অহো! এই রাজর্ষির অলৌকিক চরিত্র! রাজন্! তোমার এই পুণ্য দানে, তোমার আরও পুণ্য সঞ্চয় হল; তাই, এই পুণ্যের বলে, তোমার সহিত তোমার প্রজাদেরও শাশ্বত ব্রহ্মলোক লাভ হল। এখন বল, আর কি প্রিয়কার্য্য তোমার করতে পারি।

রাজা।—ভগবন্!

বিদ্যা-লাভে মহর্ষির আমা-পরে মিথ্যা দ্বেষ
হ'ল অন্তর্হিত;
শিশুটিও লভি' প্রাণ চক্রবর্ত্তী নৃপ-পদে
হল প্রতিষ্ঠিত;

তোমারেও দেব আমি করিনু প্রত্যক্ষ,
আরো গো লভিনু আমি ব্রহ্মের সালোক্য
আর কি এখন বল করিব প্রার্থনা,
এ-চেয়ে প্রিয় তো আর কিছুই দেখিনা॥
তথাপি আমার এই প্রার্থনা :—
মহী হোক্ আনন্দিত সাধু সমাগমে;
লভুক সমৃদ্ধি বহু শস্যের উদ্‌গমে।

ভূপাল বিজয়ী হোন্; কবির প্রবন্ধে যাহ
গুণ-কণা থাকে গো প্রচ্ছন্ন
গুণগ্রাহিগণ তাহা গ্রহণ করেন যেন
তার প্রতি হইয়া প্রসন্ন॥

যিনি এই নাটকের   প্রয়োগ আদেশ করি'

বস্ত্র অলঙ্কার হেম

রাশি রাশি করিলেন দান

—সেই "কার্ত্তিকের" নৃপ   —জগতে তাঁহার কির্ত্তি

কবি-যশ-সাথে-সাথে

হইয়া গো যেন আগুয়ান

ক্ষীর-সমুদ্রেরো পারে

বিচরণ করে অবিরাম॥

(সকলের প্রস্থান

বিজ্ঞাপন।

বিক্রেয় পুস্তক।	মূল্য।
পুরুবিক্রম নাটক	১।০
অশ্রুমতী নাটক	১॥০
সরোজিনী নাটক	১।০
পুনর্ব্বসন্ত (গীতিনাট্য)	॥০
বসন্ত লীলা ঐ	।০
ধ্যানভঙ্গ ঐ	।৵০
অলীক বাবু (প্রহসন)	॥০
হিতে বিপরীত ঐ	॥০
হঠাৎ নবাব ঐ	॥০
অভিজ্ঞান শকুন্তলা (বঙ্গানুবাদ)	১৲
উত্তর-চরিত ঐ	১।০
রত্নাবলী ঐ	৸০
মালতী মাধব	১।৵০
মুদ্রা-রাক্ষস	১ ০
মৃচ্ছকটিক	১॥০
মালবিকাগ্নিমিত্র	৸০
বিক্রমোর্ব্বশী	৸০
মহাবীর-চরিত	১॥০

স্বরলিপি-গীতি-মালা ঐ ২॥০ (ডোয়ারকিন কোম্পানীর দোকানে প্রাপ্তব্য)। অন্য পুস্তকগুলি ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে এবং ২০৯ নং মজুমদার কোম্পানীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

B/B
4843

প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা

২৫।১ স্কট্স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৮।

মূল্য ১৲ টাকা।

Acc. No. 10047
Date- 29.3.96
Item No. B/B-4843 ®
Don. By

পাত্রগণ।

পুরুষবর্গ।

সূত্রধার।

কামদেব—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

বিবেক—মনের নিবৃত্তি-পক্ষের পুত্র, ও নিবৃত্তি-পক্ষের রাজা।

দম্ভ—লোভের পুত্র।

অহঙ্কার—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

বটু—দম্ভের পরিচারক।

মহামোহ—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র, ও প্রবৃত্তি-পক্ষের রাজা।

চার্ব্বাক—মহামোহের অনুচর।

লোভ—অহঙ্কারের পুত্র।

ক্রোধ—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

দিগম্বর সিদ্ধান্ত—পাষণ্ড মতাবলম্বী ও মহামোহের অনুচর।

বৌদ্ধমতাবলম্বী ভিক্ষু ও কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত—মহামোহের অনুচর।

বস্তুবিচার ও সন্তোষ—বিবেকের অনুচর।

বিনীত—বিবেকের দূত।

মন—আত্মার পুত্র।

সঙ্কল্প—মনের মন্ত্রী।

বৈরাগ্য—মনের নিবৃত্তি-পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র।

আত্মা—বিবেকের পিতামহ।

নিদিধ্যাসন—বিষ্ণুভক্তির আত্মীয়।

প্রবোধচন্দ্র—বিবেকের পুত্র।

স্ত্রীবর্গ।

রতি—কামদেবের স্ত্রী।

মতি—বিবেকের স্ত্রী ও উপনিষদের সপত্নী।

উপনিষৎ—বিবেকের আর এক স্ত্রী।

তৃষ্ণা—লোভের স্ত্রী।

হিংসা—ক্রোধের স্ত্রী।

বিভ্রমবতী—মিথ্যাদৃষ্টির (নাস্তিকতা) সহচরী।

মিথ্যাদৃষ্টি—মহামোহের উপপত্নী।

শান্তি—শ্রদ্ধার কন্যা।

করুণা—শান্তির সখী।

সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা ব্যাস-সরস্বতী (বেদান্ত)	বিষ্ণুভক্তির সহচরী।

মৈত্রী, ক্ষমা—বিষ্ণুভক্তির দাসী।

দিগম্বর-সিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা, সোম-সিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা, বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা,	—ইহারা তামসী শ্রদ্ধা।

প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক।

মধ্যাহ্নে যেমতিগো মার্ত্তণ্ড-মরীচিকা
জলের প্রবাহ বলি'
মনে হয় অজ্ঞান বশতঃ,
সেইরূপ যে ভবরে পঞ্চভূতময় এই
ত্রৈলোক্য বলিয়া মনে
সহসাগো হয় প্রতিভাত,
পরে, পুষ্প-মালিকায় সর্প-কায়-ভ্রম-সম
জ্ঞানীদের সন্নিকটে
যার ভ্রান্তি হয় অন্তর্ধান
—সেই সে আনন্দ-ঘন সুবিমল তেজোময়
আত্মজ্ঞান-প্রকাশক
পরম আত্মায় করি ধ্যান॥

অপিচ :—

অন্তর্নাড়ী-নিয়মিত বায়ু-যোগে যাহা উঠে
ব্রহ্মরন্ধ্র করি' অতিক্রম,
শান্তি-প্রিয় আত্মা-মাঝে প্রগাঢ় আনন্দরূপে
সহসা যা' হয় উন্মীলন,

অর্দ্ধেন্দু-শেখর, সেই যোগীন্দ্র-ললাট-দেশে
নেত্ররূপে যাহার উদয়,
সেই সে জগদ্-ব্যাপী অন্তরস্থ জ্ঞান-জ্যোতি
—হউক তাঁহার জয় জয় ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার।

সূত্র।—অতিবাহুল্যে প্রয়োজন নাই। সমস্ত সামন্তগণের চূড়ামণির কিরণ-ছটায় যাঁর চরণকমল উদ্ভাসিত, নরসিংহের ন্যায় যিনি প্রবল শত্রুগণের বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন, প্রবলতর নরপতিকুলরূপ প্রবল-মহার্ণবে যখন মেদিনী মগ্ন ছিল, তখন যিনি তাকে বরাহঅবতারের ন্যায় উদ্ধার করেন, যাঁর দিগন্তব্যাপী কীর্ত্তি-ঘোষণায় লোকের শ্রুতি বিবর পরিপূরিত, যাঁর প্রতাপানলের শিখা-সমূহ চারিদিকে নৃত্য করচে, সেই শ্রীমান্ গোপাল আমাকে এইরূপ আদেশ করেছেন :—

"আমার স্বভাব-সুহৃদ্ রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মার দিগ্বিজয়-ব্যাপারে আমি নিযুক্ত থাকায়, পরম ব্রহ্মানন্দের পরিবর্ত্তে, বিবিধ বিষয় রসের আস্বাদনেই আমার বহু দিবস অতিবাহিত হয়েচে। এখন আমরা কৃতকার্য্য হয়েছি, এখন :—

নৃপতির বিপক্ষেরা
হইয়াছে সম্পূর্ণ দমন ;
খ্যাতনামা অমাত্যেরা
বসুমতী করিছে রক্ষণ ;
নৃপতি-মস্তক এবে
অলঙ্কৃত সাম্রাজ্য-মালায়
—সসাগরা বসুন্ধরা
ঘেরা যথা সিন্ধু-মেখলায়।

অতএব আমরা এখন শান্তি রসাশ্রিত কোন নাটকের অভিনয়ে আত্মবিনোদন করতে ইচ্ছা করি। ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নামক যে নাটকখানি রচনা করে' তোমার হস্তে দিয়েছিলেন, সেইটি আজ শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মার সম্মুখে তোমার অভিনয় করতে হবে। আর, পরিষদের সহিত রাজারও এই অভিনয় দেখবার জন্য কৌতূহল হয়েচে।" আচ্ছা তবে এখন গৃহে গিয়ে, গৃহিণীকে ডেকে সঙ্গীত আরম্ভ করে' দেওয়া যাক্।

(পরিক্রমণ ও নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)

এইদিকে একবার এসোতো ঠাকুরণ!

নটীর প্রবেশ।

নটী।—এই আমি এসেছি; আজ্ঞা কর, কি করতে হবে।

সূত্র।—প্রিয়ে, তোমার তো জানাই আছে, যিনি প্রতিপক্ষ ভূপতিগণের বিপুল সৈন্যারণ্যে নিজ প্রজ্বলিত প্রতাপ-বহ্নি বিস্তৃত করে' ত্রিভুবন-বিবর আলোকিত করেচেন, যাঁর কীর্ত্তি বিশ্বব্যাপিনী; যিনি কেবল অসিমাত্র-সহায় হয়ে' অন্য রাজাদের সবলে জয় করে', কীর্ত্তিবর্ম্মা নৃপতিকে পুনর্ব্বার রাজ্যে অভিষিক্ত করেচেন; আরও:—

যে সকল রণভূমে আজিও গো উন্মদ
রাক্ষস-তরুণিগণ
কর আস্ফালিয়া দেয় নৃ-কপালে তাল,
সেই তাল-ধ্বনি-সাথে পিশাচ-অঙ্গনাগণ
একত্র মিলিয়া সবে
মত্ত হয়ে' নৃত্য করে অতীব করাল,
সেই সব রণভূমে
প্রচণ্ড ক্ষুভিত বায়ু সবে

করি-কুম্ভে ফুকারিয়া
যশোগান গাহে ঘোর রবে॥

তিনি এখন শান্তি-পথে প্রস্থান করায়, আত্ম-বিনোদনের জন্ম প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নামক নাটক অভিনয় করতে আমাকে আদেশ করেছেন। অতএব, তুমি এখন নটদের বেশভূষায় সুসজ্জিত হ'তে বল।

নটী।—(সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! যিনি নিজ বাহুবলে সকল নৃপ-মণ্ডলকে পরাজিত ও শর-বর্ষণে জর্জ্জরিত করে', রণক্ষেত্রে মৃত তুরঙ্গের তরঙ্গ উঠিয়েছিলেন, নিরন্তর-নিপতিত শরজালে বিখণ্ডিত শত সহস্র উত্তুঙ্গ মাতঙ্গ-পর্ব্বত সৃজন করেছিলেন; ভ্রমন্ত প্রচণ্ড ভুদণ্ড-মন্দারের আঘাতে, কর্ণরাজের পদাতি-সৈন্ম-সাগর মন্থন করে' বিজয়-লক্ষ্মী লাভ করেছিলেন, তাঁর চিত্তে কিরূপে এখন মুনিগণ-শ্লাঘ্য শান্তিরসের উদয় হ'ল বল দিকি?

সূত্র।—দেখ প্রিয়ে! ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বভাবতঃই শান্ত; কোন কারণ বশতঃ বিকার প্রাপ্ত হ'লেও, পরে আবার সে স্বভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। দেখ, সকল ভূপাল-কুলের রুদ্র প্রলয়-কালাগ্নি-স্বরূপ চেদিরাজ কর্ণ, চন্দ্রবংশীয় আধিপত্যের মূলচ্ছেদ করায়, সেই আধিপত্য পুনঃপ্রতি-ষ্ঠিত করার জন্মই তিনি এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। দেখঃ—

কল্পান্তে মহা-সিন্ধু হইয়া গো সংক্ষোভিত
পৃথিবীর শেষ গিরি
করয়ে লঙ্ঘন,
পরে সেই মহোদধি হইয়া প্রশান্ত স্থির
আপন সীমায় পুনঃ
করে আগমন॥

আরও দেখ, ভগবান নারায়ণ জগতের হিতের নিমিত্ত অংশরূপে

ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হ'য়ে, পৌরুষের কার্য্য সকল সম্পাদন করে', পরে আবার শান্তিলাভ করেন। পরশুরামও আর এক দৃষ্টান্তস্থল :—

একবিংশতি বার বহুসংখ্য নৃপতির
বসামাংস মস্তিষ্ক-পঙ্কের মাঝারে,
বিগলিত রুধিরের সরিৎ-সলিল-স্রোতে
অভিষেক করিলা গো যিনি আপনারে ;
নৃপ-বাহুচ্ছেদ-পটু সুতীক্ষ্ণ পরশু দিয়া
বধিলেন যিনি বাল-বৃদ্ধ-বনিতারে
—নিজ বীর্য্যে পৃথ্বী-ভার করিয়া লাঘব,
উচ্ছেদ করিয়া রণে নৃপকুল সব,—
প্রজ্জলিত-কোপ সেই ঋষি জামদগ্ন্য
তপ করি' হন শেষে শান্তিরসে মগ্ন ॥

সেইরূপ, ইনিও এখন জয়লাভ করে' পরম শান্তি-নিষ্ঠা লাভ করে-ছেন। যেমন বিবেক প্রবল মোহকে পরাভূত করে' তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করে, সেইরূপ এই গোপালও কর্ণকে পরাজিত করে' মহারাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার আধিপত্য স্থাপন করেচেন।

নেপথ্যে।—আরে পাপিষ্ঠ নটাধম! কি?—আমরা জীবিত থাক্‌তে, বিবেকের নিকট আমাদের প্রভু মহামোহের পরাজয়ের কথা বল্‌চিস্‌?

সূত্র :—(সভয়ে দেখিয়া) এই যে!

উত্তুঙ্গ পীবর কুচে করিয়া পীড়ন
দুই ভুজে রতি যাঁরে করে আলিঙ্গন
—এ হেন শ্রীমান্‌ কাম, নয়নের অভিরাম
মদঘূর্ণিত-লোচন,

মাতায়ে জগত-জনে ওই দেখ রতি সনে

হেথা করে আগমন॥

দেখে মনে হয়, আমার কথায় উনি ক্রুদ্ধ হয়েচেন ; অতএব এখান থেকে আমার চলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

(প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক।

কাম ও রতির প্রবেশ।

কাম।—(সক্রোধে)—(আরে পাপিষ্ঠ নটাধম ইত্যাদি) দেখ, নটাধম!

যাবৎ না কমলাক্ষী সুন্দরী ললনাদের
দৃষ্টি-শর হয় গো পতন,
তাবৎ জ্ঞানীর চিত্তে শাস্ত্রজাত বিবেকের
প্রভাব থাকয়ে অনুক্ষণ॥

হা হা হা!

রমণীয় হর্ম্ম্যতল,
সুনয়না নবীনা নায়িকা,
ভ্রমর-গুঞ্জিত লতা,
বিকচ ফুল নবমালিকা,
—এসব অমোঘ অস্ত্র বরষি' যখন আমি
করি বিশ্ব জয়,
কোথা থাকে তখন সে বিবেক-বিভব, আর
প্রবোধ-উদয়?

রতি।—নাথ! আমার মনে হয়, বিবেকই মহারাজ মহামোহের বিষম শত্রু।

কাম।—প্রিয়ে! বিবেকের নাম মাত্রেই কেন তোমার মনে এই স্ত্রী-সুলভ ভয় উপস্থিত হল বল দিকি? দেখ সুন্দরি!

থাকিতে গো মোর এই পুষ্পময় বাণ, আর
পুষ্প-শরাসন,
সুরাসুর-বিশ্বলোক মুহূর্ত্ত করিতে নারে
ধৈরজ ধারণ ॥

তুমি তো জানো :—

অহল্যার উপপতি হন সুরপতি,
ব্রহ্মা হন অনুরক্ত সন্ধ্যা-বালা প্রতি,
গুরুর পত্নীরে ইন্দু করিল ভজনা,
আমা-হতে অপথে কে, না যায় বলনা ?
বিশ্বনাশে এ বাণের হয় কি গো শ্রম ?
—অনায়াসে করিবে সে বিজয় সাধন ॥

রতি।—সে কথা সত্য ; তবুও এই মহা-সহায়-সম্পন্ন শত্রুকে ভয় করতে হয় ; কেন না, শুনতে পাই, যম-নিয়মাদি এঁর অমাত্য।

কাম।—প্রিয়ে ! এই যে সব বিবেকের প্রবল অমাত্য দেখছ, আমরা আক্রমণ করবামাত্রই এরা পলায়ন করবে। দেখ :—

দাঁড়াইতে পারে কি গো আমার সম্মুখে কভু
তপস্তা, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য ?
—অহিংসা ক্রোধের কাছে ?—লোভের সম্মুখে, সত্য,
অপ্রতিগ্রাহিতা অচৌর্য্য ?

যাদের মানসিক বিকার নেই, তারাই যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি সাধন করতে পারে ; তা ছাড়া স্ত্রীলোকেরাই ওদের স্মরণ-দেবতা, সুতরাং তারা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। কেননা :—

সুন্দরী কামিনীদের বিলাস ও পরিহাস
দরশন, স্মরণ, ভাষণ,

কেলি-আলিঙ্গন আদি— জেনো মনো-বিকারের
এই সব যথেষ্ট কারণ॥

বিশেষতঃ আমাদের প্রভুর প্রিয়পাত্র মদ, মান, মাৎসর্য্য, দম্ভ, লোভাদি, এই যম-নিয়মাদিকে যখন আক্রমণ করবে, তখন তারা নিশ্চয়ই আমাদের রাজ-মন্ত্রী-অধর্ম্মের শরণাগত হবে।

রতি।—শুনেছি নাকি, তোমাদের ও শমদম প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থান একই।

কাম।—প্রিয়ে! কি বল্লে, উৎপত্তি-স্থান একই? শুধু তা নয়, আমাদের জনকও একই।

মায়াতে, ঈশ্বর-যোগে প্রথমেই মন নামে
সুবিখ্যাত পুত্র এক
লভিল জনম;
পরে সেই মন পুন ত্রিলোক করিয়া সৃষ্টি
মোদের এ কুল-দ্বয়
করিল সৃজন॥

তাঁর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামে দুই ধর্ম্মপত্নী; তার মধ্যে, প্রবৃত্তিতে যে কুল উৎপন্ন হয় সেটি মোহামোহ-প্রধান; আর, নিবৃত্তিতে যে কুল উৎপন্ন হয়, সেটি বিবেক-প্রধান।

রতি।—আচ্ছা নাথ! যদি তোমাদের জনক একই হল, তবে ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর এরূপ শত্রুতা কেন?

কাম।—প্রিয়ে!

এক দ্রব্য-ভোগকামী ভ্রাতৃগণ-মাঝে
শত্রুতা তো এজগতে প্রসিদ্ধই আছে।
পৃথ্বীরাজ্য-তরে, দেখ কুরুপাণ্ডুগণ
লোক-ক্ষয়কারীযুদ্ধ করিল বিষম॥

এই সমস্ত জগৎ আমাদের পিতার উপার্জ্জিত, আমরা পিতার প্রিয় পুত্র বলে' আমরাই সমস্ত আক্রমণ করেছি। আর, তারা রাজ্য অধিকার করতে পারচে না বোলে, পিতাকে ও আমাদের বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েচে।

রতি।—(কর্ণ আবরণ করিয়া) ও পাপ কথা শুনতে নেই। তারা কি কেবল বিদ্বেষ বশতই এই পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচে? সে যাই হোক, এখন এর উপায় কি?

কাম।—প্রিয়ে! এর কিঞ্চিৎ নিগূঢ় কারণ আছে।

রতি।—নাথ! সে কারণটা প্রকাশ কচ্চনা কেন?

কাম।—প্রিয়ে! তুমি স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃ ভীরু, এই জন্যই পাপিষ্ঠ-দের সেই দারুণ কার্য্যের কথা তোমার কাছে বলচিনে।

রতি।—(সভয়ে) নাথ! বল না, সে কিরূপ কাজ?

কাম।—প্রিয়ে! ভয় পেয়োনা; এইরূপ জনশ্রুতি আছে, আমাদের এই বংশে কাল-রাত্রি-রূপা বিদ্যা নামে এক রাক্ষসীর জন্ম হবে; সেই হতাশদের এই একমাত্র আশা।

রতি।—ওমা কি হবে! তোমাদের কুলে রাক্ষসী?—শুনে যে আমার হৃৎকম্প হচ্চে।

কাম।—প্রিয়ে! এ কেবল জনশ্রুতি।

রতি।—আচ্ছা, সেই রাক্ষসী জন্মে কি করবে?

কাম।—প্রিয়ে! এইরূপ আকাশ-বাণী আছে:—

সেই আদি-পুরুষের গৃহিনী যে মায়া
—পরশ না করিয়াও পুরুষের কায়া—
মন নামে পুত্র এক করে সে প্রসব,
তাহাতে জন্মিল ক্রমে এই লোক সব।

বিদ্যা নামে কন্যা পুন তাঁরি কুলে করিয়া গো

জনম গ্রহণ

পিতা মাতা ভ্রাতৃগণে— সমস্ত আপন কুলে

করিবে ভক্ষণ॥

রতি।—(ভয়ে কম্পমান হইয়া) নাথ! রক্ষা কর! রক্ষা কর! (ভর্ত্তাকে আলিঙ্গন)

কাম।—(স্পর্শসুখে স্বগত)

তরলিত আঁখি-তারা, দৃষ্টিটি আকুল-পারা,

আধীর নয়ন।

উত্তুঙ্গ স্তনদ্বয় ভয়ে বিকম্পিত হয়

—সুখ-পরশন।

মণি-বলয়-গুঞ্জনে বাহু-ব্রততী-বন্ধনে

কিবা আলিঙ্গন!

তনু মোর লোমাঞ্চিত —আনন্দিত সম্মোহিত

হল যে গো মন॥

(প্রকাশ্যে—দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া)

প্রিয়ে ভয় নাই, আমরা জীবিত থাক্‌তে কি বিদ্যার উৎপত্তি হতে পারে?

রতি।—আচ্ছা নাথ! সেই রাক্ষসীর উৎপত্তি কি তোমাদের বিপক্ষদের অভিপ্রেত?

কাম।—হাঁ, তাদের অভিপ্রেত বৈ কি। বিবেক নিজ পত্নী উপনিষদ্ দেবীতে, প্রবোধচন্দ্র ও তাঁর ভগিনী বিদ্যার উৎপাদন করবেন; আর, সেই বিষয়ে এই শমদম প্রভৃতি সকলেই উদ্যোগী।

রতি।—নাথ! কেন সেই দুর্বিনীত লোকেরা আত্মবিনাশকারিণী বিদ্যার জন্মকে মাথার বিষয় মনে করচে বল দিকি?

কাম।—প্রিয়ে যে পাপিষ্ঠেরা কুলক্ষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তারা কি আপনা ইষ্টানিষ্ট গণনা করে? দেখ:—

যাহারা গো স্বভাবতঃ মলিন-হৃদয় অতি
আর ক্রূর-মন,
তাদের উৎপত্তি হয় জনক ও আপনার
বিনাশ-কারণ।
অনলে উৎপন্ন ধূম প্রথমে গো মেঘ-রূপে
হয় পরিণত;
সেই মেঘ বরষিয়া অগ্নিরে করয়ে নাশ
—নিজেও নিহত॥

নেপথ্যে।—আরে পাপিষ্ঠ দুরাত্মা! আমাদের তুই পাপিষ্ঠ বলে' নিন্দা করচিস্? দেখ্:—

কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানহীন কলঙ্কী বিপথগামী
গুরু যদি হয়
তাঁহারেও পরিত্যাগ অবশ্য করিতে হবে
জানিও নিশ্চয়॥

—পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ পৌরাণিকী কথা বলে' থাকেন। দেখ, আমাদের পিতা মন, অহঙ্কারের অনুবর্ত্তী হয়ে, জগৎপতি পিতা-কেও বন্ধন করেছেন; আবার আমাদের পিতা মনও মহামোহ প্রভৃতির দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়ে আছেন।

কাম।—(দেখিয়া)—প্রিয়ে! ঐ দেখ, আমাদের কুল-শ্রেষ্ঠ বিবেক, মতিদেবীর সহিত এই খানে আসচেন। ঐ দেখ:—

বশীভূত রাগাদির তিরস্কারে হৃতকান্তি
কৃশাঙ্গ লক্ষিত গো এই জ্ঞানী জন।

ম্লান মতি-দেবী-সহ বিরাজেন ইনি দেখ
শিশির-আচ্ছন্ন-কান্তি শশাঙ্ক যেমন ॥
অতএব এখানে থাকা আমাদের উচিত হয় না।

(প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

রাজা বিবেক ও মতি-দেবীর প্রবেশ।

রাজা।—প্রিয়ে! এই বটুর মদগর্ব্বিত বাক্য শুন্‌লে?—আমাদের পাপাচারী বলে' কি না নিন্দা করে!

মতি।—নাথ! আপনার দোষ কি কেউ দেখতে পায়?

দুষ্ট অহঙ্কার-আদি চিদানন্দময় সেই
নিখিল জগৎপতি নিত্যনিরঞ্জনে
বন্ধন করিয়া দেখ শত দৃঢ় পাশ দিয়া
কি দশা করিল তাঁর, দেখ ভাবি মনে ॥

সেই তারা হল পুণ্যকারী, আর আমরা তাঁর পাশ মোচনে প্রবৃত্ত হয়েচি—আমরা কিনা হলেম পাপাচারী। অহো! এ সংসারে দুরাত্মাদেরই জয়!

মতি।—নাথ! শুনেছি নাকি, পরমেশ্বর সহজানন্দ সুন্দর-স্বভাব, নিত্য-প্রকাশমান, আর সকল ভুবনেই তাঁর প্রভাব দীপ্যমান; তবে কি প্রকারে এই দুর্বিনীতেরা তাঁকে বন্ধন করে' মহামোহ-সাগরে নিক্ষেপ করলে বল দিকি?

রাজা।—প্রিয়ে!

কিবা ধীর কিবা শান্ত, মহোদার, কি নীতিজ্ঞ,
স্বচ্ছ সুবিমল-চিত্ত, কিবা সুধীজন।

সকলেই নারী হতে হইয়া গো প্রতারিত
স্বাভাবিক ধইরজ হারায় আপন।
স্বয়ং আত্মাপুরুষের মায়া-সহবাস-বশে
হ'ল এইরূপে দেখ আত্ম-বিস্মরণ॥

মতি।—নাথ! রেখা-মাত্র অন্ধকারে কি সহস্র-রশ্মি সূর্য্য আচ্ছাদিত হতে পারে, তবে যে দেবতা দীপ্যমান মহা-আলোক-সাগর—তিনি মায়াতে কি প্রকারে অভিভূত হবেন?

রাজা।—প্রিয়ে! এ তত্ত্ব বিচারের অগম্য। বেশ-বিলাসিনী যেমন নানা প্রকার ভাব ভঙ্গীর দ্বারা পরপুরুষকে বঞ্চনা করে, সেইরূপ মায়াও অলীক সত্তার দ্বারা আত্মাপুরুষকে বঞ্চনা করে, দেখ:—

স্বভাবত নির্ব্বিকার —স্ফটিক মণির ন্যায়
যিনি প্রভান্বিত,
সেই দেবে এই মায়া —অনার্য্যা যে অতিশয়—
করিল বিকৃত।
সহবাসে যদিও সে একটুও দীপ্তি তাঁর
নাশিতে অক্ষম,
তথাপি সে পুরুষের অধীরতা উৎপাদিতে
পারে বিলক্ষণ॥

মতি।—আচ্ছা, মায়া যে এইরূপে সেই উদার-চরিত পুরুষকে প্রতারণা করচে—এর কারণটা কি?

রাজা।—কোন প্রয়োজন বা কারণ দেখে যে মায়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচে তা নয়; স্ত্রীপিশাচীদের স্বভাবই এই। তারা:—

কভু করে সম্মোহিত, আনন্দিত, কখন বা
করে বিড়ম্বনা;

চিত্তের চাঞ্চল্য আনে, সুখ দেয়, কভু করে
বিষাদ-ঘটনা।

আরও একটী কারণ আছে।

মতি।—নাথ! সে কারণটি কি?

রাজা।—সেই দুশ্চারিণী মায়া এইরূপ ভেবে ছিল:—"আমার তো যৌবন গেছে, এখন আমি বৃদ্ধা হয়েচি। আর এই প্রাচীন পুরুষও স্বভাবত বিষয়-রসে বিমুখ; অতএব এখন নিজ পুত্রকেই পরমেশ্বরের কাছে প্রতিষ্ঠিত করা যাক্।" সেও মাতার এই অভিপ্রায় জানতে পেরে, পরমেশ্বরের নিতান্ত নিকটে থেকে, পরমেশ্বর পদেই প্রতিষ্ঠিত হয়েচে এইরূপ আপনাকে মনে করলে; তার পর সে নবদ্বার পুর-সকল নির্ম্মাণ করে':—

এক হইয়াও সে গো ভিন্ন ভিন্ন বহুপুরে
করিয়া প্রবেশ
—মণি-প্রতিবিম্ব প্রায়— ভাবিল—যা করে সেই
করে পরমেশ॥

মতি।—যেমন মাতা, পুত্রটিও দেখ্‌চি সেইরূপ জন্মেছে।

রাজা।—তার পর, সেই আত্মা-পুরুষ মনের জ্যেষ্ঠপুত্র ও নিজের পৌত্র অহঙ্কারের সহিত সম্মিলিত হয়ে:—

"আমার হয়েছে জন্ম, আমার জনক ইনি
ইনি গো জননী;
এই কুল, এই পুত্র, এই শত্রু, এই মিত্র,
এই মোর ভূমি;
এই পত্নী, এই ধন, এই সৈন্য, এই বিদ্যা,
এই মোর সুহৃদ বান্ধব,"

—মায়ায় আসক্ত হয়ে —অবিদ্যা-নিদ্রায় মগ্ন—
কল্পনায় দেখে স্বপ্ন সব ॥

মতি।—নাথ! পরমেশ্বর যদি এরূপ সুদীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত রইলেন, তা হ'লে কিরূপে প্রবোধের জন্ম হবে?

রাজা।—(লজ্জায় অধোবদন)

মতি।—নাথ! তুমি লজ্জায় অধোবদন হয়ে মৌন হয়ে রইলে কেন বল দিকি?

রাজা।—প্রিয়ে সপত্নীর প্রতি স্ত্রীলোকদের স্বভাবতই ঈর্ষা জন্মে, তাই অপরাধীর ন্যায় প্রকাশ করে' বলতে আমার শঙ্কা হচ্ছে।

মতি।—সামান্য স্ত্রীলোকেরাই সপত্নীর প্রতি ঈর্ষা করে' থাকে; আর, সরস-বিষয়ে প্রবৃত্ত বা ধর্ম্ম ব্যবসায়ে নিযুক্ত যে স্বামী তার মনে ক্লেশ দেয়।

রাজা।—তবে শোনো বলি :—

উপনিষৎ দেবী নামে
আছে মোর অপর পত্নিনী,
—সুচির বিচ্ছেদে সে গো
ঈর্ষা-ভরে হয়েচে মানিনী।
শান্তি-আদি দূতিদের অনুকূলতায় যদি
তাঁর সনে সম্মিলন হয়,
আর যদি ক্ষণকাল তুমি থাকো মৌন হয়ে
ত্যাগ করি' ভোগের বিষয়,
তাহলে জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তির অন্তর্ধানে
হইবে গো প্রবোধ উদয়॥

মতি।—নাথ! যদি এইরূপে দৃঢ়গ্রন্থিবদ্ধ আমাদের সেই কুলপ্রভু আত্মা-পুরুষের বন্ধন মোচন হয়, তাহলে তুমি চিরকাল কেন

উপনিষৎ দেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকো না ; তাতে আমি বরঞ্চ সুখীই হব।

রাজা।—প্রিয়ে! তুমি যদি প্রসন্ন থাকো, তা হলে আমাদেরও মনোরথ সিদ্ধ হয়। দেখ :—

যিনি এক অদ্বিতীয় যিনি গো শাশ্বত প্রভু
জগতের আদি,
তাঁরে বহু ভাগ করি' ভিন্ন ভিন্ন গৃহে যারা
রাখিয়াছে বাঁধি,'
আর যারা এইরূপে পরম সে পুরুষেরে
মৃত্যু-বশে করে আনয়ন
—বিদ্যা-যোগে সেই সব ব্রহ্মভেদকারীদের
প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত
করিয়া সাধন
ব্রহ্মের একতা পুন করিব স্থাপন ॥

আচ্ছা তবে এই কার্য্য সাধনের জন্য শম-দমাদিদের নিযুক্ত করা যাক্।

(প্রস্থান)

ইতি সংসারাবতার নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—বারাণসী।

(দম্ভের প্রবেশ।)

দম্ভ।—মহারাজ মহামোহ আমাকে এইরূপ আদেশ করেচেন:—"বিবেক-রাজ, আমত্যের সহিত মিলিত হয়ে, যাতে প্রবোধচন্দ্রের উদয় হয় তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করে', প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ সকল তীর্থস্থানেই শম-দমাদিকে প্রেরণ করেচেন। এখন আমাদের কুলক্ষয় হবার উপক্রম হয়েচে; অতএব এর প্রতিবিধান করা তোমাদের কর্ত্তব্য; আর, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুক্তি-ক্ষেত্র বারাণসী নামক নগরীতে গিয়ে, চতুর্বিধ আশ্রমীদের মুক্তিতে যাতে ব্যাঘাত ঘটে, তারই তোমরা এখন চেষ্টা কর।" তাই আমি এখন বারাণসী নগরীকে বিশেষরূপে বশীভূত করে', মহারাজ যেরূপ আদেশ করেছেন—সমস্তই সম্পাদন করেচি। তাই আমার অধিষ্ঠানে এখন:—

ধূর্ত্তগণ বেশ্যা-গৃহে সুরা-গন্ধী মুখ মধু
করিয়া সেবন,
মন্মথোৎসব-রসে সমস্ত চাঁদিনী রাত
করিয়া যাপন,
বলে "মোরা সর্ব্বজ্ঞ, মোরা চির-অগ্নিহোত্রী
ব্রহ্মজ্ঞ তাপস।"
এইরূপে জগতেরে করে তারা প্রবঞ্চনা
হইলে দিবস॥

(দেখিয়া) কে এই পথিকটা ভাগিরথী পার হয়ে এই দিকে আস্‌চে? দেখনা উনি আস্‌চেন:

প্রজ্জ্বলিত অভিমানে
ত্রিলোক করিয়া যেন গ্রাস,
তিরস্কারি' বাক্য-জালে,
প্রজ্ঞারে করিয়া উপহাস।

তাই আমার মনে হয়, ইনি দক্ষিণ রাঢ়দেশ হতে আস্‌চেন। ভালই হল, এঁর নিকটে পিতামহ অহঙ্কারের সংবাদ জান্‌তে পারা যাবে।

অহঙ্কারের প্রবেশ।

অহং।—অহো! এ জগতে অধিকাংশ লোকই মূর্খ! দেখনা কেন, অনেকেই:—

মহাগুরু "প্রভাকর" —মীমাংসাকারীর মত
করেনি শ্রবণ;
"তুতাত-ভট্টের কৃত ন্যায়-দরশন খানি
করেনি দর্শন;
"বাচস্পতি" দূরে থাক্, "সালিকেরো" বাক্য-তত্ত্ব
জানে না কেমন;
"মহোদধি-সূক্ত" তাও নহে অবগত;
আরো, নাহি জানে যজ্ঞ-মীমাংসার মত;
বস্তুতত্ত্ব না করিয়া সূক্ষ্ম নিরূপণ
কেমনে আছে গো সুস্থ নর-পশুগণ?

(দেখিয়া) এই যে লোক সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন কচ্চে, এদের কেবল অধ্যয়নই সার; এরা শাস্ত্রের অর্থ কিছুই বুঝতে পারচে না, কেবল বেদেরই বিপ্লব ঘটাচ্চে। (পুনর্ব্বার অন্যদিকে গিয়া) আরে! এরা

দেখচি ভিক্ষালাভের জন্তই যতি-ব্রত গ্রহণ করেছে; আর, মণ্ডিত-মস্তক হয়ে আপনাদের জ্ঞানী মনে করে' বেদান্ত শাস্ত্রকে আকুল করে তুলেছে। (হাস্ত করিয়া)

প্রমা-সিদ্ধ জ্ঞান যেই প্রত্যক্ষ-আদি,
বেদান্ত তাহার যে গো বিরুদ্ধার্থ বাদী
—সেই বেদান্তকে যদি শাস্ত্র বলি' মানো,
কি করিল অপরাধ তবে বৌদ্ধগণ?

(আবার অন্ত দিকে গিয়া) এই যে এইখানে এই সব শৈব পাশুপতাদি পশুর দল, আর দুরভান্ত অক্ষপাদ-দর্শনের মতাবলম্বী পাষণ্ডেরা—এদের দর্শন মাত্রেই লোকে নরকগামী হয়; অতএব দূর হতেই এদের দর্শন-পথ পরিহার করা কর্ত্তব্য। (অন্ত দিকে গমন করিয়া) এরা আবার কে? এরা যে দেখ্‌চি:—

জাহ্নবী-তরঙ্গাহত শিলাতলে আছে বসি'
দীপ্যমান আসন পাতিয়া;
সন্মুখে সমুজ্জল কমণ্ডলু; মহাদণ্ড
সুশোভিত কুশমুষ্টি দিয়া;
অক্ষমালা-বীজগুলি অঙ্গুলীতে ব্যগ্রভাবে
একে একে করিছে গ্রহণ;
কি আশ্চর্য্য! এই সব দাম্ভিকেরা ধনীদের
চিত্ত সদা করয়ে হরণ॥

(অন্ত দিকে গিয়া) এরা তো নিতান্ত ভ্রান্ত; এদের ত্রিদণ্ড মাত্র জীবনোপায়; এরা দ্বৈত অদ্বৈত উভয় মার্গ হতেই পরিভ্রষ্ট। (অন্তত্র গিয়া) ওহে! কার এই দ্বারদেশে উচ্চ বংশ-দণ্ড পোঁতা রয়েছে? সূক্ষ্ম শুভ্র ধৌত বস্ত্র সকল ঝুলচে; স্থানে স্থানে মৃগ-চর্ম্ম পাতা আছে;

কোথাও বা শিলা-প্রস্তর সকল রয়েছে; চমস উদূখল, মুষল প্রভৃতি যজ্ঞ-পাত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; অগ্নিতে অনবরত ঘৃতাহুতি দেওয়ায় তার ধূমে গগনমণ্ডল একেবারে শ্যামবর্ণ হয়ে গেছে। হাঁ তাই বটে, গঙ্গার অনতিদূরে একটা আশ্রম দেখা যাচ্চে। এটী নিশ্চয় কোন গৃহস্থের গৃহ হবে। আচ্ছা তবে এই পবিত্র স্থানটিতে দুই তিন দিন বাস করা যাক্।

(গৃহে প্রবেশ করত দেখিয়া)

এই যে!

ললাট উদর কণ্ঠ বাহু বক্ষ পৃষ্ঠ,
জানু ও চিবুক আর উরু, গণ্ড, ওষ্ঠ
—তিলক-লাঞ্ছিত; আর,
কটিদেশ, কেশ, হস্ত, কাণ
কুশাঙ্কুরে সুশোভিত;
ইনিই তো দম্ভ মূর্ত্তিমান॥

আচ্ছা, ওঁর নিকটেই যাওয়া যাক্। (নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক্!

দম্ভ।—উঁহুঁ (হুঙ্কারে বারণ করত)

বটুর প্রবেশ।

বটু।—ব্রাহ্মণ! দূরে থাকুন; পাদপ্রক্ষালন করে' এই আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়।

অহং।—(সক্রোধে) আরে, আমরা দেখ্‌ছি তুরুক দেশে এসেছি; তা নইলে অতিথি ব্রাহ্মণকেও গৃহস্থেরা পাদপ্রক্ষালনের জল দেয় না।

দম্ভ।—(হস্ত-ইঙ্গিতে আশ্বস্ত করণ)

বটু।—গুরুদেব এই আদেশ করচেন, আপনি দূর দেশ হতে এসেছেন, আপনার কুলশীল আমাদের জানা নেই।

অহং ।—আরে পাপিষ্ঠ ! আমাদেরও কুলশীল আবার পরীক্ষা করতে হবে ? আচ্ছা তবে শোনো ।.

অত্যুত্তম রাজ্য এক, গৌড় তার নাম
—তাহারি গো রাঢ় দেশে ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রাম ;
সে গ্রামে করেন বাস শ্রেষ্ঠ মোর পিতা,
তাঁর গুণী পুত্রদের কে না জানে হেথা ?
তার মাঝে সর্ব্বোত্তম জানিবে আমারে
প্রজ্ঞা শীল বুদ্ধি ধৈর্য্যে বিনয় আচারে ॥

দম্ভ ।—(বটুকে দর্শন)

বটু ।—(তাম্র-ঘটী লইয়া প্রবেশ) মহাশয় পদপ্রক্ষালন করুন ।

অহং ।—(বটুর হস্ত হইতে তাম্র ঘটী লইয়া) আচ্ছা এতে আর দোষ কি ? (তথা করিয়া নিকটে আগমন)

দম্ভ ।—(দন্ত পীড়ন করিয়া) ব্রাহ্মণ ! আপনি একটু সরে' দাঁড়ান ; কি জানি, যদি আপনার গায়ের ঘর্ম্মবিন্দু বাতাসে এই দিকে উড়ে আসে ।

অহং ।—অহো ! অপূর্ব্ব এই ব্রাহ্মণ্য !

বটু ।—এইরূপই বটে ! দেখুন ব্রাহ্মণ !

যত নরপতিগণ না পারি' করিতে স্পর্শ
ও পদ-যুগল
চূড়ামণি-প্রভাজালে পাদপীঠ-ভূমি-দেশ
করেন উজ্জ্বল ॥

অহং ।—(স্বগত) এ দেখ্‌চি দম্ভের অধিকৃত দেশ ; আচ্ছা, এই আসনে বসা যাক্ । (বসিতে উদ্যত)

বটু ।—(বারণ করিয়া) হাঁ হাঁ করেন কি ? করেন কি ? গুরুদেবের আসন অন্যে অধিকার করবে ?

অহং।—আরে পাপিষ্ঠ! আমরাও দক্ষিণ রাঢ়ের শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, আমরা এ আসনে বসবার উপযুক্ত। শোন্‌রে মূর্খ!

মোদের জননী যিনি —তত শুদ্ধ কুলে জাত
নহেন তিনিও
যেমন আমার পত্নী —সুশ্রোত্রিয় কুলোৎপন্ন
শীলে অদ্বিতীয়;
তাই জানিবে গো, আমি পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ
অতি মাননীয়।
মম শ্যালকের যে গো দিমাতা-মাতুল-পুত্র
—মিথ্যা দোষে হয় শাস্তি তার;
সেই সম্বন্ধের বশে স্বগৃহিনী প্রিয়াকেও
করিয়াছি আমি পরিহার॥

দম্ভ।—তা হলেও, আমার বৃত্তান্ত তো আপনার জানা নেই। দেখুন:—

পূর্ব্বকালে একবার গিয়াছিনু শোনো বলি
ব্রহ্মার সদনে;
অমনি গো মুনিগণ উঠিল আসন ছাড়ি'
আমার দর্শনে।
অনুমতি লয়ে ব্রহ্মা গোময়-সলিলে উরু
করিয়া মার্জ্জিত
তদুপরি আমারে গো সমাদরে বসালেন
হয়ে ত্বরান্বিত॥

অহং।—অহো! দাম্ভিক ব্রাহ্মণের কি অত্যুক্তি! (চিন্তা করিয়া) অথবা ইনিই স্বয়ং মূর্ত্তিমান দম্ভ। আচ্ছা একে তবে খুব একটু শুনিয়ে দি (সক্রোধে আঃ কেন এত গর্ব্ব করিস্‌? ওরে শোন্‌:—

হোন্ ইন্দ্র, হোন্ ব্রহ্মা,
হউন না ঋষিদের বাবা
তাহারা তো অতি তুচ্ছ
—তারা সবে মোর কাছে কেবা ?
শত ব্রহ্মা, শত ইন্দ্র
শত শত মুনি ঋষিগণে
পাতিত করিতে পারি
তপোবলে, জেনো ইহা মনে ॥

দম্ভ।—(দেখিয়া সানন্দে) একি ? আমাদের পিতামহ অহঙ্কার এসেছেন দেখচি যে। মহাশয় ! আমি লোভের পুত্র, আমার নাম দম্ভ, আপনাকে প্রণাম করি।

অহং।—এস এস ভাই এস, চিরজীবী হও ; দ্বাপরের শেষে আমি তোমাকে স্বল্প-বয়স্ক বালক দেখেছিলেম। সম্প্রতি কালবশে তুমি বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হয়েছ, তাই তোমাকে ঠিক চিন্‌তে পারি নি। ভাল, তোমার পুত্র অসত্যের কুশল তো ?

দম্ভ।—আজ্ঞে হাঁ ; সেও এইখানেই আছে ; তাকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারি নে।

অহং।—তোমার পিতা লোভ ও মাতা তৃষ্ণাও কি এখানেই থাকেন ?

দম্ভ।—আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ মহামোহের আজ্ঞাক্রমে তাঁরাও এইখানে থাকেন। কি প্রয়োজনে মহাশয়ের এখানে আগমন ?

অহং।—ভাই, আমি শুনেছি, বিবেক নাকি মহামোহের বড়ই অনিষ্ট কর্‌চে, তাই তার বৃত্তান্ত জানবার জন্য আমার এখানে আসা।

দম্ভ।—আপনার শুভাগমনে ভালই হ'ল ; মহামোহ ইন্দ্রলোক হতে এইখানে আস্‌চেন শুন্‌চি ; আর এইরূপ জনশ্রুতি যে বারাণসীকে তাঁর রাজধানী করবেন।

অহং।—তাঁর বারাণসীতে অবস্থান করবার কারণটা কি?

দম্ভ।—মহাশয়! বিবেকের কার্য্যে ব্যাঘাত করা, আর কিছু নয়। দেখুন

বিদ্যা ও প্রবোধোদয়— উহাদের জন্মভূমি
নির্ব্বিঘ্ন ব্রহ্মপুরী সেই বারাণসী;
তাই তিনি তাহাদের উচ্ছেদ-ইচ্ছুক হয়ে
তথায় করিতে বাস সদা অভিলাষী;

অহং।—(সভয়ে) তা বটে; কিন্তু এর প্রতিকার করা দুঃসাধ্য; যে-হেতু বারাণসী পুরীতে স্বয়ং ভগবান মহেশ্বর অজ্ঞানী লোকদের ভব-ভয়-ভঞ্জন তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়ে থাকেন।

দম্ভ।—এ কথা সত্য; কিন্তু যারা কাম ক্রোধে অভিভূত, তাদের জ্ঞানোদয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই শাস্ত্রে আছে:—

যার হস্ত পদদ্বয়
আর মন আছে সুসংযত
তারি বিদ্যা, তপ, কীর্ত্তি
—তীর্থ-ফল তারি হস্তগত॥

নেপথ্যে।—ওহে দূরবাসিগণ! তোমরা শোনো, মহারাজ মহামোহ এখানে আগমন কর্‌চেন।

চন্দনে সিঞ্চিত করি' স্ফটিক মণির বেদি
এখনি গো কর সংস্কার।
যন্ত্র-মার্গ কর মুক্ত গৃহে গৃহে চতুর্দ্দিকে
জল-ধারা হউক বিস্তার।
উঠাও গো চারিদিকে মণি-প্রভা-উদ্ভাসিত
তোরণের শ্রেণী—
উড়াও গো সৌধ-শিরে ইন্দ্র-ধনু-চিত্রবর্ণ
পতাকা এখনি॥

দম্ভ।—মহাশয়!—মহারাজ নিকটবর্ত্তী; এগিয়ে গিয়ে ওঁর অভ্যর্থনা করুন।

অহং।—হাঁ, চল যাওয়া যাক। (সকলের প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

পরিজন-বেষ্টিত মহামোহের প্রবেশ।

মহা।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) কি আশ্চর্য্য! এই জড়বুদ্ধিরা যা-তা অবাধে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে—

দেহ-ছাড়া মূর্ত্তি এক আছে আত্মা-নামে
কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা সেগো পরলোক-ধামে।

আকাশ-কুসুম হতে
স্বাদু ফল অলীক যেমনি
ইহাদেরো মনোরথ
অবিকল জানিবে তেমনি॥

দেখ, এই মূঢ়েরা স্বকপোল-কল্পিত আত্মার অস্তিত্ব অবলম্বন করে' জগৎকে বঞ্চনা করচে।

যে বস্তু নাহি, তাহা আছে বলি' মিছামিছি
অবিরত করিয়া জল্পনা
বাচাল সে আস্তিকেরা সত্যবাদী নাস্তিকের
বৃথা নিন্দা করয়ে ঘোষণা;
শোনোগো তোমরা সবে! কালবশে পরিণামে
পঞ্চভূতে মিশে যেই দেহ
সে দেহের অতিরিক্ত পৃথক্ বিভিন্ন জীব
তোমরা কি দেখিয়াছ কেহ?
—তাহা হলে বলিব গো তোমাদের কথা
সমস্তই সত্য—কিছু নহেক অন্যথা॥

এইরূপে এরা শুধু জগৎকে নয়—আপনাদেরও বঞ্চনা করচে।

মুখ অবয়ব-আদি
সর্ব্বদেহে সমান যখন,
কেমনে থাকিতে পারে
ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ-ক্রম ?
পরের বনিতা এই—ইহা পরধন,
মোদের এ ভেদ-জ্ঞান নাহি কদাচন ॥
পরস্ব-গ্রহণ, হিংসা,
পরস্ত্রী-গমন ব্যভিচার,
কাপুরুষেরাই তার
কার্য্যাকার্য্য করয়ে বিচার ॥

বৌদ্ধ শাস্ত্রই প্রকৃত শাস্ত্র—তাতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ ; ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুদ্ব্যোমই তার তত্ত্ব ; অর্থ কামই পুরুষার্থ ; সে শাস্ত্রমতে পঞ্চভূত হতেই চৈতন্যের উৎপত্তি ; পরলোক নাই ; মৃত্যুই মোক্ষ। আমাদের এই মত অনুসারেই পণ্ডিত বৃহস্পতি একটী গ্রন্থ প্রণয়ন করে' চার্ব্বাককে সমর্পণ করেন। সেই চার্ব্বাক্ শিষ্যোপশিষ্যের দ্বারায় এই শাস্ত্র জগতে বহুল প্রচার করেচেন।

শিষ্যের সহিত চার্ব্বাকের প্রবেশ।

চার্ব্বা।—(শিষ্যের প্রতি) বৎস! তুমি জেনো, দণ্ডনীতিই প্রকৃত বিদ্যা ; অর্থশাস্ত্রও এরই অন্তর্গত। আর, এই তিন বেদ ধূর্ত্তের প্রলাপ-বাক্য বই আর কিছুই নয়।

কর্ত্তা, ক্রিয়া, দ্রব্য নাশে তবু যদি যাজ্ঞিকের
স্বর্গলাভ হয়।

তাহলে দাবাগ্নি-দগ্ধ তরুতেও সুসম্ভব
বহু ফলোদয়॥

অপিচ :—

মৃত প্রাণীদের শ্রাদ্ধ
যদি হয় তৃপ্তির কারণ,
নির্ব্বাণ দীপের তৈল
করে তবে শিখার বর্দ্ধন॥

শিষ্য।—আচ্ছা, আচার্য্য মহাশয়! যা ইচ্ছে খাওয়া, যা ইচ্ছে পান করা, —এই যদি পুরুষার্থ হয়, তবে তপস্বীরা সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করে' তীর্থবাসী হয়ে, পরাক, ষষ্ঠকাল প্রভৃতি ঘোরতর কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করে' নিজ শরীরকে কেন কষ্ট দেয় বলুন দিকি?

চার্ব্বা।—ধূর্ত্ত প্রণীত আগম-শাস্ত্রে যে-সকল মূর্খ প্রতারিত হয়েচে, তারা এই আশা-মোদকেই তৃপ্ত হয়। দেখ :—

আয়তাক্ষী সুন্দরীরে
করি যবে গাঢ় আলিঙ্গন,
বুক-ভরা স্তনদ্বয়ে
হয় কিবা মধুর পীড়ন!
আর দেখ এই সব
কুবুদ্ধি লোকের আচরণ :—
ভিক্ষা, উপবাস, ব্রত
সূর্য্য-তাপে দেহের শোষণ!

শিষ্য।—কিন্তু তপস্বীরা বলে' থাকেন, দুঃখ-মিশ্রিত সাংসারিক সুখ পরিহার করাই কর্ত্তব্য।

চার্ব্বা।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) আঃ! এ সব দুর্ব্বুদ্ধি পশুদের কথা।

"দুঃখ বিমিশ্রিত বলি' বিষয়-জনিত সুখ
কর ত্যাগ"—ইহা জেনো মূর্খের বিচার;
হিতাকাঙ্খী কোন্ জন তুষ-কণাচ্ছন্ন বলি'
শুভ্র-সুতণ্ডুল-ব্রীহি করে পরিহার?

মহা।—ওহে, বহুকালের পর এই সপ্রমাণ বাক্যগুলি যে আমার কাণে আস্‌চে। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) আরে! আমাদের প্রিয় চার্ব্বাক্ যে!

চার্ব্বা।—(দেখিয়া) একি! মহারাজ মহামোহ যে! (নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়। আমি চার্ব্বাক্—প্রণাম।

মহা।—চার্ব্বাক্! এসো এসো, এইখানে বোসো।

চার্ব্বা।—(বসিয়া) মহারাজ! কলি আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়েছেন।

মহা।—কলির সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তো?

চার্ব্বা।—মহারাজের প্রসাদেই সমস্ত কুশল। মহারাজের আদিষ্ট কর্ত্তব্য কাজটি শেষ করে' ফিরে এসেই মহারাজের শ্রীচরণ তিনি দর্শন কর্‌বেন।

অরাতি নিপাত করি', প্রভুর পাইয়া পরে
মহান্ আদেশ,
তখনি ফিরিয়া আসি' দর্শন মানসে সুখী
হইয়া অশেষ,
ধন্য হয়ে সেই দাস, প্রণমে' গো প্রভু-পদে
আসি অবশেষ॥

মহা।—সে কার্য্যটি কি কিছু সম্পন্ন হয়েছে?

চার্ব্বা।—মহারাজ!

বেদ-বহির্ভূত মার্গে হইয়া গো প্রবর্ত্তিত
করিছে যা-ইচ্ছা-তাই
যত সাধুজন।
না কলি, না আমি এ কাজের প্রবর্ত্তক
—প্রভুরি প্রভাবে সব
হতেছে সাধন॥

আর, উত্তর দেশের পথিক ও পাশ্চাত্যবাসীরা বেদ পরিত্যাগ করেছে; কেহ আর শম-দমাদির চিন্তাও করে না। অন্যত্রেও বেদ এখন কেবল জীবিকা মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েচে। তাই আচার্য্য বৃহস্পতি বলেচেন :—

অগ্নিহোত্র, তিন-বেদ ত্রিদণ্ড ধারণ, আর
ভস্মের লেপন
—বুদ্ধি ও পৌরুষ-হীন লোকদের জানিবে গো
জীবিকা-সাধন॥

সেই জন্য কুরুক্ষেত্রাদি স্থানে বিদ্যা ও প্রবোধের যে উদয় হবে, এ কথা মহারাজ স্বপ্নেও আশঙ্কা করবেন না।

মহা।—তা বটে, কলি যে মহাতীর্থস্থান-গুলিকে ব্যর্থ করে' দিয়েছে।

চার্ব্বা।—আরও কিছু নিবেদন করবার আছে।

মহা।—বল।

চার্ব্বা।—বিষ্ণুভক্তি নামে মহাপ্রভাবা একজন যোগিনী আছে; যদিও কলির প্রভাবে সর্ব্বস্থানে তার গতিবিধি নাই, তথাপি তার অনুগৃহীত ব্যক্তিদের যে আমরা দেখ্‌ব—সে ক্ষমতাও আমাদের নাই। এ বিষয়ে মহারাজের একটু মনোযোগী হতে হবে।

মহা।—(সভয়ে স্বগত) আঃ! এই প্রসিদ্ধ মহাপ্রভাব যোগিনী স্বভাবতঃই আমাদের বিদ্বেষী; তাকে উচ্ছেদ করাও কঠিন। আচ্ছা ভাল (প্রকাশ্যে) কোন ভয় নাই; কাম ক্রোধাদি প্রতিপক্ষ

থাকতে বিষ্ণুভক্তি কোথায় আর উদয় হবে? তথাপি, ক্ষুদ্র শত্রুকে উপেক্ষা করা জিগীষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়।

ক্ষুদ্র যদিও হয় রাজার অরাতি
বিপাকে ফেলিয়া সেও কষ্ট দেয় অতি।
অতি সূক্ষ্ম হইলেও কণ্টক-অঙ্কুর
—বিঁধিয়া চরণে দেয় বেদনা প্রচুর॥

ওরে! কে আছিস্ এখানে?

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা।—আজ্ঞা মহারাজ!

মহা।—কাম ক্রোধ মদ মান মাৎসর্য্যাদিকে আদেশ কর, যেন তারা অবহিত হয়ে বিষ্ণুভক্তি নামে যোগিনীর কার্য্যাদির প্রতিবিধান করে।

দৌবা।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

পত্র হস্তে একজন দূতের প্রবেশ।

দূত।—আমি উৎকল দেশ হতে এসেচি। সেখানে সমুদ্র-তীর-সমীপে পুরুষোত্তম নামে এক দেবালয় আছে—সেখানে মহারাজ তাঁর অনুচর মদমান প্রভৃতির কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। (চারিদিকে দেখিয়া) এই তো বারাণসী—এই রাজবাটী—প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ করিয়া ও চারিদিক দেখিয়া) এই যে, চার্ব্বাকের সঙ্গে মহারাজ কি মন্ত্রণা কর্‌চেন—এইবার নিকটে যাওয়া যাক্। (নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়! এই পত্রখানি দেখ্‌তে আজ্ঞা হোক্। (পত্র সমর্পণ)

মহা।—(লইয়া) তুমি কোথেকে?

দূত।—আমি পুরুষোত্তম থেকে আস্‌চি।

মহা।—(স্বগত) সেইখানে বোধ হয় আমার বিশেষ কিছু অনিষ্ট ঘটে

থাক্‌বে। (প্রকাশ্যে) চার্ব্বাক! দেখ, কাজ-কর্ম্মে এখন তোমার একটু বিশেষ মনোযোগী হতে হবে।

চার্ব্বা।—যে আজ্ঞা মহারাজ! (প্রস্থান)

মহা।—(পত্র লইয়া পাঠ)

"স্বস্তি! বারাণসীর মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামোহ-মহারাজের শ্রীচরণ-কমল-যুগলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক পুরুষোত্তমবাসী মদমানের নিবেদন এই :—আমরা উভয়ে এখানে ভাল আছি। পরন্তু শ্রদ্ধা এবং তাহার কন্যা শান্তি—এই দুইজনে দূতী হইয়া, উপনিষদ্দেবীর সহিত বিবেকের সহবাস ঘটাইবার নিমিত্ত অহর্নিশ চেষ্টা করিতেছে। এবং কামের সহচর ধর্ম্মকে কাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, বৈরাগ্য প্রভৃতি তাহাদের গোপনে পরামর্শ দিয়া থাকেন, ইহাও দেখিতে পাইতেছি। আর, ঐরূপ মন্ত্রণায় ধর্ম্মও কোন কোন সময়ে কামের সংসর্গ ছাড়িয়া গুপ্তভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে সমস্ত অবগত হইয়া মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন, আমরা তদনুবর্ত্তী হইব। ইতি।"

মহা।—(সক্রোধে) আঃ! এই অতিমূর্খেরা শান্তিকেও ভয় করে? আমি জীবিত থাক্‌তে শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? দেখ, সাত্ত্বিক যারা তাদেরই শান্তি—কিন্তু প্রকৃত সাত্ত্বিক কেহই হতে পারে না—এমন কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও সাত্ত্বিক নন্।

বিশ্ব-সৃষ্টি-রত ধাতা
—তিনি তো গো রজোগুণান্বিত;
গৌরি-আলিঙ্গন-সুখে
শঙ্করের নেত্র বিঘূর্ণিত
আরো, দক্ষ-যজ্ঞ-নাশী;
—তিনি তাই তমোগুণাশ্রিত;

কমলা-কপোল-খানি
নিজ বক্ষে রাখি নারায়ণ
কামী-জন-সম তিনি
জলধিতে করেন শয়ন।
এইরূপ যদি হয় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে
কোথায় বলগো শান্তি অন্য ক্ষুদ্র জীবে ?

(দূতের প্রতি) দেখ জাল্ম, তুমি এখনি কামের নিকটে গিয়ে আমার এই আদেশ জানাও; বল, দুরাত্মা ধর্ম্মের অভিসন্ধি আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি, তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর বিশ্বাস কোর না,—তাকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে' রাখো।

দূত।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

মহা।—এখন শান্তিকে দমন করবার কি উপায়?—আর অন্য উপায়ের প্রয়োজন কি?—ক্রোধ ও লোভকে নিয়োগ করলেই কার্য্য সফল হবে। ওরে! কে আছিস্ এখানে?

দূতের প্রবেশ।

দূত।—আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা।—ক্রোধ ও লোভকে ডেকে নিয়ে আয়।

দূত।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

ক্রোধ ও লোভের প্রবেশ।

ক্রোধ।—দেখ সখা! আমি শুনেছি, শান্তি, শ্রদ্ধা ও বিষ্ণুভক্তি, মহা-মোহের প্রতিকূলতাচরণ করচে। আঃ! আমি জীবিত থাকৃতে তাদের এই দুঃসাহসের কাজ?

অন্ধ করে' রাখি আমি এ তিন ভুবনে,
বধির করিগো আমি ধীর-চিত্ত জনে,

সচেতন যেই জন

তারে আমি করি অচেতন ;

কর্ত্তব্য দেখেনা সে গো,

হিত-বাক্য না করে শ্রবণ,

ধীমান পণ্ডিত—সেও

শাস্ত্র-অর্থ না করে গ্রহণ ॥

লোভ।—আমি যাদের ধরি, তারা আশা-নদীই পার হতে পারে না, তো শান্তি-আদির চিন্তা কি করবে ? দেখ সখা !

মদজল-স্রাবী হস্তী দীর্ঘ-বেগ তুরঙ্গম

আছে মোর কত ;

এখনো বাসনা মোর —গজ অশ্ব আরো অন্ত

লভি শত শত ;

ইহা লভিয়াছি আমি,

অধিক লভিব আরো আরো

—এই চিন্তাতেই শুধু

মানবের চিত্ত জরজর ;

ইহারি গো তরে দেখ যত আকুলতা,

দূরে রেখে দেও তুমি সে শান্তির কথা ॥

ক্রোধ।—সখা ! আমার প্রভাব তো তোমায় জানা আছে।

ত্বষ্ট্-পুত্র বেত্রাসুরে

সুরপতি করেন নিধন ;

ব্রহ্মার মস্তক শিব

নিজ হস্তে করেন ছেদন ;

বিশ্বামিত্র-হস্তে হত

বশিষ্ঠের শতেক নন্দন ॥

আরো দেখ :—

বিদ্যাবান, কীর্ত্তিমান, সদাচার পুণ্যবান,
উচ্চকুল, পৌরুষ-ভূষণ,
—ইহাদের সবাকারে মুহূর্ত্তের মাঝে আমি
করিতে গো পারি উন্মূলন॥

লোভ।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) প্রিয়ে তৃষ্ণে! এই দিকে এসো তো।

তৃষ্ণার প্রবেশ।

তৃষ্ণা।—কি বল্‌চ নাথ?

লোভ।—প্রিয়ে! শোনো বলি :—

তুমি যদি তৃষ্ণা দেবি, প্রসন্ন হইয়া কর
তব তুঙ্গ অঙ্গের বিস্তার,
তাহা হলে প্রাণী যত, —আশা-সূত্র-বদ্ধ-মন—
কোথা পাবে বল শান্তি আর?
ক্ষেত্র, গ্রাম, বন, অদ্রি, পত্তন, নগর, দ্বীপ,
সকল ধরণী
লভিলেও আরো চা'বে, লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডেও তৃপ্তি
না হবে কখনি॥

তৃষ্ণা।—নাথ! আমি তো স্বয়ং এর জন্য নিত্য নিযুক্ত, আবার সম্প্রতি আচার্য্য-পুত্র যেরূপ আজ্ঞা করেচেন তাতে কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও আমার উদর-পূর্ত্তি হবে না।

ক্রোধ।—হিংসে! এই দিকে এসো তো।

হিংসার প্রবেশ।

হিংসা।—এই আমি এসেছি—আমাকে ডাক্‌চ কেন নাথ?

ক্রোধ।—প্রিয়ে! তুমি আমার সহ-ধর্ম্মিনী, তুমি সঙ্গে থাক্‌লে, পিতা-মাতাকেও আমি অনায়াসে বধ করতে পারি। দেখ:—

জননী পিশাচী সে তো,
জনক কেই বা সেই জন?
ভ্রাতারা তো কীট-প্রায়,
কুটিল সে জ্ঞাতি বন্ধুগণ॥

(হস্ত নিষ্পীড়ন করিয়া)

যাবৎ গো ইহাদের আগর্ভ সমস্ত কুল
করিতে না পারি নিষ্পেষিত
তাবৎ এ ক্রোধানল প্রজ্বলিত রবে সদা
—স্ফুলিঙ্গও না হবে শমিত॥

(অবলোকন করিয়া) এই যে আমাদের প্রভু, এইবার তবে ওঁর নিকটে যাওয়া যাক্।

সকলে।—(নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়!

মহামোহ।—(অবলোকন করিয়া) দেখ, শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি আমাদের কুল-দ্বেষী, তাকে তোমরা বিধিমতে নিগ্রহ করবে।

সকলে।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

(সকলের প্রস্থান।)

মহা।—শ্রদ্ধা-তনয়ার দমনের জন্য আর একটা উপায় আমার মনে হয়েচে। দেখ, শান্তি শ্রদ্ধার অধীনা; কোনও উপায়ে উপনিষদের নিকট হতে শ্রদ্ধাকে যদি আকর্ষণ করা যায়, তাহলে শান্তি মাতৃ-বিয়োগ-দুঃখে অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে দেহ ত্যাগ করবে; অথবা, অবসন্না হয়ে শীঘ্র পলায়ন করবে। দেখ, মিথ্যা-দৃষ্টি নামে একজন প্রগল্‌ভা বারবিলাসিনী আছে, শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করবার জন্য তাকেই নিযুক্ত

করা যাক্। (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) দেখ বিভ্রমবতি! শীঘ্র মিথ্যাদৃষ্টিকে এখানে ডেকে আনো।

বিভ্রমবতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

মিথ্যাদৃষ্টিকে লইয়া বিভ্রমবতীর প্রবেশ।

মিথ্যা।—সখি! বহুকাল মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হয় নি, আমি এখন কিরূপে ওঁর সম্মুখে যাই; আমাকে দেখে মহারাজ তো তিরস্কার করবেন না?

বিভ্র।—সখি! তোমাকে দেখে যদি তাঁর চেতনা থাকে তবেই তো তোমাকে তিরস্কার করবেন?

মিথ্যা।—কেন অলীক সৌভাগ্যের কথা বলে' আমাকে বঞ্চনা কর বল দিকি?

বিভ্র।—সখি! কেমন তোমার অলীক সৌভাগ্য এখনি তা দেখ্‌তে পাবে। তোমার চক্ষু-দুটি দেখচি ঘুরচে—আচ্ছা প্রিয়সখি, সে কি রাত্রিজাগরণের দরুণ নিদ্রার আবেশে?

মিথ্যা।—সখি! যে নারী একজনের প্রিয়া, তারই যখন নিদ্রা হয় না, তাতে আমি তো বহুজনের প্রিয়া, আমার কি নিদ্রা আস্‌তে পারে?

বিভ্র।—আচ্ছা প্রিয়সখি, তুমি কার কার প্রিয়া বল দিকি?

মিথ্যা।—সখি! আমি মহারাজ মহামোহের, কামের, ক্রোধের, লোভের,—আর বিশেষ করে' কত বল্‌ব—এই বংশে যে যে জন্ম-গ্রহণ করেছে,—কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ—তাহাদের সকলেরই আমি প্রিয়া।

বিভ্র।—সখি। কামের রতি, ক্রোধের হিংসা, লোভের তৃষ্ণা—ইত্যাদি সকলেরই তো একএকটি প্রিয়তমা পত্নী আছে শুনেছি; আচ্ছা, তারা কি তোমায় ঈর্ষা করে না?

মিথ্যা।—ও কথা কি বলচ, তারাও আমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারে না।

বিভ্র।—সখি! যখন তোমার সপত্নীরাও তোমার প্রতি ঈর্ষা করে না, তখন বলতে হবে তোমার মত সৌভাগ্যবতী নারী এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। আর একটা কথা বলি শোনো, তুমি এইরূপ নিদ্রাকুল হয়ে, স্খলিত চরণে, নূপুরের ঝঙ্কার করতে করতে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ, আমার মনে হয়, তিনি এতে একটু সশঙ্কিত হতে পারেন।

মিথ্যা।—এতে ভয়ের বিষয় কি আছে? দেখ, মহারাজের বিরহই আমার অধৈর্য্যের কারণ। আর, যে সকল পুরুষ আমাকে দেখবা মাত্রই প্রসন্ন হয়, তাদের আবার মনে ভয় কিসের?

মহা।—(অবলোকন করিয়া) এই যে আমার প্রিয়তমা মিথ্যাদৃষ্টি এসেছেন। আহা!

অলসা নিতম্ব-ভারে, ঈষৎ-স্খলিত মালা
স্বস্থানে স্থাপনের ছলে
উত্তোলিয়া ভুজ-দ্বয় দেখায় নখের চিহ্ন
উন্মুক্ত পয়োধর-স্থলে।
নীলোৎপল-দাম তুল্য সুদীর্ঘ নেত্রের দৃষ্টি
—তাহে চিত্ত হরণ করিয়া
বাহুদ্বয় আন্দোলনে বিলোল কঙ্কণ-হতে
ঝনৎকার কিবা উঠাইয়া
ওই যে গো আসে মোর প্রিয়া॥

বিভ্র।—ঐ আমাদের মহারাজ, নিকটে এগিয়ে যাও।

মিথ্যা।—(নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়!

পীন-উরু প্রেয়সি লো!
বোসো আসি' কোলের উপরে,

পড়ুক নখাঙ্ক মোর
ও তব দলিত পয়োধরে।
শঙ্করের অঙ্ক-স্থিতা
গিরিজার সে বিলাস-লক্ষ্মী
করগো অনুকরণ
সুন্দরি লো! অয়ি হরিণাক্ষি!

মিথ্যা।—(সস্মিত-ভাবে তথা করণ)

মহা।—(আলিঙ্গন সুখ-অনুভব করিয়া) কি আশ্চর্য্য! প্রিয়ার আলিঙ্গনে যেন আমার নবযৌবন আবার ফিরে এল।

পূর্ব্বে সে যৌবনকালে চিত্ত-উন্মথনকারী
হ'ত যেই মন্মথ-বিকার,
প্রগাঢ় আনন্দ সেই —বার্দ্ধক্যে বিষয়াভাবে—
উপভোগ করি নাই আর;
এবে তব আলিঙ্গনে মনোবৃত্তি জড়ীভূত
—প্রেম হল বর্দ্ধিত আবার॥

মিথ্যা।—মহারাজ! আমিও যেন আবার নবযৌবনা হয়েচি; দেখুন, পূর্ব্বপ্রেমের ভাব-সূত্র কস্মিন-কালেও ছিন্ন হয় না। এখন আজ্ঞা করুন কি জন্য আমাকে স্মরণ করেচেন।

মহা।—প্রিয়ে! তোমাকে আবার স্মরণ করব কি?
তাকেই স্মরণ করে
যে থাকে গো হৃদয়-বাহিরে;
তুমি যে পুত্তলি-সম
বিরাজিছ এ হৃদি-মন্দিরে॥

মিথ্যা।—সে আপনার নিতান্ত অনুগ্রহ।

মহা।—আর একটা কথা বলি শোনো; সেই দাসী-পুত্রী শ্রদ্ধা দূতী

হয়ে, যাতে বিবেকের সঙ্গে উপনিষদের সংঘটন হয়, তারই চেষ্টা করচে। অতএব :—

প্রতিকুলাচারিণী সে বিপক্ষ-কুল-সম্ভবা
পাপীয়সী পাপানুবর্ত্তিনী ;
কেশ আকর্ষিয়া, সেই রণ্ডারে পাষণ্ড-হাতে
সমর্পণ করহ এখনি ॥

মিথ্যা।—এ তুচ্ছ বিষয়ের জন্য মহারাজের এত চিন্তা কেন ? মহারাজের আজ্ঞা মাত্রেই সে দাসীর ন্যায় মহারাজের আজ্ঞা পালন করবে। ধর্ম্ম মিথ্যা, মোক্ষ মিথ্যা, সুখের বিঘ্নকারী শাস্ত্রের প্রলাপ সব মিথ্যা —এই কথা বলে' তাকে বেদমার্গ হতে আমি বিচ্যুত করব। বেদ-মার্গই যদি সে ত্যাগ করে, তাহলে উপনিষদের তো কথাই নেই ; তা ছাড়া বিষয়--সুখ-বর্জ্জিত মোক্ষের দোষ দেখিয়ে উপনিষদের প্রতি শ্রদ্ধার বিরাগ জন্মিয়ে দেব।

মহা।—তা যদি করতে পার তা'হলে আমি বড়ই সুখী হই। (পুনর্ব্বার আলিঙ্গন ও চুম্বন)

মিথ্যা।—মহারাজ! প্রকাশ্যভাবে এরূপ করলে আমি লজ্জা পাই।

মহা।—আচ্ছা এসো তবে বিশ্রাম-ভবনে যাওয়া যাক্।

(সকলের প্রস্থান।)

ইতি মহামোহ-প্রধান নামক দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

শান্তি ও করুণার প্রবেশ।

শান্তি।—(সাশ্রু নয়নে) মা গো! মাগো!—কোথায় তুমি, উত্তর দেও।

কুরঙ্গ আতঙ্ক-হীন
যে কাননে সতত বিচরে,
যে সকল শৈল হতে
নির্ঝরিণী অবিরত ঝরে,
পুণ্যালয়—যেথা থাকে
তপস্বী সন্ন্যাসী সাধু যতি
সেই সব স্থান তব
ছিল যেগো সাধের বসতি;
—হায় হায় সেই তুমি চণ্ডালের গৃহ-গত
কপিলা গাভিটির মত
কেমনে করিবে মাগো জীবন ধারণ বল
পাষণ্ডের হয়ে হস্তগত?

অথবা হায়! তাঁর জীবনের আশা করাই বৃথা।

কেননা:—

মোরে না দেখিয়া যেগো না করে আহার স্নান
না করে শয়ন,
আমা-হীন সেই শ্রদ্ধা না করিবে ক্ষণমাত্র
জীবন ধারণ॥

করুণা।—(সাশ্রু লোচনে) সখি! বিষম অগ্নি-শিখা-প্রদীপ্ত শলাকার মত এরূপ দুঃসহ বাক্য বলে' তুমি যে আমাকে প্রাণে বধ চ। বলি, তুমি একটু ধৈর্য্য অবলম্বন কর দিকি। এসো আমরা ততক্ষণ মুনিগণের আশ্রমে, বহুবিধ মহাত্মা-জনে অলঙ্কৃত ভাগীরথী-তীরে, ইতস্ততঃ একবার ভাল করে' অন্বেষণ করে' দেখি। বোধ হয় তিনি মহামোহের ভয়ে কোথাও লুকিয়ে আছেন।

শান্তি।—সখি! কোথায় আর অন্বেষণ করবে বল।

সন্ন্যাসীদিগের বাস
—নদীকূল নীবার-চিহ্নিত,
যাজ্ঞিকগণের গৃহ
—সমিৎ-চমস-বিকীরিত,
অন্বেষণ করিলাম
চারি আশ্রমীর যত স্থান,
কোথাও না পাইলাম
শোনো সখি তাঁহার সন্ধান॥

করুণা।—তিনি সত্যই যদি শ্রদ্ধা হন তাহলে তাঁর মত লোকের এরূপ দুর্গতি কখনই হতে পারে না।

শান্তি।—সখি! বিধাতা প্রতিকূল হলে কি না ঘটতে পারে? দেখঃ—

দশানন রাক্ষসের লঙ্কাপুর-মাঝে ছিল
লক্ষ্মী-সম সীতা;
ভগবতী বেদত্রয়ী পাতালে দানব দ্বারা
হইলা গো নীতা;
দৈত্যেন্দ্র পাতাল-কেতু মদালসা নামে সেই
গন্ধর্ব্ব-দুহিতারে করিলা হরণ;

তাই বলি, বিধি যদি হয় প্রতিকূল তবে
কি কার্য্য না পারে সে গো করিতে সাধন ॥

সে যাই হোক্, এখন চল, পাষণ্ডদের গৃহে গিয়ে অন্বেষণ করা যাক্।

করুণা।—(সভয়ে) রাক্ষস !—রাক্ষস !

শান্তি।—রাক্ষস কোথায় ?

করুণা।—সখি ঐ দেখ, বিগলিত-মল-লিপ্ত বীভৎস-দেহ, দুর্দ্দর্শন, উড়ন্ত-কেশ, উলঙ্গ, ময়ুরপুচ্ছ-পাখা হাতে এই দিকে আস্‌চে।

শান্তি।—সখি ! ও রাক্ষস নয়, দেখ্‌চনা ও অতি নির্বীর্য্য দুর্ব্বল।

করুণা।—তবে ও কে ?

শান্তি।—সখি ! আমার মনে হয় ওটা পিশাচ।

করু।—সখি ! এখন তো দিবস—এখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ভূমণ্ডলের উপর জলন্ত কিরণ বর্ষণ করচেন, এ সময়ে পিশাচের আসা কি সম্ভব ?

শান্তি।—সখি ! তবে বোধ হয়, কোন মহানারকী, নরক-কুণ্ড হতে উঠে এখানে আস্‌চে। (নিরীক্ষণ ও চিন্তা করিয়া) হাঁ চিন্‌তে পেরেছি ;—ও যে মহামোহের প্রবর্ত্তিত অনুচর দিগম্বর-সিদ্ধান্ত।

(পরিব্রাজক দিগম্বর-সিদ্ধান্তের প্রবেশ)

দিগ।—অর্হৎকে প্রণাম ; যিনি এই নবদ্বার-বিশিষ্ট শরীর-গৃহে জলন্ত প্রদীপ—জিনবর বলেছেন—সেই জীবাত্মাই পরমার্থ সুখ মোক্ষ দান করেন। (পরিক্রমণ)

(আকাশে প্রশ্ন) ওরেরে সাধকেরা, তোরা শোন্ :—

মলময় দেহ-পিণ্ড
—তার শুদ্ধি জলে হয় কিবা ?

(আকাশে উত্তর) দেহ শুদ্ধি হয় যদি
ঋষিদের করা যায় সেবা ॥

কি বলচ?—ঋষিদের সেবা কিরূপ—এই কথা জিজ্ঞাসা করচ?

দূর হতে প্রণমিবে তাঁদের চরণ,
সৎকার করিবে দিয়া মিষ্টান্ন ভোজন;
তব পত্নী-পরে যদি
কভু পড়ে তাঁহাদের চোখ,
ঈর্ষা কর্ত্তব্য নয়,
—পাপ জেনো সে ঈরিষা-কোপ॥

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওগো শ্রদ্ধে! এই দিকে এসোতো একবার।

উভয়।—(সভয়ে অবলোকন)

দিগম্বর-সিদ্ধান্তের সদৃশ বেশ-ধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা।—কি আজ্ঞা করচেন মহাশয়?

শান্তি।—(মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন)

দিগ।—দেখ শ্রদ্ধে! তুমি সাধকদের ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও কোথাও যেওনা।

শ্রদ্ধা।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

করুণা।—প্রিয় সখি! শান্ত হও, শান্ত হও, নাম শুনেই ভয় পেয়ো না। আমি আস্তিক ও নাস্তিক এই উভয় মতাবলম্বিনী অহিংসার কাছে শুনেছি, পাষণ্ডদের সঙ্গে তমোগুণের একটি কন্যা আছে, তারও নাম শ্রদ্ধা; তাই, এহচ্ছে তামসী শ্রদ্ধা।

শান্তি।—(আশ্বস্ত হইয়া) সখি! তাই বটে।

সদাচারী জন যেগো
কেমনে হইবে দুরাচার?
প্রিয়-দরশন যেগো
কিসে হবে এ দুর্গতি তার?

তাই বলি, জননীর
অসম্ভব এ হেন আকার ॥

আচ্ছা চল, একবার বৌদ্ধদের গৃহে গিয়ে অনুসন্ধান করা যাক্। (পরিক্রমণ)

পুস্তক হস্তে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ।

ভিক্ষু।—(চিন্তা করিতে করিতে)

নিরাত্মক এই সব ক্ষণস্থায়ী উপস্থিত
মানসিক ভাব
বাহিরে অর্পিত হয়ে বহির্জ্জগৎরূপে
হয় আবির্ভাব।
এক্ষণে সে স্থায়ী জ্ঞান অখিল বাসনা হতে
হইয়া বিচ্যুত
—বিষয়োপরাগ-হীন— দেখ কিবা স্ফূর্ত্তি পায়
হইয়া বিমুক্ত ॥

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক শ্লাঘা-সহকারে) অহো! এই বৌদ্ধধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এতে সুখ মোক্ষ দুইই আছে। দেখঃ—

মনোহর গৃহে বাস; আরামে উপবেশন।
সুখকর সুন্দর আসনে;
মনোমত বেশ্যা-সেবা; দ্রব্যাদ্রব্য কালাকাল
বিচারাদি নাহিক অশনে;
মৃদু আস্তরণ-শয্যা; আনন্দে যাপন আর
জ্যোস্না-রাত্রি যুবতীর সনে ॥

করু।—দেখ সখি! তরুণ তাল-তরুর মত দীর্ঘকায় মুণ্ডিত-মস্তক শিখাধারী, রক্ত-বস্ত্র-পরিধান কে ও লোকটি এই দিকে অসৃচে?

শান্তি।—সখি! উনি বৌদ্ধ ভিক্ষু।

ভিক্ষু।—ওগো উপাসকেরা ও ভিক্ষুক সকল! তোমরা ভগবান বুদ্ধদেবের বাক্যামৃত শ্রবণ কর।

(পুস্তক পাঠ) আমি দিব্যচক্ষে লোকদের সুগতি ও দুর্গতি দেখতে পাচ্চি; সকল বস্তুই ক্ষণিক, স্থায়ী আত্মা নাই; অতএব, ভিক্ষুও যদি পরদারাসক্ত হয়, তার প্রতি ঈর্ষা করবে না; ঈর্ষাই চিত্তের মল।

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) শ্রদ্ধে! এই দিকে এসো তো।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুর বেশ-ধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা।—কি আজ্ঞা করচেন মহাশয়?

ভিক্ষু।—তুমি সর্ব্বদাই এইখানে উপাসক ও ভিক্ষুদের গাঢ় আলিঙ্গন করবে, বুঝলে?

শ্রদ্ধা।—যে আজ্ঞে মহাশয়। (প্রস্থান)

শান্তি।—সখি! ইনি কি তামসী শ্রদ্ধা?

করু।—হাঁ, ইনি তামসী শ্রদ্ধা।

দিগম্বর।—(ক্ষপণককে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে) ওরেরে ভিক্ষুক! এই দিকে আয়, আমি তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করব।

ভিক্ষু।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ পিশাচ! কেন তুই এরূপ প্রলাপ বলচিস্?

দিগম্বর।—ওরে রাগ করিস্‌নে। একটা শাস্ত্রীয় কথা তোকে জিজ্ঞাসা করব।

ভিক্ষু।—আরে! ক্ষপণক আবার শাস্ত্র কথা জানে?—আচ্ছা শোনাই যাক। (নিকটে গিয়া) কি জিজ্ঞাসা করবি?

দিগ।—বল্ দিকি, তুই ক্ষণ-বিনাশী হয়ে কি জন্য এরূপ ব্রত ধারণ করেছিস্ ?

ভিক্ষু।—ওরে শোন্! আমাদের মতে চলে' লোকে যখন বাসনা ত্যাগ করে, তখনি তার জ্ঞানোদয় হয়; জ্ঞানোদয় হলেই মুক্তি হয়।

দিগ।—ওরে মূর্খ! যদিওবা কোনও মন্বন্তরে কস্মিন্-কালে কোনও ব্যক্তির মুক্তি হয়, তাহলে তোর তাতে কি উপকার হবে? তুই যে অল্প কালের মধ্যেই মর্‌বি। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কে তোকে এইরূপ ধর্ম্মের উপদেশ দিয়েছে?

ভিক্ষু।—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান বুদ্ধই আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়েছেন।

দিগ।—ওরে! বুদ্ধ যে সর্ব্বজ্ঞ, তা তুই কি করে' জান্‌লি?

ভিক্ষু।—তাঁর শাস্ত্রেতেই এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

দিগ।—ওরে বোকা! যদি তার কথাতেই তার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপন্ন হয়, তবে আমিও বল্‌চি আমি সর্ব্বজ্ঞ; তাহলে তুই পিতা পিতামহ প্রভৃতি সাতপুরুষের সহিত আমারও তবে দাস হয়ে থাক্।

ভিক্ষু।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ মলপঙ্ক-ধর পিশাচ! কি বল্লি, আমি তোর দাস?

দিগ।—ওরে দাসী-বিহারী দুষ্ট ভুজঙ্গ ভিক্ষুক! এটা কেবল একটা দৃষ্টান্ত দেখালেম মাত্র। এখন তোর হিতের কথা বলি শোন্:—তুই বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করে' অর্হৎ-এর মত অবলম্বন করে' দিগম্বর-ব্রত ধারণ কর্।

ভিক্ষু।—আরে পাপিষ্ঠ! তুই স্বয়ং নষ্ট হয়েছিস্—আবার পরকেও নষ্ট করতে চাস্?

উৎকৃষ্ট অনিন্দিত

স্বর্গ-রাজ্য করি' পরিত্যাগ

লোকনিন্দা পিশাচত্বে
কার বল হয় অনুরাগ ?

তাছাড়া অর্হৎ যে সর্ব্বজ্ঞ, এই বা কে বিশ্বাস করবে ?

দিগ ।—(উচ্চ হাস্য করিয়া) ওরে ! গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণের গণনা দেখেই অর্হৎ-এর সর্ব্বজ্ঞত্ব জানা গেছে ।

ভিক্ষু ।—(হাসিয়া) ওরে অনাদি- প্রবৃত্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধীন অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে প্রতারিত হয়ে, তুই এই অতি কষ্টকর ব্রত অবলম্বন করেচিস্ ? দেখ্ :—

দেহ-পরিচ্ছিন্ন জীব কেমনে সান্নিধ্য-বিনা
দূর হতে ত্রৈলোক্যের
জ্ঞান লাভে বল দেখি হইবে-সক্ষম ?
কুম্ভে যে নিহিত দীপ সুশিখা সে হইলেও
ঘরের ভিতরে থাকি
বহির্বস্তু প্রকাশিতে পারে কি কখন ?

তাই বলচি, এই অর্হৎ-এর মত ত্রিলোকের বিরুদ্ধ ; আর বৌদ্ধ দর্শনই শ্রেষ্ঠ—অতি সুখাবহ—অতি রমণীয় !

শান্তি ।—সখি ! এসো আমরা অন্য দিকে যাই ।

করু ।—হাঁ সেই ভাল । (পরিক্রমণ)

কাপালিক-রূপধারী সোমসিদ্ধান্তের প্রবেশ ।

সোম ।—(পরিক্রমণ করিয়া)

নর-অস্থি-মালা দিয়া বিরচিত মনোহর
এ মোর ভূষণ ;
শ্মশান-নিবাসী আমি নৃকপাল-পাত্রে দেখ
করি গো ভোজন ;

যোগাঞ্জনে শুদ্ধ দৃষ্টি করিয়া ধারণ
জগতেরে করি আমি সম্যক দর্শন।
জগৎ যদিও হয় ভিন্ন পরস্পর
অভিন্ন ঈশ্বর হতে উহা নিরন্তর।

দিগ।—ওরে! এই লোকটি দেখ্‌চি কাপালিক ব্রত ধারণ করেছে, তা একে কিছু জিজ্ঞাসা করা যাক্।

(নিকটে গিয়া) ওরে নরমুণ্ড-ধারি কাপালিক! তোর ধর্ম্মে সুখ মোক্ষ কিরূপ বল্ দিকি?

কাপা।—ওরে দিগম্বর! আমাদের ধর্ম্ম কি তা শোন্:—

মস্তিষ্ক বসায় সিক্ত নর-দেহ-মাংস মোরা
অনলে আহুতি করি দান;
ব্রাহ্মণ-মাথার খুলি তাহাতে চষক করি'
পারণেতে করি সুরাপান।
সদ্যচ্ছিন্ন সুকঠোর কণ্ঠ হতে বিনিঃসৃত
সুভীষণ শোণিত-ধারায়
—মহাভৈরব-দেবে নরবলি অরপিয়া—
অরচনা করি মোরা তাঁয়॥

ভিক্ষুক।—(কর্ণ ঢাকিয়া) বুঝেছি, বুঝেছি, তোমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি ভয়ানক।

দিগ।—অর্হৎ! অর্হৎ! না জানি কোন্ ঘোর পাপিষ্ঠ এই বেচারাকে প্রতারণা করেচে।

সোম।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ, পাষণ্ডাধম, চণ্ডালবেশী হাড়া কোথাকারে! যিনি চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, বেদান্ত-সিদ্ধান্তে যাঁর বিভবের কথা প্রসিদ্ধ, সেই ভগবান ভবানীপতি কিনা

প্রবঞ্চক ? আচ্ছা আমাদের ধর্ম্মের মহিমা তোকে তবে একবার দেখাই ;—

হরিহর ব্রহ্মা আদি সুরশ্রেষ্ঠ দেখ আমি
করি আনয়ন ;
গগনে বিচরে যেই নক্ষত্রাদি—করি দেখ
তার সঞ্চরণ ;
জলে মহী করি' পূর্ণ নগ ও নগর-আদি
যত আছে স্থান,
আবার মুহূর্ত্তে আমি সমস্ত সে জলরাশি
করি দেখ পান॥

দিগ।—তাই তো বল্‌চি, কোনও ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বা ভোজবাজি দেখিয়ে তোমাকে কেউ বঞ্চনা করেচে।

সোম।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ! তুই আবার পরমেশ্বরকে ইন্দ্র-জাল ব'লে গাল দিচ্চিস্ ? (চিন্তা করিয়া) এর দৌরাত্ম্য তো আর সহ্য হয় না। (খড়্গ আকর্ষণ করিয়া)

এ করাল করবালে
কণ্ঠ ওর করিয়া ছেদন,
বুদ্‌বুদ্‌-ফেন-যুক্ত
রক্ত-স্রোত করি নিঃসারণ,
কালিকাকে নিবেদিয়া
করি তাঁর সন্তোষ সাধন ;
ডমরুর রবে তাঁর

অবশিষ্ট সে রুধির
করিবে তাহারা শেষে পান ॥
(খড়্গ উত্তোলন)
দিগ।—(সভয়ে) মহাশয়! অহিংসা পরমোধর্ম্ম।

(ভিক্ষুকের ক্রোড়ে প্রবেশ)

ভিক্ষু।—(কাপালিককে নিবারণ করিয়া) আহা, কৌতুকচ্ছলে একটা বাক্‌বিতণ্ডা হচ্ছিল, এর দরুণ বেচারাকে প্রহার করা কি উচিত?
সোম।—(খড়্গ ফিরাইয়া লইয়া স্থির ভাবে অবস্থান)
দিগ।—(আশ্বস্ত হইয়া) মহাত্মন্। যদি আপনি ক্রোধ সংবরণ করে' থাকেন, তবে পুনর্ব্বার কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।
সোম।—জিজ্ঞাসা কর।
দিগ।—আপনার পরম ধর্ম্মের কথা তো শুন্‌লেম, এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনার মতে মোক্ষ কিরূপ?
সোম।—শোন তবে :—

বিষয়-আনন্দ ছাড়ি' বল দেখি সুখ-বস্তু
দেখা গেছে কোথা?
জীবের আত্মার স্থিতি যে মুকতি—কে চাহে সে
উপল-অবস্থা?
চন্দ্র-চূড়-বপু ধরি' পার্ব্বতীর প্রতিরূপ
প্রেয়সীরে মহানন্দে করি' আলিঙ্গন
যেই জন ক্রীড়ামোদে সুখে বিচরণ করে
সেই মুক্ত—বলেন গো
দেব ত্রিলোচন ॥

ভিক্ষুক।—মহাশয়! বাসনা-বিরহিত হলেই মুক্তি হয়—এ কথা কি অশ্রদ্ধেয়?

দিগ।—ওরে কাপালিক! যদি রাগ না করিস্ তবে বলি, শরীরীর মুক্তি নিতান্তই যুক্তি-বিরুদ্ধ।

সোম।—(স্বগত) শ্রদ্ধার অভাবেই দেখছি এদের অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত হয়েচে; অতএব শ্রদ্ধাকে একবার এদের কাছে আনা যাক্। (প্রকাশ্যে)

শ্রদ্ধে! এখানে একবার এসো তো।

কাপালিকের রূপ ধরিয়া শ্রদ্ধার প্রবেশ।

করুণা।—(শান্তির প্রতি) সখি! দেখ দেখ, এ হচ্চে রাজসী শ্রদ্ধা।

অবিকল নীলোৎপল
সুচঞ্চল ইহার নয়ন,
নর-অস্থি মালিকায়
বিরচিত ইহার ভূষণ;
নিতম্ব ও পীন স্তনে
সুমন্থরা ইহার গো গতি
পুর্ণেন্দু-বদনা এই
বিলাসিনী মনোরমা অতি॥

শ্রদ্ধা।—(পরিক্রমণ করিয়া) এই এসেছি নাথ, কি আজ্ঞা হয় বল।

সোম।—প্রিয়ে! এই দুরভিমানী ভিক্ষুককে গ্রহণ কর।

শ্রদ্ধা।—(ভিক্ষুককে আলিঙ্গন)

ভিক্ষু।—(সানন্দে আলিঙ্গন করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া) আহা! এই কাপালিনী কি সুখস্পর্শা!

কত পীন-পয়োধরা বিধবার অনুরাগে
গাঢ়তর আলিঙ্গন
করিয়াছে এই ভুজদ্বয় ;
কিন্তু হেন পীনস্তনী ললনার আলিঙ্গনে
—বুদ্ধ-দিব্যি—কভু নাহি
হইয়াছে এত সুখোদয় ॥

আহা এই কাপালিক-দর্শন কি পুণ্যজনক ! ধন্য সোমসিদ্ধান্ত ! আশ্চর্য্য এই ধর্ম্ম ! দেখুন মহাশয় ! আমি এখনি বুদ্ধ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে' আপনার ভৈরবী-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হলেম। আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্য হলেম। আপনি আমাকে ভৈরবী-ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।

দিগ।— ওরে ভিক্ষুক ! তুই কাপালিনীর আলিঙ্গনে দূষিত হয়েচিস্ ; দূর হ, আমাকে স্পর্শ করিস্ নে।

ভিক্ষু।—ওরে ! তুই কাপালিনীর আলিঙ্গন-সুখে বঞ্চিত, তাই এই কথা বলচিস্।

সোম।—প্রিয়ে ! এই দিগম্বরকে গ্রহণ কর।

শ্রদ্ধা।—(দিগম্বরকে আলিঙ্গন)

দিগ।—(রোমাঞ্চিত হইয়া) অর্হৎ ! অর্হৎ !

আহা ! কাপালিনীর আলিঙ্গন কি সুখস্পর্শ ! সুন্দরি ! আমাকে আর একবার আলিঙ্গন কর।

(স্বগত) আমার যে অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-বিকার উপস্থিত হল—এখন করি কি ?

অয়ি পীন-ঘনস্তনী মোহিনী ললনা !
চতুর্দ্দিক-দৃষ্টিপাতী কুরঙ্গ-নয়না !

হও যদি কাপালিনি মম প্রেমাবদ্ধা,
কি করিবে পত্নী মোর ক্ষুদ্র সেই শ্রদ্ধা ?

আহা ! কাপালিক দর্শনই একমাত্র সুখ-মোক্ষের সাধন। ওগো আচার্য্য মহাশয় ! আমি এখন থেকে আপনাদের দাস হলেম, আমাকেও মহা-ভৈরব ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।

সোম।—তোমরা বোসো।

উভয়ে।—(উপবেশন)

সোম।—(সুরাপাত্র আনিয়া ধ্যানে মগ্ন)

শ্রদ্ধা।—সুরায় পাত্র পূর্ণ করেচি।

সোম।—(পান করিয়া অবশিষ্ট সুরা ভিক্ষুক ও দিগম্বরকে অর্পণ) এই পবিত্র ভব-মহৌষধ-অমৃত পান কর।

এই ভব-মহৌষধ
পবিত্র অমৃত কর পান
পশু-পাশ-ছেদক এ
—ভৈরব-ধরম-অনুষ্ঠান॥

উভয়ে।—(পরামর্শ)

দিগ।—আমাদের অর্হৎ-ধর্ম্মে সুরাপান নাই।

ভিক্ষু।—কাপালিকের উচ্ছিষ্ট সুরা কিরূপে পান করি ?

কাপা।—কি পরামর্শ হচ্চে ? (শ্রদ্ধার প্রতি) প্রিয়ে ! এখনও এদের পশুত্ব যায়নি ; তাই এরা আমার উচ্ছিষ্ট সুরা অপবিত্র মনে করচে। অতএব, তোমার মুখস্পর্শে পবিত্র করে' তারপর এদের অর্পণ কর ; কেননা শাস্ত্রকারেরা বলেন, "স্ত্রীমুখ সদা-শুচি"।

শ্রদ্ধা।—যে আজ্ঞে। (পানপাত্র গ্রহণ করিয়া পীতাবশিষ্ট প্রদান)

ভিক্ষু।—এ মহাপ্রসাদ। (চষক গ্রহণ করিয়া পান)

আহা ! এ সুরার কি সৌরভ, কি মাধুর্য্য !

ইতি পূর্ব্বে কতবার সুবদনা রূপবতী
বেশ্যাদের সাথে আমি
হইয়া মিলিত,
তাহাদের মুখোচ্ছিষ্ট সুরা করিয়াছি পান
বিকচ বকুল-পুষ্প-
গন্ধে আমোদিত ;
কিন্তু এবে জানিলাম কাপালিনী-মুখ-সুরা
না লভিয়া সুরগণ
সুধা-লালায়িত ॥

দিগ।—ওরে ভিক্ষুক! সব পান করিস্‌নে—কাপালিনীর মুখোচ্ছিষ্ট সুরা আমাকে কিছু দিস্‌।

ভিক্ষু।—(দিগম্বরকে চষক প্রদান)

দিগ।—(পান করিয়া) আহা! এ সুরার কি মধুরত্ব!—কি স্বাদ! কি গন্ধ! কি সৌরভ! হায়! আমি এতকাল অর্হৎ-ধর্ম্মে থেকে এমন সুরা-রসে বঞ্চিত ছিলেম? ওরে ভিক্ষুক! আমার গা ঘুরচে, আমি একটু শুই।

ভিক্ষু।—হাঁ, আমিও শুই। (উভয়ের তথা করণ)

কাপা।—দেখ প্রিয়ে! আমি এই অমূল্য দুটি ক্রীত দাস পেয়েছি—এসো এখন আমরা নৃত্য করি। (উভয়ের নৃত্য)

দিগ।—ওরে ভিক্ষুক! এই কাপালিক—নানা—আমাদের আচার্য্য মহাশয় কাপালিনীর সঙ্গে কেমন সুন্দর নৃত্য করচেন, ওদের সঙ্গে এসো আমরাও নৃত্য করি। (পদস্খলিত নৃত্য)

দিগ।—("অয়ি পীন-ঘনস্তনী মোহিণী ললনা" ইত্যাদি গান করণ)

ভিক্ষু।—চমৎকার এই কাপালিক ধর্ম্ম! এতে অক্লেশে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

সোম।—এই ধর্ম্ম কেমন চমৎকার! দেখ:—

এ ধরমে যাহারা গো করিয়াছে মুক্তি লাভ
—লভিয়াছে মহাসিদ্ধি না ত্যজি' বিষয়-রাগ;
আকর্ষণ, সম্মোহন প্রমথন, প্রক্ষোভন
উচ্চাটন-আদি বলে যায়
সে সব তো ক্ষুদ্র সিদ্ধি— বিদ্যাবান সাধকের
সে সকল যোগ-অন্তরায়॥

দিগ।—(উন্মত্ত হইয়া) ওরে কাপালিক! অথবা ওরে আচার্য্য! অথবা ওরে আচার্য্য-মশায়!

ভিক্ষু।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) সুরাপানে অনভ্যাস-বশত ও দেখ্‌চি মাতাল হয়ে পড়েছে—ওর এখন নেশা ছুটিয়ে দিন।

সোম।—আচ্ছা তাই করচি। (স্বমুখোচ্ছিষ্ট তাম্বূল দিগম্বরকে প্রদান)

দিগ।—(সুস্থ হইয়া) আচার্য্য মহাশয়! জিজ্ঞাসা করি, সুরা আহরণে আপনার যেরূপ ক্ষমতা, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি আকর্ষণেও কি আপনার সেইরূপ ক্ষমতা আছে?

সোম।—তুমি অত কেন জিজ্ঞাসা করচ? দেখ:—

কিবা বিদ্যাধরী কিবা স্বর্গ-সুরাঙ্গনা,
নাগ-কন্যা অথবা গো যক্ষের ললনা,
এতিন ভুবন মাঝে যারে চাহি আমি
তাহাকেই বিদ্যা-বলে হেথা টেনে আনি॥

দিগ।—ওহে! আমি গণনা করে জেনেছি, আমরা সবাই মহামোহের কিঙ্কর।

উভয়ে।—বাপু, তুমি ঠিক্‌ই জেনেছ।

দিগ।—এখন তবে রাজ-কার্য্য কি করতে হবে,এসো তার মন্ত্রণা করা যাক্‌।

সোম।—কি কাজ?—বল।

দিগ।—মহারাজের আজ্ঞা, সত্ত্বগুণের কন্যা সাত্ত্বিকী-শ্রদ্ধাকে আমাদের আকর্ষণ করে' আন্‌তে হবে।

সোম।—বল, সেই দাসীপুত্রী এখন কোথায় আছে, আমি বিদ্যাবলে এই দণ্ডেই তাকে এখানে আন্‌চি।

দিগ।—(খড়ি লইয়া গণনারম্ভ)

শান্তি।—সখি! হতভাগারা আমার মার কথা বলচে শুন্‌চি যে—মনোযোগের সহিত সমস্ত ব্যাপারটা তবে দেখা যাক্।

করু।—হাঁ সখি! (উভয়ের তথা করণ)

দিগ।—জলে নাস্তি, স্থলে নাস্তি,

নাস্তি সে গো গগনের মাঝে;

আছে বিষ্ণুভক্তি-সনে

—মহাত্মাগণের হৃদে রাজে॥

করু।—(সানন্দে) সখি! বাঁচা গেছে, শ্রদ্ধা এখন বিষ্ণুভক্তির কাছে আছেন।

শান্তি।—(হর্ষ)

ভিক্ষু।—ওহে দিগম্বর! কামনার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্কাম ধর্ম্ম এখন কোথায় আছেন তাও গণনা করে' বল।

দিগ।—(পুনর্ব্বার গণনা করিয়া "জলে নাস্তি স্থলে নাস্তি" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ)

সোম।—(সবিষাদে) হায় হায়! মহারাজের মহাকষ্ট উপস্থিত দেখ্‌চি।

দেবী বিষ্ণু-ভক্তি যিনি

একমাত্র সিদ্ধির কারণ,

তাঁর সাথে হয় যদি

সত্ত্ব-কন্যা শ্রদ্ধার মিলন;

ধর্ম্ম যদি কাম হতে

মুক্ত হয়ে করেন বিরাজ;

তা' হলেই সিদ্ধ যে গো

হবে সেই বিবেকের কাজ॥

এখন অর্থব্যয় করেও আমাদের প্রভু মহামোহের কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য। অতএব এস, এখন আমরা ধর্ম্ম ও শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করবার জন্য মহাভৈরবী বিদ্যাকে সেথান পাঠাই। (প্রস্থান)

শান্তি।—আমরাও এস এই হতভাগাদের সমস্ত ব্যাপার দেবী বিষ্ণু-ভক্তিকে জানাই গে।

(প্রস্থান)

ইতি পাষণ্ড বিড়ম্বন নামক তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

মৈত্রীর প্রবেশ।

মৈত্রী।—আমি মুদিতার নিকটে শুনলেম, ভগবতী বিষ্ণুভক্তি আমাদের প্রিয়সখী শ্রদ্ধাকে মহাভৈরবীর হাত হতে উদ্ধার করেছেন। না জানি শ্রদ্ধা এখন কোথায়; তাকে দেখবার জন্য আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। (পরিক্রমণ)

(ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা।—কানে দোলে নৃ-কপাল-কুণ্ডল ভীষণ;
দৃষ্টি-হতে বিদ্যুচ্ছটা ছুটে অনুক্ষণ;
মুরতি সে ভয়ঙ্কর, অনলের শিখা-সম
কেশ তার পিঙ্গল-বরণ;
দন্ত চন্দ্রকলাঙ্কুর, তাহার ভিতর হতে
লোল জিহ্বা করে নির্গমন;
—সেই মহা ভৈরবীরে হেরিয়া কদলী-সম
কাঁপিছে এখনো মোর মন॥

মৈত্রী।—(দেখিয়া) ঐ যে, প্রিয়সখী শ্রদ্ধা ভয়ে কদলি-পত্রের মত কাঁপতে কাঁপতে কি বলচেন; আমি ওঁর সম্মুখে আছি, তবু আমাকে দেখতে পাচ্চেন না; আচ্ছা তবে নিকটে গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা কই। (নিকটে গিয়া) প্রিয়সখি শ্রদ্ধা, আজ তোমাকে এত অন্যমনস্ক দেখচি কেন বল দিকি? আমি তোমার সম্মুখে রয়েছি, তবু তুমি আমাকে দেখতে পাচ্চ না?

শ্রদ্ধা।—(মৈত্রীকে দেখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) এ কি ! প্রিয়সখী মৈত্রী যে।

করাল যে কাল-রাত্রি তাহার দন্তের মাঝে
ছিনু এতক্ষণ,
তোমারে দেখিয়া সখি পাইনু আবার যেন
নূতন জীবন ॥

এসো সখি আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন কর।

মৈত্রী।—(তথা করিয়া) সখি ! বিষ্ণুভক্তি তো সেই মহাভৈরবীর প্রভাব নষ্ট করেছেন, তবু এখনও তোমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপচে কেন বল দিকি ?

শ্রদ্ধা।—("কানে দোলে নৃকপাল" ইত্যাদি)

মৈত্রী।—(সত্রাসে) উঃ ! হতভাগিনীর কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ! সে এসে কি করলে বল দিকি ?

শ্রদ্ধা।—সখি ! শোনো—

শ্যেন-পক্ষী-সম সে গো
ঊর্দ্ধ হতে সবেগে নামিয়া
এক হস্তে ধরমেরে
—অন্য হস্তে আমারে ধরিয়া,
সবেগে উঠিল পুন গগনে তখনি
নখাগ্রে ধরিয়া মাংস যেমতি শকুনী ॥

মৈত্রী।—কি সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনাশ ! (মূর্চ্ছিত)

শ্রদ্ধা।—সখি ! আশস্ত হও।

মৈত্রী।—(আশস্ত হইয়া) তার পর—তার পর ?

শ্রদ্ধা।—তার পর আমার আর্ত্ত-নাদে দেবী বিষ্ণুভক্তির হৃদয় আর্দ্র হল। তিনি তখনঃ—

ভুরুযুগ ভয়ঙ্কর সকোপ কুটিল ঘোর
রক্তিম লোচনে
করিলেন দৃষ্টিপাত ;— অমনি সে নভ হতে
পড়িল গো ভূমে
বজ্রাহত শিলা-সম, —জর্জ্জরিত ভগ্ন-অস্থি
হয়ে সে পতনে।

মৈত্রী।—ব্যাঘ্রীর মুখ হতে হরিণীর ন্যায়—কি ভাগ্যি শ্রদ্ধা ভৈরবীর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। তার পর প্রিয়সখি, তার পর ?

শ্রদ্ধা।—তার পর, দেবী বিষ্ণুভক্তি নিরুদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে বল্লেন ; "দেখ শ্রদ্ধে! দুরাত্মা মহামোহ আমাকে বড়ই অবজ্ঞা করে ; আমি তাকে সমূলে বিনষ্ট করব। আর তুমি বিবেকের নিকটে গিয়ে বল, তিনি যেন কামক্রোধাদিকে জয় করবার জন্য এখনি উদ্যোগ করেন ; তাহলেই বৈরাগ্যের প্রাদুর্ভাব হবে। আমিও প্রসন্ন হয়ে যথাসময়ে প্রাণায়ামাদি-দ্বারা তোমাদের সৈন্যকে অনুপ্রাণিত করব ; আর ধৃতসম্ভাবা আদি দেবীরাও, শান্তি আদির কৌশলে, বিবেকের সহিত উপনিষদ্‌ দেবীর সম্মিলনে যাতে প্রবোধের জন্ম হয়, তার উপায় চিন্তা করবেন।" তাই আমি এখন বিবেকের নিকট যাচ্চি। তুমি এখন কি করে' দিন কাটাবে বল দিকি সখি ?

মৈত্রী।—আমি এখন বিষ্ণুভক্তির আজ্ঞায়, মুদিতা দয়া ও উপেক্ষা এই তিন ভগিনীকে সঙ্গে নিয়ে, বিবেকের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত মহাত্মা সাধুদের হৃদয়ে বাস করব।

সুধীজন-প্রতি তারা
করিবেন মিত্র-ব্যবহার

জন্মিবে অনুকম্পা
দুঃখীদের হেরি' দুঃখ-ভার ;
পুণ্য-কার্য্যে তাঁহাদের
হইবে গো আনন্দ অপার ;
কুমতি জনের প্রতি
করিবেন উপেক্ষা বিস্তার।
আত্মা কলুষিত হলে'
রাগ লোভ দ্বেষ আদি-জন্ত
আমাদের অধিষ্ঠানে
এইরূপে হয়গো প্রসন্ন।

তাই, আমরা এই চার ভগিনী মিলে, যাতে প্রবোধের জন্ম হয়, এখন তারই চেষ্টায় থাক্‌ব। প্রিয়সখি এখন তুমি কোথায় গিয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবে বল দিকি ?

শ্রদ্ধা।—দেবী বিষ্ণু ভক্তি আরও এই কথা বল্লেন :—রাঢ় নামে একটি জনপদ আছে, সেইখানে ভাগীরথী-তীরের অলঙ্কার-স্বরূপ ভূতচক্র নামে যে তীর্থ, সেইখানে বিবেক ব্যাকুল-চিত্ত হয়ে, মীমাংসা-অনুগত বুদ্ধির দ্বারা কোনরূপে প্রাণ ধারণ করে', উপনিষদের সহিত মিলিত হবার জন্ত তপস্যা করচেন।

মৈত্রী।—তুমি তবে যাও প্রিয়সখি, আমিও আমার কাজ করিগে।

শ্রদ্ধা।—আচ্ছা সখি। (প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

রাজা বিবেক ও প্রতীহারীর প্রবেশ।

রাজা।—আরে পাপিষ্ঠ মোহ হতভাগা! তুই এই মহাত্মা পুরুষকে নিয়তই বধ কর্‌বি দেখ্‌ছি। এই আত্মা পুরুষ এখন :—

অনন্ত-মহিম শান্ত চিদানন্দ নিরঞ্জন
নিস্তরঙ্গ এমন যে অমৃত-সাগর-জল
—থাকিয়াও মগ্ন তাহে নাহি করে আচমন ;
আর মৃগতৃষ্ণার্ণব —অসার সে যে এমন—
তাতেই আমোদ তার —তাতেই অবগাহন,
সে জলেই আচমন, সে জল্‌ই কররে পান,
তাহাতেই নিমজ্জিত থাকে সে গো অবিরাম ॥

অথবা, সংসারচক্র-বাহক সেই মহামোহের যে অবোধ-মূল, তা' কেবল প্রবোদচন্দ্রোদয়ের দ্বারাই উন্মূলিত হবে। কেননাঃ—

ঈশ্বরোপাসনা-বীজ —যাহা হতে তত্ত্বজ্ঞান
স্বতঃ জনমায়—
তাহা ছাড়া, ভব-তরু -মোহ-মূল নাশিবার
নাহিক উপায় ॥

পুরাবেত্তাগণ বলেন, কৃতিদের কার্য্যে দেবতারা প্রায় সহায় হন। দেবী বিষ্ণুভক্তিও আমাকে আদেশ করেছেন যে, তুমি কাম ক্রোধদের জয় করবার জন্য উদ্যোগ করবে ; আর, তিনিও এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন। কাম তো বস্তুবিচারের অভাবেই বেঁচে আছে— অতএব, কামকে জয় করবার জন্য বস্তু-বিচারকেই পাঠান যাক্। (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) বেত্রবতি! বস্তুবিচারকে ডেকে নিয়ে এসো তো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে দেবি! (প্রস্থান করিয়া বস্তুবিচারের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

বস্তু।—বাস্তবিক কোন সৌন্দর্য্য আছে কিনা তা বিচার না করে', কেবল সৌন্দর্য্যের অভিমানেই হতভাগা কাম বৃদ্ধি পেয়ে, জগতকে সর্ব্বদাই বঞ্চনা করচে ; অথবা, দুরাত্মা মহামোহেরই এই কাজ। দেখ :—

প্রত্যক্ষ গো দেখিয়াও অশুচি-পুত্রিকা নারী,
পণ্ডিতেও উনমত্ত
প্রমোদিত অত্যাসক্ত
হয় কাম-বশে ;
কতই প্রশংসা করে ;— বলে, কিবা পদ্ম-নেত্র
কিবা ভুরু, কিবা ঊরু
নিতম্ব, উন্নত স্তন
কমল-বদনা সে॥

আরও, যে সকল বুদ্ধিমান লোক যথার্থ বস্তুবিচার করে' থাকেন, রক্ত-মাংস-অস্থি পঞ্জর-ক্লেদময়ী নারীতে তাঁদেরও বিরাগ নেই স্পষ্ট দেখা যায়। বস্তুত নারীতে নিজস্ব সৌন্দর্য্যগুণ কিছুই নেই ; তাতে কেবল ইতর গুণের অধ্যাস করা হয় মাত্র। দেখঃ—

চারু মুক্তাহার লতা, রুনু-ঝুনু মণিময়
কনক-নূপুর,
কুঙ্কুম-সম্ভব রাগ, বিচিত্র কুসুম-মালা,
সুগন্ধ মধুর,
বিচিত্র দুকুল-বাস, —এই সবে রমণীর
কল্পিত সৌন্দর্য্য দ্যাখে
অল্প-বুদ্ধি লোক ;
কিন্তু যারা দেখিয়াছে অন্তর বাহির তার,
তাহারাই জানে—নারী
দ্বিতীয় নরক॥

(আকাশে) আরে পাপিষ্ঠ চণ্ডাল কাম! তুই বিনা-অবলম্বনে আবির্ভূত হয়ে মহাপুরুষদের যে ব্যাকুল করে' তুলছিস্। দেখ, কাম কোন কামিনীকে দেখ্লেই মনে করেঃ—

এ ইন্দু-বদনা বালা চাহেগো আমারে;
সানন্দে আমার পানে কটাক্ষে নেহারে;
এই কমলাক্ষি নারী স্তন-আলিঙ্গনে
মিলিতে ইচ্ছুক অতি দেখ আমা সনে॥

কিন্তু ওরে মূঢ়!

কে করে গো ইচ্ছা তোরে,
ওরে পশু! কে দেখে বল তো?
মাংসাস্থি-নির্ম্মিত নারী
এর কিছু নহে অবগত;
কেমনে সে দে'খবে গো
পুরুষেরে—যে গো অমূরত।

প্রতী।—এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিক্ দিয়ে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

প্রতী।—ঐ মহারাজ বিবেক বসে আছেন, আপনি নিকটে গমন করুন।

বস্তু।—(নিকটে গমন করিয়া) মহারাজের জয় হোক্! আমি বস্তু-বিচার, প্রণাম করি।

রাজা।—(সসম্ভ্রমে) এইখানে বোসো।

বস্তু।—(বসিয়া) মহারাজ! এই আপনার কিঙ্কর উপস্থিত; অনুগ্রহ করে' আজ্ঞা করুন।

রাজা।—দেখ বাপু! মহামোহের সহিত আমার সংগ্রাম উপস্থিত; এই যুদ্ধে মহামোহের প্রধান বীর হচ্চে কাম; আর, তোমাকেই তার প্রতিযোগী যোদ্ধা স্থির করা গেছে।

বস্তু।—(সহর্ষে) মহারাজ আমাকে যেরূপ সম্মানিত করেছেন, তাতে আমি ধন্য হলেম।

রাজা।—আচ্ছা, কোন্ শস্ত্রবিদ্যার দ্বারা কামকে তুমি জয় করবে বল দিকি?

বস্তু।—আঃ! যে পুষ্পধনু-কামের পঞ্চশর মাত্র সম্বল, তাকে জয় করতে কি শস্ত্র গ্রহণের অপেক্ষা করে? দেখুনঃ—

নারীরে যখনি কেহ
করিবে গো স্মরণ দর্শন,
অমনি ইন্দ্রিয়-দ্বার
দৃঢ়রূপে করি' আচ্ছাদন,
প্রতি মুহু ধ্যান করি'
শেষের বিরস পরিণাম,
আর দেহ-বীভৎসতা
চিন্তন করিয়া অবিরাম,
—এইরূপে আমা হতে
উন্মূলিত হইবে সে কাম॥

রাজা।—সাধু! সাধু!

বস্তু।—আরও দেখুন:—

বিপুল-পুলিন নদী, পতন্ত নির্ঝর-জলে
সুমসৃণ শৈল-শিলা
যেথা বিদ্যমান;
ঘন-তরু বনরাজি; —ব্যাস-উক্ত শান্তি-বাণী
যেথায় গো উচ্চারিত
হয় অবিরাম;
সত্ত্বগুণ-বিভূষিত পণ্ডিতগণের যেথা
হয় সমাগম;

সেথা কি থাকিতে পারে মাংস-বসাময়ী নারী,

অথবা মদন ?

তা ছাড়া :—নারীই কামের প্রধান অস্ত্র ; অতএব তাকে জয় করলেই, তার যে সব সহায়, তারাও বিফল-চেষ্ট ও ভগ্নোদ্যম হয়ে পলায়ন করবে। তখন :—

চন্দ্র ও চন্দন, আর

জ্যোস্না-শুভ্র রাতি মনোরম ;

ভ্রমর-কুল-গুঞ্জন-

মুখরিত বিলাস-কানন ;

সুচারু বসন্তোদয় ; মেঘ-মন্দ্র-গরজন

বরষা-দিবস ;

কদম্ব-কুসুম গন্ধে সুরভিত সমীরণ

—মৃদুল-পরশ ;

শৃঙ্গার-প্রমুখ এই

কামের সহায় আছে যত

নারীরে করিলে জয়

ইহারাও হইবে নিহত ॥

অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, আজ্ঞা করুন মহারাজ আমি যুদ্ধ-যাত্রা করি।

কুরু-সৈন্য বিনাশিয়া যথা রণ-মাঝে

অর্জ্জুন করিল বধ শেষে সিন্ধু রাজে,

আমিও গো সেইরূপ আচ্ছন্ন করিয়া দিক্

বিচারের বাণে,

নাশিয়া অরাতি-সৈন্য বধিব গো অবশেষে

দুষ্ট সেই কামে ॥

রাজা।—(প্রসন্ন হইয়া) আচ্ছা তুমি তবে এখন শত্রু-বিজয়ের জন্য সজ্জিত হও।

বস্তু।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা।—বেত্রবতি! ক্রোধ-জয়ের জন্য ক্ষমাকে ডেকে নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ! (প্রস্থান করিয়া ক্ষমাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

ক্ষমা।—(ধৈর্য্য-সহকারে)

বিস্তারি' ক্রোধান্ধকার
সুবিকট ভ্রুকুটী-তরঙ্গ ভয়ঙ্কর,
সান্ধ্য কিরণ সম
নিঃক্ষেপিয়া আরক্তিম দৃষ্টি ঘোরতর,
শত্রুরা যে সুকঠোর পরনিন্দা কটুবাক্য
উচ্চারণ করে শত শত,
ধৈর্য্যশালী জনগণ —নিষ্কম্প নিরমল
সুগভীর সাগরের মত—
সেই সব নিন্দাবাক্য নির্ব্বিকার-চিত্তে দেখ
সহিয়া থাকেন অবিরত॥

(শ্লাঘা-সহকারে) দেখ! আমার—

বচনে না হয় গ্লানি, শিরোব্যথা, মনস্তাপ
দন্ত-পীড়ন আদি নাহি যার দেখা।
হিংসাদি অনর্থ-যোগ তাহাও ঘটে না মোর,
—ক্রোধ-জয়ে আমি শ্লাঘ্য একা॥

(উভয়ে পরিক্রমণ করিতে করিতে)

প্রতী।—প্রিয়সখি! ঐ মহারাজ, এইবার নিকটে এগিয়ে যাও।

ক্ষমা।—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্! আমি আপনার দাসী ক্ষমা, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।

রাজা।—বৎসে! এইখানে বোসো।

ক্ষমা।—(বসিয়া) আজ্ঞা করুন মহারাজ, এ দাসীকে কেন ডেকেচেন।

রাজা।—দেখ ক্ষমা! এই সংগ্রামে দুরাত্মা ক্রোধকে তোমার জয় কর্‌তে হবে।

ক্ষমা।—মহারাজের শ্রীচরণ-প্রসাদে আমি মহামোহকেই জয় করতে পারি, তো ক্রোধ;—ক্রোধ তো তার অনুচর মাত্র; তাকে আমি অচিরাৎ জয় করব।

যেই জন অকারণে বাধা দেয় বেদ-পাঠে,
যজ্ঞাদিতে, তপ অনুষ্ঠানে,
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-সম ক্রোধ যার অবিরত
ছুটিতেছে যুগল নয়ানে,
সেই পাপিষ্ঠরে আমি করিব নিধন
—মহিষেরে কাত্যায়নী বধিলা যেমন॥

রাজা।—আচ্ছা বল দেখি ক্ষমা, তুমি কি উপায়ে ক্রোধকে জয় করবে।

ক্ষমা।—মহারাজ! নিবেদন করি :—

হ'লে কেহ ক্রোধাবিষ্ট উপেক্ষিয়া হাসি-মুখে
দেখাইব সুপ্রসন্ন ভাব ;
নিন্দা সে করয়ে যদি কুশল পুছিব তার
কিছুমাত্র না করিয়া রাগ ;
প্রহার করয়ে যদি পাপ নাশ হল বলি'
আনন্দিত হইব অন্তরে ;
"অজিতাত্মা জীবগণ" —দৈববশে দুর্নিবার—
হঠাৎ গো এই কাজ করে

—ধিক্ তারা কৃপাপাত্র" ! —ইহা ভাবি' দয়াবশে
আর্দ্র যদি হয় গো হৃদয়,
বল দেখি মহারাজ , তখন কি হইতে পারে
চিত্ত-মাঝে ক্রোধের উদয় ?

রাজা।—সাধু! সাধু!

ক্ষমা।—মহারাজ! ক্রোধকে জয় করতে পারলেই, হিংসা, কঠোরতা, মদ, মান মাৎসর্য্যও আপনা হতেই পরাজিত হবে।

রাজা।—আচ্ছা তবে তুমি তাদের বিজয়ের নিমিত্ত যাত্রা কর।

ক্ষমা।—যে আজ্ঞে মহারাজ! (প্রস্থান)

রাজা।—(প্রতিহারীর প্রতি) আচ্ছা, এখন লোভকে জয় করবার জন্ত সন্তোষকে ডাকো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ! (প্রস্থান করিয়া সন্তোষের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

সন্তোষ।—(চিন্তা করিয়া অনুকম্পা সহকারে)

নানাবিধ বৃক্ষধরে
কতশত স্বেচ্ছালভ্য ফল ;
স্থানে স্থানে পুণ্যনদী
—তাহে মিষ্ট সুশীতল জল ;
সুখস্পর্শ শয্যা রহে
সুললিত লতাপত্রময় ;
তবু কৃপাপাত্রগণ
ধনীর দুয়ারে কষ্ট সয়॥

(আকাশে) ওরে মূর্খ! তোদের এই মোহ কি দুশ্ছেদ্য!

এই তুচ্ছ ধন-তৃষ্ণা
—মৃগতৃষ্ণা-সাগর সমান

দেখিয়া তবুও কিরে
নাহি হয় আশার বিরাম ?
শতধা বিদীর্ণ নাহি
হয় কিরে তোদের হৃদয় ?
বজ্জর প্রস্তরে উহা
দেখিতেছি গঠিত নিশ্চয়॥

তা ছাড়া, এই লোভ চিত্ত-মাঝে ক্রমশই বৃদ্ধি পায়।
পাইয়াছি এত ধন, আরো ধন পাব,
মূলধন করি এরে আরো তা বাড়াব;
এইরূপ ধন-চিন্তা —অহো কি আশ্চর্য্য দেখি—
করিতেছ তুমি দিবারাত,
ভাবোনা পিশাচী আশা মোহ-রাত্রে ঘেরি তোমা
সবলে গ্রাসিবে অচিরাৎ॥

অপিচ :—
যদিও গো কোনরূপে লব্ধ হয় ধন,
নিশ্চয় তাহার হবে বিলয় সাধন।

ধন নাশে, তব নাশে
দুয়েতেই ধনের বিয়োগ;
তোমার বিনাশে দেখ
ধন তব না হইবে ভোগ।
ধনলাভ, ধননাশ
—এর মাঝে কোন্‌টিগো পথ্য ?
লব্ধ ধন নাশ, কিম্বা
ধনাভাব—বল দেখি সত্য ?

আরও দেখ :—

মদভরে করে নৃত্য
মৃত্যু এই মাথার উপরে ;
জরারূপী ঘোর সর্প
তোমায় গো দেখ গ্রাস করে ;
বিষয়ের লোভ-গৃধ্র
গ্রাসে' আর সর্ব্ব চরাচরে।
অতএব ধৌত করি' বোধ-জলে
অবোধ-বহুল ধূলিজাল,
সন্তোষ অমৃতার্ণব—তারি তলে
মগ্ন হয়ে থাকো চিরকাল ॥

প্রতী।—ঐ আমাদের মহারাজ—আপনি নিকটে এগিয়ে যান।

সন্তোষ।—(তথা করিয়া) মহারাজের জয় হোক—আমি সন্তোষ, প্রণাম করি।

রাজা।—এইখানে বোসো। (আপনার কাছে বসাইয়া)

সন্তোষ।—মহারাজ! আপনার এই ভৃত্য উপস্থিত, এখন অনুগ্রহ করে' আজ্ঞা করুন।

রাজা।—তোমার প্রভাব তো জানাই আছে; তুমি অবিলম্বে লোভ জয়ের জন্য বারাণসী যাত্রা কর।

সন্তোষ।—যে আজ্ঞে মহারাজ :—

নান-মুখী লোভ সেই
—যে করে গো ত্রিলোক বিজয়—
তারে মহারাজ আমি
অনায়াসে জিনিব নিশ্চয়,

যথা রাম বধিল সে
দুর্বৃত্ত রাজা দশাননে
—যে ছিল প্রবৃত্ত সদা
দেব-দ্বিজ-বন্ধন-নিধনে ॥

(পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান)

“বিনীত” দূতের প্রবেশ।

বিনী।—মহারাজ! যুদ্ধযাত্রার মাঙ্গল্য-দ্রব্য-সকল আহরণ করা হয়েচে; আর, গণক এসে গমনের শুভ সময় নিরূপণ করে’ দিয়েচেন।

রাজা।—আচ্ছা তা হলে সেনাপতিদের সৈন্য পাঠাতে বল।

বিনী।—যে আজ্ঞে মহারাজ! (প্রস্থান)

নেপথ্যে।—ওহে তোমারা শোনো!

যাহাদের কুম্ভচ্যুত মদে মত্ত হয় ভৃঙ্গ
—এ হেন করীন্দ্রগণে করহ সজ্জিত;
যাহাদের বেগ-বলে পরাজিত প্রভঞ্জন
হেন তুরঙ্গম রথে করহ যোজিত;
কুন্তাস্ত্রে, সৃজন করি’ দিগন্তে নীলাব্জ-বন
বিচরুক পদাতি প্রথম;
তার পর, অসিলতা করিয়া ধারণ করে
অশ্বারোহী করুক গমন ॥

রাজা—আচ্ছা এখন তবে মঙ্গলাচরণ করে’ যাত্রা করা যাক্। (পারিপার্শ্বিকের প্রতি) ওহে! সারথিকে আমার সাংগ্রামিক রথ সজ্জিত করে আন্‌তে বল।

পারি।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

রথ লইয়া সারথির প্রবেশ।

সারথি।—মহারাজ! এই রথ সুসজ্জিত করে' আনা হয়েচে, এখন আরোহণ করুন।

রাজা।—(মঙ্গলাচরণ করিয়া রথে আরোহণ)

সারথি।—(রথবেগ দেখাইয়া) মহারাজ! দেখুন, দেখুন :—

খুরাগ্রে চুম্বিয়া ভূমি অশ্বগণ লয়ে যায়
রথখানি গগন-সীমায় ;
এমনি প্রচণ্ড বেগ গতি শুধু অনুমিত
খুরোত্থিত পথের ধূলায়।
কি ঘোর রথের শব্দ ঘর্ঘর ভীষণ!
মনে হয়, হইতেছে সাগর মন্থন॥

মহারাজ! ঐ দেখুন অনতিদূরে ত্রিলোকপাবনী বারাণসী নগরী।

সুধাকর-কর-সম শুভ্রবর্ণ এই সব
সউধ-শিখর ;
ধারা-যন্ত্র হতে ওই স্খলিত হইয়া জল
ঝরে ঝর ঝর ;
উচ্চে সুশোভিত ওই বিচিত্র পতাকাবলি
—সউধ-শিখরে যার দেখা
নিরমল শরতের মেঘ-প্রান্তে বিলসিত
যেন চারু তড়িতের লেখা॥

(পরিক্রমণ করিয়া)

প্রত্যেক মুকুলে অলি লগ্ন হয়ে করয়ে গুঞ্জন ;
প্রস্ফুটিত পুষ্প হতে বিন্দু বিন্দু ঝরি মকরন্দ
—মনে হয় বর্ষা এল ; পুষ্প-গন্ধে দিক্ আমোদিত ;

নিবিড় শ্যামায়মান তরুরের ঘন পত্র-পুঞ্জ
বিস্তারে তরল ছায়া ; সমীরণ—সেও দেখ কিবা
পাশুপত-ব্রতধারী তাপসের মত অভিসিক্ত
গঙ্গাজলে ;—নাতিদূরে, নগর-পর্য্যন্ত-সীমায়
এ হেন অরণ্য-ভূমি মহারাজ ওই দেখা যায় ॥
গঙ্গাজলে হয়ে আর্দ্র
মাখি শুভ্র পুষ্প-রেণুকণা,
সমীরণ চ্যুত-পুষ্পে
শিবে যেন করে গো অর্চ্চনা ;
ভ্রমর-গুঞ্জনে আর
করে দেখ কিবা স্তুতি পাঠ,
লতা-ভুজ-আন্দোলনে
আরো দেখ কিবা নৃত্য-নাট ॥

রাজা—(সানন্দে অবলোকন করিয়া) সারথি ! দেখ দেখ :—

চন্দ্রচূড়-বাসভূমি এই বারাণসী পুরী
আকৃষ্ট করে মোর মন ;
ব্রহ্মানন্দ-বিধায়িনী বিদ্যা যেন তমো নাশি'
মুক্তি পদে করে আনয়ন।
ধরা-কণ্ঠ-বিলম্বিনী
সুকুটিল মুক্তাবলী-প্রায়
ফেন-হাস্যে গঙ্গা যেন
উপহাসে' শশাঙ্ক-কলায় ॥

সারথি।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজ ! দেখুন দেখুন ; এই সেই ভাগীরথীর তীরের অলঙ্কার-স্বরূপ ভগবান আদি-কেশব নামক বিষ্ণুর পবিত্র মন্দির।

রাজা।—(দেখিয়া সহর্ষে) একি !

এ যে সেই দেব যাঁরে পুরাবেত্তাগণ
এ ক্ষেত্রের আত্মারূপে করেন কীর্ত্তন।
হেথা পুণ্যবান লোক ত্যজি' দেহ, শেষ
মুক্তি লভি' যাঁর মধ্যে করে গো প্রবেশ॥

সারথি।—মহারাজ! দেখুন, দেখুন,—এই কাম ক্রোধ লোভ আদি আমাদের দর্শন মাত্রেই দূরে পলায়ন করচে।

রাজা।—তাই বটে। এসো এখন আমরা ভগবান দেব আদি-কেশবকে নমস্কার করি। (রথ হইতে নামিয়া, প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া)

জয় জয় ভগবন! দেব-সেনা-চূড়ামণি-শ্রেণী
লুণ্ঠিত ও পাদপদ্মে; আর তারি নখর-প্রভায়
তব পাদপীঠ-দ্যুতি বিমিশ্রিত; তুমি দ্বৈত-ভ্রান্তি-
সন্তপ্ত ত্রিলোকের ভ্রম-নিদ্রা হরণে সুদক্ষ;
বরাহ-মূরতি ধরি জলমগ্ন পৃথিবীরে তুমি
উদ্ধারিলে; তাহে ক্লিষ্ট হ'ল তব দংষ্ট্রাগ্রভাগ;
তবু সেই দংষ্ট্রাগ্রে বিদরিলে কত মহাগিরি।
বামনের পাদদ্বয়ে লোকত্রয়ে হলে তুমি ব্যাপ্ত;
শ্রীকৃষ্ণের দেহ ধরি' বাহুবলে করি উত্তোলন
মহা গোবর্দ্ধন গিরি—ছত্ররূপে করি' তা ধারণ,
ইন্দ্রকৃত আকস্মিক সুপ্রচণ্ড অতি বৃষ্টি হতে
রক্ষিলে গোকুল-জনে, বিস্মিত করিয়া সর্ব্ব জন।
বিধবা করিয়া সব অসুর-বধূরে—প্রভু ওগো—
তাদের সীমন্ত-হতে সিন্দূর করিয়া অপনীত
লেপন করিলে তাহা সূর্য্য-দেহে;—তাই সে গো এবে
লোহিত-বরণ; আর, যবে নর-সিংহরূপ ধরি'

হিরণ্য-কশিপু-বক্ষ দশ নখে বিদারিলে তুমি
—সেই হস্ত-বিগলিত সুবিস্তীর্ণ শোণিত-ধারায়
মগ্ন হল ত্রিভুবন ; আবার, সে ত্রিলোকের রিপু
কইটভ-অসুরের সুকঠিন কণ্ঠ-অস্থি যবে
করিলে ছেদন তুমি,—সুদর্শন-চক্র হতে তব
বহু-জ্যোতি উল্কা-ছটা হইয়া গো বিনিঃসৃত
প্রচণ্ড দোর্দণ্ড তব প্রকটিত করিল জগতে।
চন্দ্র-অর্দ্ধ-শেখরের প্রেমাস্পদ তুমি যে গো প্রভু ;
সমুদ্র-মন্থন-কালে তব বাহুবলের প্রভাবে
ঘুরায়ে মন্দর-গিরি বিক্ষোভিলে ক্ষীরদ-সাগর ;
—তাহা হতে উঠি লক্ষ্মী আলিঙ্গিলা তোমা ভুজ-পাশে
—সেই আলিঙ্গন-ভরে পীনস্তন-পত্রাবলী-চিহ্ন
পড়ে ওই বক্ষস্থলে—এবে যাহে শোভে মুক্তামালা।
বৈকুণ্ঠদেব ওগো! করি আমি তোমায় প্রণাম,
সংশয়-বন্ধন কাটি' ভকতেরে দাও প্রভু জ্ঞান ॥

(মন্দির হইতে নির্গত হইয়া অবলোকন পূর্ব্বক) দেখ সারথি! এই উৎকৃষ্ট স্থান বারাণসীই আমাদের বাস-যোগ্য ; অতএব এই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করা হোক্।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি বিবেকোদ্যোগ নামক চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা।—(চিন্তা করিয়া) এই তো প্রসিদ্ধ পন্থা ; কেন না :—

এ বৈর-সম্ভব ক্রোধ কত কত জাতি কুল
করয়ে দহন
—পবন-আহত তরু- ঘরষণ-জাত যথা
বন হুতাশন॥

(সাশ্রু লোচনে) আহা ! সোদর-বিনাশ-জনিত শোকানল অতি দারুণ দুর্ণিবার ; শতশত বিচার-জলধরও তা মন্দীভূত করতে পারে না।

সিন্ধু, মহী, শৈল, নদী —ইহাদেরি ধ্বংস হবে
ঘটিবে নিশ্চয়,
তখন এ তৃণ-লঘু ক্ষণধ্বংসী জীব-নাশে
কিসের সংশয় ?
বন্ধুর নিধনে তবু,
এ বিষম শোক-হুতাশন
বিচার-শকতি নাশি’
করে মোর হৃদয় দহন॥

কাম-ক্রোধাদি ভ্রাতৃগণ আমার অপকার করলেও তাদের বিনাশে :—
মর্ম্মচ্ছেদ করে মোর,
দেহ মোর করয়ে শোষণ ;

হহে মোর অন্তরাত্মা
জলন্ত এ শোক-হুতাশন॥

চিন্তা করিয়া) সে যাই হোক, দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে এইরূপ আদেশ করেছেন; "দেখ বৎসে! আমি এখানে থেকে হিংসা ব্যাপারময় সংগ্রাম দেখতে পারব না; অতএব বারাণসী পরিত্যাগ করে', আমি এখন শালগ্রাম নামক ভাগবত-ক্ষেত্রে গিয়ে কিছুকাল বাস করব। সেখানে তুমি যুদ্ধের যথাযথ বৃত্তান্ত আমাকে জানাবে." তাই এখন আমি দেবীর নিকটে গিয়ে যুদ্ধ-বৃত্তান্ত নিবেদন করিগে। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো সেই চক্রতীর্থ; এইখানেই সংসার-সাগর-তরণীর কর্ণধার ভগবান হরি বাস করেন; (প্রণাম করিয়া) এই যে, ভগবতী বিষ্ণুভক্তি সাধুজন বেষ্টিত হয়ে, আমার কন্যা শান্তির সহিত কি কথা কচ্চেন। এইবার তবে নিকটে যাই।

বিষ্ণুভক্তি ও শান্তির প্রবেশ।

শান্তি।—দেবি! আপনাকে এত চিন্তাকুল দেখচি কেন?

বিষ্ণু।—বৎসে! এই বীরক্ষয়-মহাযুদ্ধে, প্রবল মহামোহের আক্রমণে বৎস বিবেকের না জানি কি ঘটেচে—তাই আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েচে।

শান্তি।—এর জন্য চিন্তা কি, আপনার অনুগ্রহ থাক্‌লে, নিশ্চয়ই মহারাজ বিবেকের জয় হবে।

বিষ্ণু।—দেখ বৎসে!

সুহৃজ্জন-অভ্যুদয় হইলেও সপ্রমাণ,
তাদের অনিষ্ট-শঙ্কা হৃদে হয় অবিরাম॥

বিশেষতঃ শ্রদ্ধা বহুকাল না আসায়, আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েচে।

শ্রদ্ধা।—(সহসা নিকটে আসিয়া) দেবি প্রণাম।

বিষ্ণু।—এস, এস শ্রদ্ধা এস;—মঙ্গল তো?

শ্রদ্ধা।—দেবীর প্রসাদে সমস্তই মঙ্গল।

শান্তি।—মা! প্রণাম।

শ্রদ্ধা।—এস বৎসে! আমাকে আলিঙ্গন কর।

শান্তি।—(তথা করণ)

বিষ্ণু।—শ্রদ্ধে! এখন সেখানকার সমস্ত বৃত্তান্ত বল।

শ্রদ্ধা।—দেবীর প্রতিকূলচারীদের সমুচিত শাস্তি হয়েছে।

বিষ্ণু।—সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা কর।

শ্রদ্ধা।—

দেবি! শ্রবণ করুন। আপনি আদি-কেশবের মন্দির হতে ফিরে আস্‌বার পর, ভগবান ভাস্কর যখন কিঞ্চিৎ পাটলবর্ণ কিরণ বিকীর্ণ করতে আরম্ভ করলেন', সেই সময়ে বিজয়-ঘোষণায় আহূয়মান বীরবর্গের সিংহ-নাদে দিগ্বিভাগ বধির হয়ে গেল; রথ-অশ্বের খুরোত্থিত ধূলিজালে সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হল; মদমত্ত করিগণের কুম্ভস্থিত সিন্দুরে দশদিক সন্ধ্যার মত প্রতিভাত হতে লাগল; তাদের ও আমাদের সৈন্য-সাগরের মধ্যে প্রলয়-কালীন মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দ হতে লাগল। সেই সময় মহারাজ বিবেক, ন্যায়-দর্শনকে দূত করে' মহামোহের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ন্যায়-দর্শন সেখানে গিয়ে মহামোহকে এইরূপ বল্লেন:—

অনুচর-সহ তুমি
ত্যজি' বিষ্ণুদেব-নিকেতন,
নদীকূল, পুণ্যবন,
আর পুণ্যবানদের মন,

যাও চলি' ম্লেচ্ছ-দেশে ; নতুবা খড়্গাঘাতে
প্রতি অঙ্গ হবে খান-খান ;
তাহা হতে বিগলিত রক্তধারা পান করি'
ফেরুগণ সব
ফেউ ফেউ রব করি' মহানন্দ প্রকাশিয়া
করিবে উৎসব।

বিষ্ণু।—তার পর—তার পর ?

শ্রদ্ধা।—তার পর, দেবি ! মহামোহ ললাট-তটে বিকট ভ্রুকুটি বিস্তার করে' বল্লে :—"হতভাগা বিবেক এই দুর্নীতির ফল ভোগ করুক" ; আর, এই কথা বলে', অতিপাষণ্ডদের সহিত পাষণ্ড-শাস্ত্র-সকলকে যুদ্ধে পাঠালে। তারপর, আমাদেরও সৈন্যগণের সম্মুখে,—

পুরাণ বেদ-বেদাঙ্গ স্মৃতি-আদি ধর্ম্মশাস্ত্র
আর ইতিহাস
—এই সবে বিভূষিতা সরস্বতী হইলেন
সহসা প্রকাশ॥

বিষ্ণু।—তার পর, তার পর ?

শ্রদ্ধা।—তার পর, বৈষ্ণব-শৈবাদি সর্ব্বশাস্ত্র দেবীর নিকটে এসে উপস্থিত হলেন।

বিষ্ণু।—তার পর ?

শ্রদ্ধা।—তার পর :—

মীমাংসা ও ন্যায় সাংখ্য মহাভাষ্য-শাস্ত্রাদিতে
হয়ে পরিবৃত,
ন্যায়শাস্ত্র শতবাহু বিস্তারিয়া, দিকদশ
করি' উদ্ভাসিত,

ত্রিনয়না বেদত্রয়ী —ধরমেন্দু-কান্তিমুখী—
দুর্গার সমান
সমর-উৎসুক হয়ে বাগ্‌দেবী-সনমুখে
হল অধিষ্ঠান ॥

শান্তি।—(সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! স্বভাব-প্রতিদ্বন্দ্বি পরস্পর-বিরুদ্ধ শাস্ত্রদের মধ্যে কিরূপে সম্মিলন ঘটল?

শ্রদ্ধা।—বৎসে!

সুমবংশজাত জন
হলেও বিরোধী পরস্পর,
শত্রু-আক্রমণে, লভে
জয়-লক্ষ্মী হয়ে একত্তর ॥

এই হেতু, বেদ-প্রভৃত এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ববিচারে অবান্তর-বিরোধ থাকলেও, বেদ-সংরক্ষণ ও নাস্তিকপক্ষ খণ্ডন-বিষয়ে তাদের সকলেরই মধ্যে ঐক্য দেখা যায়।

অনন্ত, অব্যয়, শান্ত,
অজ, জ্যোতি, এক পরব্রহ্ম
বহুবিধ শাস্ত্রাগমে
বহুরূপে হন প্রতিপন্ন।
রজোগুণে মুখ্য করি'
কেহ করে ব্রহ্মারে কীর্ত্তন;
সত্ত্বগুণে মুখ্য করি'
কেহ করে বিষ্ণু আরাধন;
তমোগুণে মুখ্য করি'
কেহ করে শিবেরে স্থাপন,

জলের প্রবাহ-সব নানা পথ দিয়া যথা
শেষে আসি' জলধিতে
হয়গো পতন ;
সেইরূপ নানা শাস্ত্র ভিন্ন পথে, বেদ-মূল
জগদীশ্বরেই সবে
করে নিরূপণ ॥

বিষ্ণু।—তার পর ?—

শ্রদ্ধা।—তার পর দেবি ! সহস্রধারায় অজস্র শরবর্ষণ করে' উভয় পক্ষের চতুরঙ্গিণী-সেনা পরস্পর তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল।

বহুল শোণিত-নদী
খরবেগে হল প্রবাহিত ;
মাংস-পঙ্কে কঙ্ক-পক্ষী
বসে সবে হইয়া ক্ষুধিত।
শর-হত হয়ে যত উত্তুঙ্গ মাতঙ্গ পড়ে
পর্ব্বতের প্রায়,
তাহে স্রোতোবেগ লাগি, প্লবমান ছত্র-সম
চূর্ণ হয়ে যায় ॥

সেই দারুণ সংগ্রামে বৌদ্ধশাস্ত্র, পাষণ্ড-শাস্ত্রের অগ্রে ছিল ; ওদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকায়, পরস্পরের মর্দ্দনে বৌদ্ধ-শাস্ত্রের বিনাশ হল। এইরূপে, পাষণ্ড-শাস্ত্র নির্ম্মূল হয়ে বেদান্তাদি শাস্ত্র-স্রোতে ভেসে গেল। এই দেখে বৌদ্ধেরা সিন্ধু, গান্ধার, পারসীক, মগধ অঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করলে ; পাষণ্ড দিগম্বর সিদ্ধান্ত, কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতিরা পামর-পূর্ণ পাঞ্চাল, মালব, আভীর দেশে গিয়ে গুপ্তভাবে বিচরণ করতে লাগল ; আর নাস্তিকদের তর্কশাস্ত্র-সকলও,

ন্যায় ও মীমাংসার দারুণ প্রহারে জর্জ্জরিত হয়ে, বৌদ্ধশাস্ত্রের পশ্চাদ্-গামী হল।

বিষ্ণু।—তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর, বস্তুবিচারের দ্বারা কাম হত হল; ক্রোধ হিংসা ও নিষ্ঠুরতাদের সংহার কর্‌লেন ক্ষমা; লোভ তৃষ্ণা দৈন্যাদি চৌর্য্য মিথ্যাবাদ, প্রতিগ্রহ—এদের দমন করলেন সন্তোষ। আর, অন-সূয়া জয় করলেন মাৎসর্য্যকে, ও পরোৎকর্ষ-কামনা জয় করলেন মদকে।

বিষ্ণু।—তা বেশ হয়েছে; এখন মহামোহের সংবাদ কি?

শ্রদ্ধা।—দেবি! মহামোহ্ যোগ-ব্যাঘাতের সহিত কোথায় যে লুকিয়ে আছে তা কিছুই জানা যাচ্চে না।

বিষ্ণু।—তবে তো দেখ্‌চি মহা-অনর্থের অবশিষ্ট এখনও কিছু রয়েছে; এখনি এর পরিহার করা কর্ত্তব্য। কেননা:—

পরম-সম্পদ-কামী
বিজ্ঞ জন উপেক্ষা করিয়া
অগ্নি-শেষ, ঋণ-শেষ
শত্রু-শেষ না দেয় রাখিয়া॥

আচ্ছা, মনের সংবাদ কি বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—দেবি! তিনিও পুত্র পৌত্রাদির বিনাশ-জনিত শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে জীবন বিসর্জ্জন করতে উদ্যত হয়েছেন।

বিষ্ণু।—(ঈষৎ হাসিয়া) তার জীবন গেলে, আমরা তো সবাই কৃতার্থ হই, আত্মাপুরুষও পরম শান্তি লাভ করেন; কিন্তু তার মৃত্যু কোথায়?

শ্রদ্ধা।—দেবি! আপনি যে প্রবোধের জন্মদানে কৃতসংকল্প হয়েছেন, সেই প্রবোধের উদয় হলেই, মন আর শরীরের সঙ্গে থাকৃতে পারবে না।

বিষ্ণু।—আচ্ছা, রোসো, আমি তার বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য ব্যাস-সরস্বতীকে (বেদান্ত দর্শন) পাঠাচ্ছি।

(প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

মন ও সঙ্কল্পের প্রবেশ।

মন।—(সাশ্রুলোচনে) হা পুত্র কাম ক্রোধ! হা বৎস অহঙ্কার! তোমরা কোথায় গেলে?—উত্তর দেও। রাগ দ্বেষ মদ-মান-মাৎসর্য্য!—তোমরা আমাকে আলিঙ্গন কর। আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হয়ে পড়চে। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া বিহ্বলভাবে) এই অনাথ বৃদ্ধের সহিত যে কেহই সম্ভাষণ করচে না—আমার সেই অসূয়া প্রভৃতি কন্যারা কোথায়? আর আশা তৃষ্ণাদি পুত্রবধূগণ তারাই বা কোথায়? আমার মত হতভাগ্যের সঙ্গে থাকায়, তারাও কি দৈব-কর্ত্তৃক অপহৃত হল? (বিহ্বল হইয়া) ওহোহো!

বিষানল-সম ইহা
সর্ব্ব অঙ্গে করে সঞ্চরণ;
দহে মর্ম্ম-স্থল মোর;
—সর্ব্ব দেহে বেদনা বিষম;
বিবেক বিলুপ্ত হয়
—হৃদয়-চেতনা করে নাশ;
অহো! এই শোক-জ্বর
সবলে জীবন করে গ্রাস॥

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সঙ্কল্প।—রাজন্! আশ্বস্ত হোন্।

মন।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) কি ?—আমার এই অবস্থা দেখে দেবী প্রবৃত্তিও আমাকে সান্ত্বনা করচেন না ?

সঙ্কল্প।—(সাশ্রুলোচনে) মহারাজ! দেবী প্রবৃত্তি এখন আর কোথায় ? তিনি যে পুত্রশোকানলে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন।

মন।—(আবেশ-সহকারে) হা প্রিয়ে! কোথায় তুমি ?—উত্তর দেও।

স্বপনেও দেবি তুমি না করিতে সুখভোগ
আমার বিহনে,
আমিও গো তোমা বিনা মৃতবৎ থাকিতাম
নিদ্রার শয়নে।
দারুণ বিধাতা এবে তোমারে গো আমা হতে
করিয়াছে দূর,
তবু আমি আছি বেঁচে —তবু এ পাষাণ-প্রাণ
না হইল চূর।

(পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সঙ্কল্প।—রাজন্! আশ্বস্ত হোন—আশ্বস্ত হোন।

মন —(আশ্বস্ত হইয়া) আর আমার প্রাণধারণের প্রয়োজন নাই। সঙ্কল্প! তুমি আমার চিতা রচনা কর ; আমি চিতানলে প্রবেশ করে' শোকানল নির্ব্বাণ করি।

ব্যাস-সরস্বতীর প্রবেশ।

সরস্বতী।—ভগবতী বিষ্ণুভক্তি এই কথা বলে' আমাকে পাঠিয়ে দিলেন যে, "সখি! মন, সন্তান-বিয়োগ-দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়েচে—তুমি গিয়ে তাকে প্রবোধ দেও, যাতে তার বৈরাগ্যোৎপত্তি হয় তার চেষ্টা কর।" তা, এইবার আমি তবে নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) বৎস! তুমি শোকে এরূপ অভিভূত হয়েছ কেন ? তুমি

তো জানো সংসারের সকল বস্তুই অনিত্য; আর তুমি ইতিহাস, উপাখ্যানাদিও তো পাঠ করেছ।

কল্পশত দীর্ঘজীবী
ব্রহ্মা ইন্দ্র দেবাসুরগণ,
'মনু-আদি মুনি, আর
কোটি কোটি জলধি ভুবন,
সবে হয় কালে নষ্ট;
অতএব সিন্ধু-ফেন-প্রায়
পঞ্চাত্মক দেহ এই
যখন গো পঞ্চত্বরে পায়,
—কেন লোকে করে শোক?
—একি ঘোর মোহ, হায় হায়!

তাই বলি, সংসারের অনিত্যতা চিন্তা কর, নিত্যানিত্য-বস্তু-দর্শীকে শোকাবেশ স্পর্শ করতে পারে না।

কেননা :—

একব্রহ্ম অদ্বিতীয়
নিত্য সত্য তিনিই কেবল;
আর সব বিকল্পিত
যাহা কিছু দেখ এ সকল।
একত্বকে দেখে যে গো সর্ব্ব বস্তুময়
—তার কাছে কোথা মোহ, কোথা শোকোদয়॥

মন।—শোক দূষিত মনে বিবেকই স্থান পায় না, তো সংসারের অনিত্যতা-চিন্তা স্থান পাবে কি করে'?

সর।—দেখ বৎস! স্নেহদোষে এইরূপ হয়ে থাকে; তাই স্নেহই সকল অনর্থের বীজ বলে' প্রসিদ্ধ। দেখ :—

প্রিয়া নামে ক্লেশরাশি —বিষ-বল্লীবীজ সেই—
করে নর প্রথমে বপন ;
শীঘ্র তাহা হতে হয় অশনি-অনল-গর্ভ
স্নেহময় অঙ্কুর উদ্গম ;
তাহা হতে জনমিয়া শত দীপ্ত শাখাযুক্ত
শোক-দ্রুম যত
তুষের অনল সম মানব-শরীর করে
দগ্ধ অবিরত ॥

মন।—দেবি! স্নেহ বশতই এইরূপ হয় তা আমি জানি, তবু শোকাগ্নি-দগ্ধ প্রাণ আর আমি ধারণ করতে পারচি নে। যাইহোক, অন্তিম-কালে যে আপনার দর্শন পেলেম এই আমার পরম সৌভাগ্য।

সরস্বতী :—দেখ, আত্মহত্যার চেষ্টাও অত্যন্ত গর্হিত। তা ছাড়া, এই অপকারীদের জন্য তোমার কেন এত শোকাবেগ? দেখ :—

এ অপত্য-বান্ধবাদি করেনা, করেনি কভু,
কখনই করিবে না তব উপকার ;
উহারা গো মনুষ্যের সুখের নিমিত্ত নহে
—বিচ্ছেদে মরমচ্ছেদ হয় মাত্র সার।
তবু হায় জীবগণ তাহাদেরি তরে দেখ
কতই আয়াস ক্লেশ সহে অনিবার।
তাছাড়া তাদের জন্য :—
কত ভরা-নদী তুমি না হয়েছ পার ;
কত না গো লঙ্ঘিয়াছ পর্ব্বত পাহাড় ;
কত হিংস্র জীবপূর্ণ সুভীষণ বনভূমে
করেছ প্রবেশ ;

ধনমদ-মসীম্লান ধনী-মুখ হেরি' কত
পাইয়াছ ক্লেশ ;
কতই না পাপিষ্ঠেরা তোমা-দিয়া করায়েছে
দুরিত অশেষ ॥

মন।—সে কথা সত্য, তথাপি :—

বহু দিন হ'তে যারা যতনে লালিত হয়ে
বিচরে গো হৃদয়ের মাঝে,
সেই সব আত্মজের দারুণ বিচ্ছেদ-কষ্ট
প্রাণমর্ম্মচ্ছেদ-সম বাজে ॥

সর।—বৎস! মমতা-নিবন্ধনই এই মোহ উৎপন্ন হয়—কথায় বলে :—

গৃহ-কুক্কুটেরে "বিল্লি" ভক্ষণ করিলে, দুঃখ
হৃদি-মাঝে যত খানি হয়,
মমতা-বিহীন কোন চটক মূষিকে খেলে
তত দুঃখ না হয় উদয় ॥

অতএব, সর্ব্বানর্থ-বীজ যে মমতা, আরই উচ্ছেদার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য। দেখ :—

দেহ হতে কত কীট হয় গো উৎপন্ন
—লোকে তাহা করে দূর করি' কত যত্ন।
জগৎ-জনের হায় একি মোহ-স্নেহ!
—অপত্য-কীটের তরে শোষে নিজ দেহ ॥

মন।—দেবি! তা হলেও, আমার মনে হয়, মমতা-গ্রন্থি দুঃচ্ছেদ্য।

যে মমতা,—ওগো দেবি!—
নিরন্তর অভ্যাসের বশে

জীবনের স্নেহ-সূত্রে
গ্রথিত রয়েছে দৃঢ় পাশে
—জানেন কি ভগবতি!—এ হেন বন্ধন
কি উপায়ে—কেমনে গো হয় বিমোচন ?

সর।—বৎস! সংসারের অনিত্যতা-চিন্তাই মমতা-বন্ধন ছেদনের প্রথম উপায়। দেখ:—

কত তব দারাসুত কত পিতা পিতামহ
আর খুল্লতাত,
বিস্তৃত আবহমান এই এ সংসারে আসি'
কোটিবার গত;
বিদ্যুতের প্রভা-সম ক্ষণস্থায়ী এই সব
সুহৃদ-সজন;
—সুখী হও, এই কথা পুনঃ পুনঃ চিত্ত-মাঝে
করিয়া স্থাপন॥

মন।—ভগবতি! আপনার প্রসাদে আমার মোহ দূর হল। কিন্তু:—

তব মুখ চন্দ্র-হতে বিগলিত যে বিমল
উপদেশামৃত
—ধৌত হলেও তাহে— শোক-ঊর্ম্মি-জলে তবু
ম্লান এই চিত্ত॥

অতএব, এই আর্দ্র স্নেহ-প্রহারের যদি আর কোন ঔষধ থাকে তো আজ্ঞা করুন।

সর।—এর উপদেশ তো মুনিরাই দিয়ে গেছেন;—

সহসা উৎপন্ন যেই
মর্ম্মভেদী গাঢ় শোকভার

—অচিন্তা ঔষধ তার
—উহাতেই হয় প্রতীকার ॥

মন।—ভগবতি! একথা সত্য; কিন্তু আমার চিত্ত যে দুর্নিবার।

বাতাহত মেঘ যথা ইন্দু-বিম্বে বারম্বার
করে আচ্ছাদন,
সেইরূপ চিন্তা-রাশি অভিভূত করে চিত্ত
না মানি' বারণ ॥

সর।—বৎস, শোনো বলি, তুমি তবে শান্তিরসাশ্রিত কোন বিষয়ে চিত্ত নিবেশ কর।

মন।—সে শান্তিরসাশ্রিত বিষয়টি কি, ভগবতি আজ্ঞা করুন।

সর।—বৎস! যদিও সেটি গোপনীয়, তথাপি শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে সে বিষয়ের উপদেশ দিতে দোষ নেই।

স্মরণ করিবে নিত্য
জলধর-শ্যাম সে হরিরে
—কেউর-কুণ্ডল হার
মুকুটাদি ধৃত যে শরীরে।
কিম্বা ব্রহ্মে হয়ে মগ্ন
—যিনি শুদ্ধ আনন্দ কেবল—
লভহ আত্মার শান্তি
গ্রীষ্মে যথা হ্রদ সুশীতল ॥

মন।—(চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস) ভগবতি! আপনিই আমাকে ত্রাণ করলেন। (পদতলে পতন)

সর।—বৎস! এখন তোমার হৃদয় উপদেশ-সহিষ্ণু হয়েচে—এখন তবে আরও কিছু উপদেশ দি শ্রবণ কর।

পিতাপুত্র সুহৃদেরা পড়িলে গো মৃত্যুমুখে,
জড়বুদ্ধি মূঢ়জন
শোক-বশে অধীর হইয়া
করে সবে উদর তাড়ন।
এ বিরস-পরিণাম অসার সংসার-মাঝে,
বিয়োগ, সুধীর মনে,
শান্তি-সুখ আনি' করে
বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সাধন॥

বৈরাগ্যের প্রবেশ।

নীলোৎপল-প্রান্ত-সম সূক্ষ্মায়ত চর্ম্ম দিয়া
না করিত বিধি যদি দেহ আচ্ছাদন;
তাহা হলে তৎক্ষণাৎ কাক গৃধ্র ব্যাঘ্র আসি'
দেহ-চ্যুত রক্ত-মাংস করিত ভক্ষণ
—বল তো কে নিবারিত তাদের তখন?

আরও দেখ:—

বিষয়-জনিত রস চঞ্চল চপলা সম
বিরস অন্তিমে;
মৃত্যু রাজে দেহে দেহে, নাশ সদা বিদ্যমান
সুপ্রচুর ধনে;
প্রতি লোক করে শোক,
বহুল অনর্থ ললনায়;
তবু ভ্রমে ঘোর পথে
—নহে রত ব্রহ্মে কেহ হায়!

সর।—বৎস! এই দেখ তোমার বৈরাগ্য উপস্থিত, একে সম্ভাষণ কর।

মন।—বাছা, তুমি কোথায়?

বৈরাগ্য।—এই যে আমি, প্রণাম করি।

মন।—বৎস! তুমি জন্মগ্রহণ করেই আমায় পরিত্যাগ করে গিয়েছিলে, এখন আমাকে আলিঙ্গন কর।

বৈরাগ্য।—(তথা করণ)

মন।—বৎস! তোমাকে দেখে আমার শোকের উপশম হল।

বৈরাগ্য।—এতে আবার শোক কিসের?

পথিমধ্যে হয় যথা
পান্থ-সনে পান্থের মিলন;
তরুতে তরুতে যথা
নদী-স্রোতে হয় গো সঙ্গম;
মেঘে মেঘে হয় স্পর্শ
যেমতি গো গগনের তলে;
সাগরে মিলন যথা
পরস্পর বণিকের দলে;
সেইরূপ, পিতামাতা ভ্রাতা পুত্র সুহৃদের
জানিবে সংযোগ;
সুবিজ্ঞ পণ্ডিত জন জানিয়া এ সার কথা
করে কি গো শোক?

মন।—(সানন্দে) দেবি! বৎসের কথাই ঠিক্—ওর কথা শুনে:—

নবীন-যৌবনা নারী, মধুপ-ঝঙ্কারী দ্রুম,
প্রফুল্ল নব মল্লিকা—
সুরভিত মন্দ সমীরণ;

—উদ্দাম বিবেক-বলে দূর হয়ে তমোরাশি—
মৃগ তৃষ্ণিকার প্রায়
এ সমস্ত দেখি গো এখন॥

সর।—বৎস! তা হলেও, গৃহী ব্যক্তির ক্ষণকালও অনাশ্রমী হয়ে থাক্‌তে নেই; অতএব, আজ থেকে নিবৃত্তিই তোমার সহধর্ম্মিণী হোন্।

মন।—(সলজ্জে) যে আজ্ঞে দেবি।

সর।—দেখ বৎস! শম, দম, সন্তোষ প্রভৃতি তোমার পুত্রগণ তোমার সেবা করুক; যম নিয়মাদি অমাত্যবর্গ তোমার সহচর হয়ে থাকুক; তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবেক তোমার অনুগ্রহে উপনিষৎ দেবীর সহিত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হোক্; মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা, এই যে চার ভগিনী—এদের ভগবতী বিষ্ণুভক্তি পরিচারিকা করে' তোমার নিকটে পাঠিয়েছেন—এদের উপর তুমি প্রসন্ন থেকো।

মন।—ভগবতি! আপনার সমস্ত আজ্ঞাই শিরোধার্য্য। (সহর্ষে পদতলে পতন)

সর।—বৎস! তুমি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির প্রতি সাদর দৃষ্টি রেখো; আর, তোমার সঙ্গে এদের রেখে চিরকাল সাম্রাজ্য ভোগ কর। তুমি সুস্থ থাক্‌লে, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আত্মাও প্রকৃতিস্থ হবেন। কেন না:—

তব সঙ্গবশে আত্মা জন্মমৃত্যুজরাযুক্ত
ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তি লভি',
—এক, নিত্য, হইয়াও— ধরে বহুমূর্ত্তি, যথা
সাগর-তরঙ্গে দেব রবি।
বহির্বিষয়িনী বুদ্ধি সংহারিয়া কোন মতে
পার' যদি করিতে গো তুষ্ণীরে ধারণ,

তাহলে লভিবে আত্মা প্রগাঢ় সহজানন্দ

—মুখচ্ছায়া ধরে যথা স্বচ্ছ দরপণ ॥

আচ্ছা এখন তবে, জ্ঞাতিদের তর্পণের নিমিত্ত ভাগীরথী-জলে অবতরণ কর।

মন।—যে আজ্ঞে দেবি!

(সকলের প্রস্থান)

ইতি বৈরাগ্যোৎপত্তি নামক পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

শান্তির প্রবেশ।

শান্তি।—মহারাজ বিবেক আমাকে এইরূপ আদেশ কর্‌লেন, "দেখ শান্তি, তুমিতো জান :—

মনের তনয়গণ হইলে নিঃশেষ,
মহামোহ পলাইল হয়ে নিরুদ্দেশ।
বৈরাগ্যকে পেয়ে মন প্রশান্ত সুস্থির,
পঞ্চক্লেশ আর তারে না করে অধীর।
সে আত্মা-পুরুষ্‌ও এবে হয়ে মুক্তদ্বার
তত্ত্বজ্ঞান চারিদিকে করিছে বিস্তার॥

অতএব তুমি উপনিষৎ দেবীকে অনুনয় করে' শীঘ্র আমার নিকটে নিয়ে এসো।"

একি! আমার মা শ্রদ্ধা কি একটা কথা বল্‌তে বল্‌তে এই দিকেই আস্‌চেন যে।

শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা।—আহা! আজ অনেক দিনের পর মহারাজ বিবেকের রাজধানী দেখে আমার চক্ষু অমৃত-রসে পূর্ণ হল।

অসাধুর দণ্ড যেথা,
পূজ্য যেথা যম-আদিগণ,
—আর করে বন্ধুবর্গ
জগৎ-পতিরে আরাধন॥

শান্তি।—(নিকটে আসিয়া) মা! তুমি কি-একটা কথা বলতে বলতে কোথায় যাচ্ছ?

শ্রদ্ধা।—বৎসে! "অসাধুর দণ্ড যেথা" ইত্যাদি।

শান্তি।—মা! এখন মনের প্রতি সেই জগৎ-পতি আত্মার কিরূপ ভাব বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—বধ্য ও নিগ্রহ-যোগ্য ব্যক্তির প্রতি যেরূপ ভাব হয়ে থাকে সেইরূপ!

শান্তি।—তবে কি প্রভু আত্মা স্বয়ংই স্বরাজ্য অলঙ্কৃত করবেন?

শ্রদ্ধা।—হাঁ তাই বটে; কিন্তু মন যদি আত্মার অনুগত হয়ে থাকে, তা হলে, স্বরাজ্যের কেন, মনও সর্ব্বরাজ্যের অধীশ্বর হতে পারে।

শান্তি।—আচ্ছা, মায়ার প্রতি আত্মার কিরূপ অনুগ্রহ বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—মায়ার প্রতি নিগ্রহের কথা জিজ্ঞাসা না করে', অনুগ্রহের কথা কেন জিজ্ঞাসা করচ? আত্মা, মায়াকে সকল অনর্থের বীজ জেনে, তাকে নিগ্রহেরই যোগ্য বিবেচনা করেন।

শান্তি —আচ্ছা, তাহলে এখন রাজকুলের অবস্থা কিরূপ?

শ্রদ্ধা।—শোনো বলি :—

"নিত্যানিত্য-বিচারণা"
"সুমতির" সখী প্রণয়িনী;
যম-আদি "মন"-মিত্র
—শম দম-আদি সখা গণি;
মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা-আদি, আর সে তিতিক্ষা
—ইহারাই জানিবে গো তাহার সেবিকা;
"মুক্তি-ইচ্ছা" আত্মার সে নিত্য-সহচরী;
সবলে উচ্ছেদ-যোগ্য তাঁহার যে অরি
—তার মধ্যে সঙ্কল্প, মমতা, মোহ, ধরি॥

শান্তি।—আচ্ছা, এখন ধর্ম্মের সহিত আত্মার কিরূপ প্রণয়?

শ্রদ্ধা।—বৈরাগ্যের সংসর্গে এসে অবধি, আত্মা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ভোগাভিলাষেই বিরত হয়েছেন।

পাপ-ফল নরকেরে
যেরূপ করেন তিনি ভয়,
পুণ্য-ফল স্বর্গাদিও
এবে তাঁর ভয়ের বিষয়;
সকল কামনা-রাশি করি' বিসর্জ্জন
পুণ্য-করমেও তাঁর নাহি এবে মন॥

আর ধর্ম্মও এখন ভাবচেন, আত্মার অন্তর্দৃষ্টি প্রবল হওয়ায় তাঁর কার্য্য সিদ্ধি হয়েছে; তাই, তিনিও এখন শিথিল-চেষ্ট হয়ে পড়েচেন।

শান্তি।—আচ্ছা, মহামোহ যেসকল যোগ-বিঘ্নদের সঙ্গে নিয়ে লুকিয়ে ছিল, এখন তাদের সংবাদ কি?

শ্রদ্ধা।—সেই হতভাগ্য মহামোহ দুর্দশাপন্ন হয়েও, সংসারিক সুখে আত্মাকে প্রলোভিত করবার জন্য, "মধুমতী" নামক সর্ব্বভোগ-সিদ্ধির সহিত যোগ-বিঘ্নদের আত্মার নিকট পাঠিয়েছিল। তাতে মহামোহের অভিপ্রায় এই যে, আত্মা এদের প্রতি অনুরক্ত হলে, বিবেক ও উপনিষদের কথা একবার চিন্তাও করবেন না।

শান্তি।—তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা:—তার পর, তারা আত্মার নিকটে উপস্থিত হয়ে, কোন এক প্রকার ভেল্‌কি দেখিয়ে দিলে। তখন:—

শতেক যোজন হতে পশিল আত্মার কানে
নানা দিক্ হতে নানা শবদ আরাব;

পুরাণ, ভারত, বেদ বাঙময় গাথা-আদি
অশ্রুত হইলেও হ'ল আবির্ভাব ;
ইচ্ছা-অনুসারে আত্মা সংযোজি' বিশুদ্ধ পদ
কত শাস্ত্র, কত কাব্য
করিল রচনা ;
ভ্রমিল সকল লোকে, দেখিল গো অনায়াসে
মেরুস্থিত রত্নস্থলী
—দীপ্তি অতুলনা ॥

এইরূপে আত্মা যখন "মধুমতী" সিদ্ধি লাভ করলেন, তখন সুমেরু বাসাভিমানিনী দেবতা-রূপধারিণী অঙ্গনারা তাঁকে ছলনা করে' এইরূপ বলতে লাগল :—"ওগো! তুমি এইখানে এসো, এখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, এ স্থানটি স্বভাবতই রমণীয়। এই দেখ, বিবিধ-বেশ-বিলাসিনী রূপলাবণ্যবতী প্রণয়-মনোহারিণী বিদ্যাধরী-সকল মঙ্গলার্ঘ্য হস্তে করে' তোমার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত। এখানে :—

কনক-সিকতাময়ী নদী বহমানা ;
নারী সব ঘন-উরু, কমল-আননা ;
মরকত-মণি-দল শোভে বন-শ্রেণী
পুণ্যার্জ্জিত সর্ব্ব-ভোগ ভুঞ্জহ এখনি" ॥

শান্তি।—তার পর—তার পর ?

শ্রদ্ধা।—বৎসে! এই কথা শুনে মায়া বল্লে, "আত্মার পক্ষে এ অতি শ্লাঘনীয়", ;—মনও অনুমোদন করলে ; সঙ্কল্পও আত্মাকে উৎসাহ দিলে ; আত্মাও তাতে সম্মত হলেন।

শান্তি।—(খেদ সহকারে) হা ধিক্! আত্মা আবার সেই সংসার-মায়া-জালে পতিত হলেন ?

শ্রদ্ধা।—না না, তা নয়।

শান্তি।—তার পর, তার পর ?

শ্রদ্ধা।—এই সময়ে আত্মার পার্শ্ববর্ত্তী তর্ক, "মধুমতী"-প্রভৃতিদের প্রতি ক্রোধ-কষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করে', আত্মাকে সম্বোধন করে' এইরূপ বল্লেন :—প্রভো ! সভা-তর্কের ন্যায় সমাপ্তি-রহিত এই সকল বিষয়ামিষ-লুব্ধ ব্যক্তিদের সংসর্গ ত্যাগ করুন। আপনি যে পুনর্ব্বার বিষয়-রূপ অঙ্গার-রাশির মধ্যে পতিত হয়েচেন, তা কি বুঝতে পাচ্চেন না ? দেখুন :—

ভবসিন্ধু তরিবারে বহুদিন হতে যেই
যোগ-তরি করিলেন
অবলম্বন
তাহারে ত্যজিয়া এবে মদ-বশে কেমনে গো
অঙ্গারের নদী-মাঝে
হলেন মগন ?

শান্তি :—তার পর, তার পর ?

শ্রদ্ধা।—তার পর সেই কথা শুনে, "বিষয়দের মঙ্গল হোক্—তাতে আমার প্রয়োজন নাই"—এই কথা বলে' আত্মা মধুমতীকে উপেক্ষা করলেন।

শান্তি।—সাধু সাধু ! মা ! তুমি এখন কোথায় যাচ্চ ?

শ্রদ্ধা।—প্রভু আত্মা আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন, "আমি বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ করতে চাই, তুমি শীঘ্র তাঁর কাছে যাও"—তাই আমি এখন মহারাজের নিকট যাচ্চি।

শান্তি।—মহারাজও আমাকে উপনিষৎকে আন্তে আদেশ করেচেন। তা এসো, এখন আমরা প্রভুর আদিষ্টকার্য্য সম্পাদন করি।

(প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

আত্মা পুরুষের প্রবেশ।

অনুচর।—(চিন্তা করিয়া সহর্ষে) অহো! ভগবতী বিষ্ণুভক্তির কি মাহাত্ম্য! তাঁর প্রসাদে আমি :—

ক্লেশের তরঙ্গ ঘোর হইয়াছি পার ;
করেছি মমতা-ভ্রম সব পরিহার ;
মিত্র কলত্র-আদি মকরের গ্রাস আমি
করেছি লঙ্ঘন ;
নিভায়েছি ক্রোধানল ; তৃষ্ণা-লতা-পাশ সব
করেছি ছেদন ;
সংসার-সাগর ঘোর পার হতে আছে বাকি
অল্পই এখন ॥

উপনিষৎ ও শান্তির প্রবেশ।

উপ।—সখি! যিনি ইতর লোকের স্ত্রীর ন্যায় বহুদিন হতে আমাকে একলা ফেলে চলে গিয়েছিলেন, এখন কি করে' আমি সেই নির্দ্দয় স্বামীর মুখাবলোকন করব ?

শান্তি।—দেবি! কেন তাঁকে ভর্ৎসনা করচেন ? তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়েছিলেন বলেই' আপনার নিকটে আস্‌তে পারেন নি।

উপ।—সখি! আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছিল তা তো তুমি দেখনি, তাই এইরূপ বল্‌চ। শোনো তবে :—

দুর্ভাগ্যবশত মোর কোন কোন অরসিক
পাপাত্মা হেথায় আসি'
—বিবেক থাকিলে দূরে— কতনা করেছে চেষ্টা
করিতে গো মোরে দাসী।

বাহুর কঙ্কণ-মণি
করিয়াছে ভগন দলিত
লুটিয়া চূড়ার রত্ন
কেশ পাশ করেছে দূষিত॥

শান্তি।—দেবি! এ সমস্ত মহামোহেরই দুশ্চেষ্টা; এতে মহারাজ বিবেকের কোন অপরাধ নাই। কেন না, ইতিপূর্ব্বে সেই মহামোহই কামক্রোধাদির দ্বারা মনকে বুঝিয়ে বিবেককে দূরীভূত করে। আর দেখ, স্বামী কোন বিপদে পড়লে, তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে' থাকাই কুলবধূদের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। এখন তবে আপনি দর্শন দিয়ে ও প্রিয় কথায় আলাপ করে' স্বামীর তুষ্টিসাধন করুন। সম্প্রতি তাঁর সমস্ত শত্রু বিনষ্ট হয়েচে,—সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়েচে।

উপ।—সখি! আমি যখন এখানে ফিরে এলেম, বাছা গীতা আমাকে এই কথা বল্লে যে, "তোমার স্বামী বিবেকের, ও তোমার শ্বশুর আত্মাপুরুষের প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর প্রদান করে' তাঁদের তুষ্ট কর, তা হলেই প্রবোধের জন্ম হবে।" কিন্তু এখন আমি গুরুজনদের সমক্ষে কেমন করে' ধৃষ্টতা করি বল।

শান্তি।—নানা, তাঁর এই বাক্য অবিচারে আপনার পালন করা কর্ত্তব্য। ভগবতী বিষ্ণুভক্তিও প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের কথা, মহারাজ বিবেক ও আত্মাপুরুষের কাছে বলেছেন। এখন তবে নিজ স্বামী ও আত্মা-পুরুষকে দর্শন দিয়ে আপনি তুষ্ট করুন।

উপ।—আচ্ছা প্রিয়সখি, তাই করব।

(পরিক্রমণ)

রাজা বিবেক ও শ্রদ্ধার প্রবেশ।

রাজা।—শ্রদ্ধা! শান্তি কি আমার প্রিয়া উপনিষৎকে দেখ্‌তে পাবে?

শ্রদ্ধা।—মহারাজ! শান্তি তাঁর বাসের সন্ধান জেনেই তাঁর কাছে গেছে, কেন তাঁকে দেখ্‌তে পাবে না?

রাজা।—কি করে' সন্ধান জান্‌তে পারলে?

শ্রদ্ধা।—মহারাজ! দেবী বিষ্ণুভক্তিতো একথা পূর্ব্বেই বলেছেন যে, উপনিষৎ-দেবী তর্কবিদ্যার ভয়ে, মন্দর-পর্ব্বতে বিষ্ণুর-মন্দিরে গীতার সহিত বাস কর্‌চেন।

রাজা।—তর্কবিদ্যা হ্‌তে তাঁর আবার ভয় কিসের?

শ্রদ্ধা।—সে কথা তিনি নিজেই আপনাকে বল্‌বেন। তবে আসুন মহারাজ! ঐ দেখুন প্রভু আত্মাপুরুষ আপনার আগমন প্রতীক্ষায় নির্জ্জন স্থানে বসে আছেন।

রাজা।—(নির্জ্জনে গিয়া) প্রভো! অভিবাদন করি।

আত্মাপুরুষ।—বৎস! তুমি যে আমাকে প্রণাম করচ—এটা নীতিবিরুদ্ধ; কেন না, তুমি জ্ঞান-বৃদ্ধ; উপদেশদানে তুমি আবার পিতৃস্থানীয় হয়েচ।

পুরাকালে দেবগণ
ধর্ম্মপথে হ'লে হতজ্ঞান,
বলিতেন পুত্রগণে
উপদেশ করিবারে দান।
ধর্ম্ম উপদেশকালে সেই পুত্রগণ
করিত গো পিতাদের পুত্র সম্বোধন॥

তুমিও এখন সর্ব্বপ্রকারে পিতার ন্যায় আমাদের প্রতি ব্যবহার কর—এইটিই ধর্ম্ম-সঙ্গত।

শান্তি।—দেবি! ঐ দেখুন, প্রভু আত্মাপুরুষ মহারাজ বিবেকের সহিত নির্জ্জনে বসে আছেন, ওঁর নিকটে গিয়ে প্রণাম করুন।

উপ।—(আত্মার নিকটে গমন)

শান্তি। প্রভো!—ইনি উপনিষৎ-দেবী, আপনার পাদ-বন্দনা কর্‌তে এখানে এসেছেন।

আত্মা।—না না, উনি যেন আমাকে প্রণাম না করেন; কেন না, আমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে' উনি আমার মাতৃতুল্য পূজনীয়া হয়েচেন। অথবা:—

কার অনুগ্রহ বেশি
—একবার কর যদি ধ্যান
—দেবী ও মাতার মাঝে
দেখিবে গো বহু ব্যবধান;
মাতা সে মমতা পাশ করেন বন্ধন,
আর দেবী সেই পাশ করেন ছেদন॥

উপ।—(বিবেককে দেখিয়া নমস্কার করিয়া দূরে উপবেশন)

আত্মা।—মা! বল দিকি এতদিন কোথায় কাটালে?

উপ।—প্রভো!

মঠের চত্বর-আদি আর যেথা যত আছে
শূন্য গর্ভ দেব-নিকেতন।
—সেই সব স্থানে আমি মুখর মূর্খ-সনে
করিনু গো দিবস যাপন॥

আত্মা।—আচ্ছা, তারা কি তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানে?

উপ।—না না—কিছুমাত্র না।

মম বাক্য অর্থ তারা
না করি বিচার যথাযথ
—দ্রাবিড়-স্ত্রী উক্তি-সম—
ব্যাখ্যা করে নিজ ইচ্ছামত॥

তাই আমার মনে হয়, পরের অর্থ গ্রহণই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আত্মা।—তার পর, তার পর?

উপ।—

পথিমধ্যে একদিন দেখিলাম যজ্ঞবিদ্যা
আছেন বেষ্টিত
কৃষ্ণাজিন, অগ্নি, কাষ্ঠ যজ্ঞ পশু, সোমলতা,
যজ্ঞাদি-সহিত;
কর্ম্মকাণ্ড করিতেছে
উপদেশ কার্য্যের পদ্ধতি,
আর তিনি শুনিছেন
হইয়া গো সমুৎসুক অতি॥

আত্মা।—তার পর, তার পর?

উপ।—তার পর আমি ভাবলেম, এই পুস্তক-ভার-বাহিনী যজ্ঞবিদ্যা কি আমার তত্ত্ব জান্‌তে পারবে?—আচ্ছা, এঁর সঙ্গেই নয় কিছুদিন কাটান যাক্।

আত্মা।—তার পর?

উপ।—তার পর, আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, তিনি আমাকে বল্লেন, "ভদ্রে! তুমি কি মনে করে' আমার কাছে এসেছ?" আমি উত্তর করলেম "আমি অনাথা, আপনার সহিত বাস করতে ইচ্ছা করি!"

আত্মা।—তার পর, তার পর?

উপ।—তিনি বল্লেন, "তুমি এখানে থেকে কি করবে?" আমি বল্লেম:—

যাঁহা হতে হয় এই বিশ্বের উদয়,
যাঁহাতে করয়ে ক্রীড়া, যাঁতে হয় লয়;

যাঁহার প্রকাশে ভায় জগৎ-সংসার,
যিনি গো সহজানন্দ তেজের আধার,
অক্রিয় শাশ্বত শান্ত সর্ব্বভূতেশ্বর,
পুনর্জন্ম এড়াইতে যোগী কৃতী নর
দ্বৈত-অন্ধকার-রাশি করি' অতিক্রম
যাঁর মধ্যে ধ্যান-যোগে হয়েন মগন
—আমি সেই পুরুষেরে করিব কীর্ত্তন ॥

যজ্ঞবিদ্যা চিন্তা করে' বল্লেন :—

অকর্ত্তা পুরুষ যে গো
ঈশ্বর সে হইবে কেমন ?
ভব-পাশচ্ছেদী—ক্রিয়া,
— তত্ত্বজ্ঞান নহে কদাচন।
শান্তমনা জন তাই
মুক্তিপ্রদ ক্রিয়া-কর্ম্ম করি',
করে সদা অভিলাষ
বাঁচিতে গো শতবর্ষ ধরি॥

অতএব, আমার বিবেচনায় এখানে তোমার থাকবার প্রয়োজন নাই ; তবে যদি পাপ-পুণ্যের কর্ত্তা ও ভোক্তা জীবাত্মার স্তব স্তুতির জন্য এখানে কিছুকাল থাকতে ইচ্ছে কর, তাতে কোন দোষ দেখি নে।

রাজা।—(উপহাস-সহকারে) কি আশ্চর্য্য ! যজ্ঞকুণ্ডের ধোঁয়ায় তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে সেই সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধিও দেখ্‌চি লোপ পেয়েছে ; নৈলে তিনি এরূপ কুতর্ক করবেন কেন ?

লৌহ যথা স্বভাবত
অচেতন—নিজে নাহি চলে ;

চুম্বকের কাছে থাকি'

সঞ্চালিত হয় তারি বলে ;

—বিশ্বেশ্বর-ইচ্ছাবলে হইয়া প্রেরিত

মায়াই জগৎসবে করে প্রসারিত ;

—ঈশ্বরের ঐশীশক্তি মায়াতেই স্থিত ॥

অতএব :—

তম-অন্ধজনদের ঈশ্বরি গো দৃষ্টি,

অজ্ঞান-প্রভব আর এ সমস্ত সৃষ্টি ;

যজ্ঞবিদ্যা নাশিবেন অজ্ঞানান্ধকার ?

—তম দিয়া তমোনাশ ইচ্ছা দেখি তাঁর !

স্বভাবত নীলবর্ণ

তমোময় এ সপ্ত ভুবন

করেন প্রকাশ যিনি

—তাঁরে জানি' সুবিদ্বান জন

মৃত্যু অতিক্রম করে

—মুক্তি-পন্থা নাহি অন্য কোন ॥

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর যজ্ঞবিদ্যা একটু চিন্তা করে' এই কথা বল্লেন্ :—"দেখ সখি ! আমার ছাত্রগণ তোমার সংসর্গে থাকলে বাসনা পরিত্যাগ করে' কর্ম্মকাণ্ডে শ্লথাদর হবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হয়ে অন্য কোন অভিলষিত প্রদেশে যাও।

আত্মা।—তার পর ?

উপ।—তার পর, আমি তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেম !

আত্মা।—তার পর ?

উপ।—তার পর, কর্ম্মকাণ্ডের সহচরী মীমাংসার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল।

শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণাদি থাকি' তাঁর অনুগত
করিছে নির্দ্দেশ :—
কি প্রকারে কর্ম্ম-ভেদে হয় অধিকার ভেদ
বিশেষ বিশেষ।
তিনিও যে সব কর্ম্মে
করিছেন নিজে সংযোজন
—উপদিষ্ট অতিদিষ্ট—
নানা অঙ্গ মনের মতন॥

আত্মা।—তার পর, তার পর?

উপ।—তার পর, তাঁকেও জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন :—"তুমি এখানে থেকে কি কর্‌তে চাও?" আমি বল্লেম :—"যাহা হতে হয় এই বিশ্বের উদয়" ইত্যাদি।

আত্মা।—তার পর?

উপ।—তার পর মীমাংসা, পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "লোকান্তর-ফলোপভোগযোগ্য জীবাত্মার সেবার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন আছে বটে, অতএব এই উপনিষৎকেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করা হোক্। শিষ্যের মধ্যে কেউ কেউ এই কথায় অনুমোদন করলে, কিন্তু মীমাংসার হৃদয়-দেবতাস্বরূপ কুমারিলস্বামী নামে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অপর একজন শিষ্য এই কথা বল্লেন :—"দেবি! উপনিষৎ কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা জীবাত্মার উপাসনা করতে ইচ্ছা করেন না, ইনি অকর্ত্তা অভোক্তা পরমাত্মার উপাসনা করতে চান—তাই বলি, ইনি কর্ম্মকাণ্ডের উপযুক্ত নন।" এই কথা শুনে, অপর একজন শিষ্য, কুমারিলস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে "এই

লৌকিক পুরুষ—জীবাত্মা ছাড়া ঈশ্বর নামে আর কেউ আছেন কি ?” তখন কুমারিলস্বামী হেসে বল্লেন, আছেন বৈকি :—

জগতের চেষ্টা-আদি
একজন করেন দর্শন ;
হইয়া মোহেতে অন্ধ
নাহি দেখে অন্য একজন।
একজন চাহে সদা করমের ফল,
অন্যজন ফলদান করেন কেবল।
একজন কর্ম্ম-ফলে হয়গো শাসিত ;
অন্যজন শরীরীর শাস্তা গো নিশ্চিত।
নিঃসঙ্গ পুরুষ যিনি,—কেমনে বলনা—
তাঁহাতে কর্ত্তার ভাব হয় সম্ভাবনা ?

রাজা।—সাধু কুমারিলস্বামি! সাধু কুমারিলস্বামি! তুমিই যথার্থ জ্ঞানী—দীর্ঘজীবী হও।

দুই পক্ষী সহচর সখা পরস্পর
এক বৃক্ষ আলিঙ্গিয়া রহে নিরন্তর।
তার মধ্যে একজন সুপক্ক পিপ্পল-ফল
করেন ভক্ষণ ;
অন্যে অনশন থাকি' শুধু মাত্র তাহারে গো
করেন দর্শন॥

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর আমি মীমাংসার নিকটে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেম।

আত্মা।—তার পর ?—

উপ।—তার পর, তর্কবিদ্যার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। দেখ্‌লেম, বহু শিষ্য তাঁর সেবায় নিযুক্ত।

কোন এক তর্কবিদ্যা,—"জীবাত্মা ও ঈশ্বর ভিন্ন"
—এ দ্বৈত-বিশেষ-বাদ করিছে কল্পনা ;
কোন এক তর্কবিদ্যা ছল, জাতি, আদি ন্যায়ে
বাদ বিতণ্ডা জল্প করিছে যোজনা ;
অন্য এক তর্কবিদ্যা প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদ
করিছে রচনা,
মহৎ অহঙ্কার-আদি সৃষ্টি-ক্রম-তত্ত্ব সব
করিয়া গণনা ॥

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর, আমি তাঁদের নিকট উপস্থিত হ'লে তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করায় আমি বল্লেম :—"যাঁহা হ'তে হয় এই বিশ্বের উদয়" ইত্যাদি। তখন তাঁরা প্রকাশ্যে উপহাস করে' আমাকে বল্লেন :—আরে পাপিষ্ঠ বাচাল ! "পরমাণু হতেই বিশ্ব উৎপন্ন হয়েচে ; ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত-কারণ মাত্র।" অপর তর্কবিদ্যাটি সক্রোধে বল্লেন :—"আরে পাপিষ্ঠ! যেমন দুগ্ধের বিকার দধি—সেইরূপ ঈশ্বরকে কেন বিকারী বলে' তুই দাঁড় করাচ্চিস্ ?—নারে না, প্রকৃতিই জগৎ-উৎপত্তির প্রধান কারণ।

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! দুর্ব্বুদ্ধি তর্কবিদ্যারা এও জানে না যে, ঘটাদির ন্যায় সকল কার্য্যই প্রেমের কারণ হতে উৎপন্ন ;—পরমাণু-প্রাধান্যও আর একটা কিছুকে অপেক্ষা করে। তা ছাড়া :—

জল-প্রতিবিম্ব-চন্দ্র অন্তরীক্ষ-গত-পুরী,
স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল-আদি যেমন অলীক,
উৎপত্তি-ধ্বংশযুক্ত সমস্ত জগৎ এই
উহাদেরি মত সব জানিবে গো ঠিক।

এ আত্মা আমার বলি'
যতদিন হয় অনুমান,
না জনমে ততদিন
কাহার ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান।
শুক্তিতে রজত বোধ
—মাল্যে বোধ হয় ভুজঙ্গম;
তত্ত্ববোধোদয় হ'লে
তবে ঘোচে এই সব ভ্রম॥

ঈশ্বরে যে বিকার শঙ্কা করা হচ্চে, সে মুগ্ধবধূর বিচিত্র বেশভূষার ন্যায়—তাতে প্রকৃত রূপের কোন অন্যথা হয় না, বেশেরই পরিবর্ত্তন হয় মাত্র।

অনুদিত জ্যোতি শাস্ত আনন্দস্বরূপ যিনি
নিত্য-ব্যক্ত, নিরমল, নাহি অবয়ব,
—বিশ্ব-উৎপাদন-কার্য্যে স্বরূপে বিকৃতি তাঁর
বল দেখি কি করিয়া হইবে সম্ভব?
নীলোৎপল-দল-বর্ণ মেঘরাজি সদা নভে
হয় যে উদিত,
তাহাতে সে নভস্তল —বল দেখি—কিছুমাত্র
হয় কি বিকৃত?

আত্মা।—সাধু, সাধু! বুদ্ধিমান বিবেকের বাক্যে আমি প্রীত হলেম। (উপনিষদের প্রতি) তার পর, তার পর?

উপ।—তার পর, তর্কবিদ্যারা সকলেই ক্রুদ্ধ হ'য়ে বল্লেন:—"এ নাস্তিক-পথাবলম্বিনী হয়ে বল্‌চে কিনা, বিশ্বের লয়েতেই মুক্তি হয়—অতএব একে শাসন করা আবশ্যক"। এই বলে' ক্রোধভরে আমার প্রতি তাঁরা ধাবিত হলেন।

সকলে।—(সত্রাসে)

উপ।—তার পর, আমি সত্বর পলায়ন করে' দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেম। তার পর, মন্দর-পর্ব্বতের উপকণ্ঠে মধুসূদন-মন্দিরের অনতিদূরে যখন এলেম তখন তারা আমার :—

বাহুর কঙ্কণ-মণি
করিল গো চূর্ণ বিদলিত ;
লুটিয়া চূড়ার রত্ন
কেশপাশ করিল দূষিত।
ছিন্ন মুকুতার হার হ'ল অপহৃত
অঙ্গ হ'তে বসনাদি হইল স্খলিত ॥

রাজা।—তার পর ?

উপ।—তার পর, গদা হস্তে কতকগুলি পুরুষ দেবালয় হতে বেরিয়ে এসে অতি নির্দ্দয়ভাবে সেই তর্ক-বিদ্যাদের প্রহার করায় তারা দিগদিগন্তে পলায়ন করলে।

সকলে।—(সহর্ষে) সাধু, সাধু !

রাজা —তোমার প্রতি এরূপ অত্যাচার ভগবান বিশ্বসাক্ষী কখনই সহ্য করবেন না।

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর, যেতে যেতে আমার পায়ের নূপুর খসে পড়ল—আমি তখন ভীত হয়ে গীতার আশ্রমে প্রবেশ করলেম। সেখানে বৎস গীতা আমাকে দেখে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে, মা মা বলে' আলিঙ্গন করে' আমাকে বস্‌তে বল্লেন, পরে সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকটে অবগত হয়ে আমাকে বল্লেন :—"দেখ মা ! এতে দুঃখ কোরো না। যারা তোমার অপ্রমাণ করে' অসুর সত্তা প্রচার করচে, ঈশ্বরই তাদের শাস্তিদাতা। ভগবানও তাদের সম্বন্ধে এইরূপ বলেছেন :—

সেই সব ধর্ম্মদ্বেষী
অমঙ্গল ক্রূর নরাধমে
দেই গো আসুরী গতি
বারম্বার এ ভব-জনমে ॥

আত্মা।—এখন যে ঈশ্বরের কথা বল্লেন, তিনি কে আমি জান্‌তে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহ করে' উত্তর দিন।

উপ।—(ঈষৎ হাসিয়া) যে জানে না এই আত্মা কে, তাকে কি বলে' বোঝাব ?

আত্মা।—(সহর্ষে) তবে কি আত্মাই ঈশ্বর ?

উপ।—হাঁ, আত্মাই ঈশ্বর। দেখ :—

সে পুরুষ সনাতন
তোমা হতে নহে কিছু অন্য ;
নরোত্তম দেব হতে
তুমিও নহগো কিছু ভিন্ন ;
ভিন্নরূপে প্রতিভাত
কেবল সে অনাদি মায়ায়,
সূর্য্য যথা হয় দ্বিধা
পড়িয়া গো জলের ছায়ায় ॥

আত্মা।—(বিবেকের প্রতি) বৎস! ভগবতী উপনিষদ্ দেবী যা বল্লেন তার তাৎপর্য্য আমি সম্যক্ বুঝ্‌তে পারলেম না।

দেহে দেহে আমি ভিন্ন, দেহাকারে অবচ্ছিন্ন,
জরা ও মরণ-ধরমী
—একিগো সম্ভব হয়— নিত্যানন্দ চিন্ময়
বলেন আমারে গো ইনি ॥

রাজা।—পদার্থ-জ্ঞানের অভাবে আপনি বাক্যের অর্থ বুঝ্‌তে পারচেন না।

আত্মা।—আচ্ছা, কি করে' পদার্থ-জ্ঞান হয় তার উপায় আমাকে বল দিকি।

রাজা।—আচ্ছা, শ্রবণ করুন :—

ইনিই গো আমি—ইহা
পুনঃ পুনঃ করিয়া চিন্তন,
"ঘট-পট" ইনি নন
—মনে মনে করি বিবেচন
—এইরূপে বহির্বস্তু হইলে গো লয়,
চিদাত্মার জ্ঞান চিত্তে হইলে উদয়,
তখন গো "তত্ত্বমসি"—"তিনি তুমি—তুমি তিনি"
—এই শ্রুতি-বাক্য পুন করিলে শ্রবণ
ব্যক্ত হইবেন সেই শান্ত জ্যোতি স্বপ্রকাশ
আনন্দ-স্বরূপ, ভব-তিমির-মোচন॥

নিদিধ্যাসনের প্রবেশ।

নিদি।—দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন :—"দেখ বৎস! তুমি আমার অভিপ্রায় বিবেক ও উপনিষৎকে গোপনে বুঝিয়ে দিয়ে আত্মার নিকটে থাক্‌বে।" (অবলোকন করিয়া) এই যে, উপনিষৎ দেবী ও বিবেক আত্মার নিকটেই আছেন; এই-বার তবে ওঁদের নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া উপনিষৎকে চুপি চুপি) দেখুন দেবি! দেবী বিষ্ণুভক্তি আপনাকে এই আদেশ করেচেন :—"দেবতারা সঙ্কল্প-যোনি, মনেতেই তাঁদের সন্তান উৎ-পত্তি হয়। আর, ধ্যানযোগেও আমি জেনেচি, তুমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছ। তোমার গর্ভে বিদ্যানামে এক ক্রূরমতি কন্যা ও প্রবোধচন্দ্র নামে একটি পুত্র বর্ত্তমান। এখন তুমি সঙ্কর্ষণী বিদ্যার দ্বারা কন্যাটিকে মনেতে সংক্রামিত করে' ও পুত্রটিকে আত্মার নিকট সম-র্পণ করে' আমার নিকট আসবে।"

উপ।—যে আজ্ঞে দেবি! (বিবেকের সহিত প্রস্থান)

নিদি।—(আত্মাতে গিয়া অবস্থিতি)

নেপথ্যে।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

উদ্দাম জলন্ত তেজে দশ দিশি উজলিয়া
তড়িতের সম
ভেদ করি' মনো-বক্ষ এই কন্যা সহসা গো
লভিয়া জনম
যোগ-বিঘ্নগণে আর মহামোহে করি' গ্রাস
হল অন্তর্ধান;
—তখন গো জনমিল সুন্দর পুরুষ এই
প্রবোধ শ্রীমান॥

প্রবোধচন্দ্রের প্রবেশ।

প্রবোধ।—একি ব্যাপ্ত?—একি গুপ্ত?—উদিত না উৎসারিত?
পরস্পরে অনুস্যূত
কিম্বা কালে রহে প্রসারিত?
এই বা কি?—ওই বা কি?—এ সেই—না আর কিছু?
—এই সব তর্ক, যার
আবির্ভাবে হয় অন্তর্হিত;
যাহার গো অভ্যুদয়ে ত্রিলোক প্রকাশ পায়
সহজ আলোকে,
—আমি সে প্রবোধচন্দ্র উদিত হয়েছি হেথা
দেখুক গো লোকে॥

(পরিক্রমণ করিয়া) এই যে আত্মা, এইবার তবে ওঁর নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) ভগবন্! আমি প্রবোধচন্দ্র এখানে এসে উপস্থিত হয়েচি—আপনাকে অভিবাদন করি।

আত্মা।—(শ্লাঘা সহকারে) এসো বৎস! আমাকে আলিঙ্গন কর।

প্রবোধ।—(তথা করণ)

আত্মা।—(আলিঙ্গন করিয়া সানন্দে) কি আশ্চর্য্য! তোমাকে দেখে অন্ধকার দূর হয়ে যেন আমার মোহ-নিশা প্রভাত হল। দেখ :—

মোহ-তম বিনাশিয়া
ভাঙায়ে বিকল্প-নিদ্রা ঘোর
অপূর্ব্ব প্রবোধচন্দ্র
উদয় হইল হেথা মোর।
শান্তি, যম নিয়মাদি,
আর সে বিবেক, শ্রদ্ধা, মতি,
বিষ্ণু-আত্মারূপে সবে
পাইতেছে এবেগো স্ফূরতি।
আমিও গো সেই বিষ্ণু
—এই জ্ঞান লভিনু সম্প্রতি॥

ভগবতী বিষ্ণুভক্তির প্রসাদে এখন আমি সর্ব্বপ্রকারে কৃতার্থ হলেম, এখন আমি :—

নাহি লভি' কারো সঙ্গ,
কারো সনে না কহিয়া কথা,
ফলাফল-অবিচারে
ভ্রমণ করিয়া যথা তথা,
মুনি যথা সায়ংকালে
কোন গৃহে লয়েন আশ্রয়,
তেমনি হয়েছি আমি
ত্যজি ক্রোধ শোক মোহ ভয়॥

বিষ্ণু।—(সহর্ষে নিকটে আসিয়া) তোমাকে নিঃশত্রু দেখে, বহুকালের পর আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

আত্মা।—দেবীর অনুগ্রহ হ'লে দুর্লভ আর কি থাক্‌তে পারে ?

(পদতলে পতন)

বিষ্ণু।—(আত্মাকে উঠাইয়া) ওঠো বৎস ! বল, আর কি তোমার প্রিয় কার্য্য করতে পারি ?

আত্মা।—ভগবতি ! এর পর, আমার আর কিছুই প্রিয় নেই। কেন না :—

বিবেক কৃতার্থ আজি সমস্ত অরাতি-বৃন্দে
করি' প্রশমিত ;
আমিও নির্ম্মল হয়ে, নিজ সদানন্দপদে
হনু অধিষ্ঠিত ॥

তথাপি আমার এই প্রার্থনা :—

পর্জ্জন্য করে গো যেন
যথোচিত বৃষ্টি বরিষণ ;
প্রশমি' উৎপাত নানা
পালুন গো পৃথ্বী নৃপগণ ;
তত্ত্বোদয়ে তম নাশি'
তোমারি প্রসাদে যোগিগণ
মমতা-আতঙ্ক-পঙ্ক
ভবসিন্ধু করুন তরণ ॥

ইতি জীবন্মুক্তি নামক ষষ্ঠ অঙ্ক।

সমাপ্ত।